শান্তি কুঞ্জ।

প্রণেতা—মোহাম্মদ দাদ আলী।

প্রথম সংস্করণ।

মিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

ও

বাবু গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর

জমিদার মহোদয়ের সাহায্যে

মোহাম্মদ ইউসফ আলী

ও

মোহাম্মদ মনসুর আলী

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৷৹ টাকা।

॥ অবনীনাথ সংগ্রহ ॥

ভূমিকা।

এই শান্তি কুঞ্জ পুস্তকখানি প্রায় ১০ বৎসর কাল লিখিত হইয়া অর্থাভাবে মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। বর্ত্তমানে ঈশ্বরানুগ্রহে সাহিত্যানুরাগী বিজাতীয় বিদ্বেষ শূন্য হিন্দুকুল-তিলক দুইটী দাতার মনে দয়ার উদ্রেক হওয়ায় তাঁহাদের নিঃস্বার্থ দানে পুস্তকখানি মুদ্রাঙ্কিত হইল। দাতাগ্রণীদ্বয়ের পরিচয় অদৃষ্টলিপী প্রবন্ধের শেষভাগে ২৫১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইল। উক্ত মহাত্মা-দ্বয়ের করুণাদৃষ্টি নিপতিত না হইলে এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের জীবনেও মুদ্রাঙ্কিত হইত কি না সন্দেহ, তজ্জন্য গ্রন্থকার উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিল।

জগৎ সৃষ্টি হইতে, এ পর্য্যন্ত চিরদিনই বিশুদ্ধ প্রেমের আদর হইয়া আসিতেছে, এবং প্রলয় কাল পর্য্যন্ত ও উহার আদর সমভাবেই থাকিবে; বরং লোকান্তর জগতেও প্রেমের গৌরব আরও উর্দ্ধে। সেই বিশুদ্ধ প্রেমরূপ শান্ত রস অবলম্বনে এই শান্তি কুঞ্জখানি লিখিত। শান্তি কুঞ্জের শান্ত রসাত্মক কবিতা-গুলিতে পাঠক পাঠিকাগণের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি প্রদান করিলেই লেখকের শ্রম সার্থক হইবে।

পুস্তকের দুরূহ শব্দগুলির অর্থ এবং ভাবের ব্যাখা টীকায় অঙ্ক নির্দ্দেশে লিখিত হইল। আশা করি পাঠক পাঠিকাগণের অর্থবোধ ও ভাব গ্রহণ সৌকর্য্যার্থে কিছু সাহায্য হইবে। গ্রন্থকার প্রণীত ভাঙাপ্রাণ ও আশেকে রাসুল গ্রন্থদ্বয় পাঠক পাঠিকাগণ কর্ত্তৃক যেরূপ সাদরে গৃহিত হইয়াছে, এই শান্তি

কুঞ্জও তাঁহাদের করকমলে সেইরূপ সমাদৃত হইলেই গ্রন্থকারের ভাগ্য প্রসন্ন মনে করিবে।

মনুষ্য ভ্রমপ্রমাদ শূন্য নহে। প্রুফ সংশোধন সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করিয়াও পুস্তকখানি ভ্রমশূন্য করিতে পারি নাই। টীকায় অঙ্কের বেশী কমি ও বর্ণাশুদ্ধি অনেক রহিয়া গিয়াছে। কবিতার বর্ণাশুদ্ধিগুলি শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হইয়া লিখিত হইল। টীকার অশুদ্ধগুলি শুদ্ধি পত্রে লিখিতে হইলে বহু বিস্তৃত হয় বলিয়া, উপেক্ষিত হইল। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসগুলি প্রকাশ করিতে যাইয়া যদি কোনও স্থানে লেখকশ্রেণীর কর্ত্তব্য সীমা অতিক্রমিত হইয়া থাকে, তবে পাঠক পাঠিকাগণ, "শূর্পবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্নতি সাধব" এই প্রাচীন কবি বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া গ্রন্থকারের ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

১৩২৪। বৈশাখ
বঙ্গাব্দ

বিনীত
গ্রন্থকার।

সূচী পত্র।

বিষয়

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	কবিতা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৩৫	১৫	২	প্রমিক,	প্রেমিক,
৬১	২০	২	বার,	একবার,
৭৬	৪	৫	বিলাশ,	বিলাস,
৯০	৪১	৫	বিহোইব,	বিমোহিব,
৯৩	৩	১	চ'খেতে,	চ'খের,
"	"	৪	হইয়াছে,	হইয়াছ,
৯৬	১৩	২	মুনীপদ,	যুনীপদ,
৯৭	১৩	৬	প্রাবৃষ্টে	প্রাবৃটে,
৯৮	১৮	১	ঘেরে,	ঘূরে,
৯৯	২০	২	অভিষেসনে,	অভিসেচনে,
১১৩	৩	১	কাংস,	কাংস্য,
১২০	৪	১	তটিনীয়,	তটিনীর,
১২৩	১২	১	কৌশপ,	কৌণপ,
১৩৩	১৪	৬	দে ,	দে'খে,
১৫৫	৫৩	১	শুনি,	শুনি,
১৭৬	১৮	২	বিদূরির,	বিদূরিব,
১৯৪	৫১	১	অর্ঘ,	অর্ঘ ই,
২৪৬	২১	১	কুটিতে	ফুটিতে

এলাহী

শান্তি কুঞ্জ।

প্রার্থনা।

১

যাঁর কৃপা-ফলে বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি
পাবে লয়, (১) যবে হবে অনুমতি
যাঁর আদেশে ঘূরিছে দিন রাতি
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

২

এই সুষমা-নিলয় (২) ধরণীরে
শত কোটি যুগ জলমগ্ন ক'রে
রাখে শক্তি-বলে আবরিয়া নীরে
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।*

১। শেষ, ক্ষয়, ২। শোভার আলয়।

* এই দ্বাদশাক্ষরা কবিতাগুলির তৃতীয় ষষ্ঠ নবম ও দ্বাদশাক্ষর স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণে পঠিত হইবে।

৩

হ'ল বাসনা সৃজিতে বিশ্ব যবে
নীরোপরি গড়িলেন এই ভবে
শূন্যে স্থাপিলা বিমানে ছায়াধরে (১)
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

৪

তাঁর দয়া বিনা মানবের গতি
নাহি, এ লোকে সে লোকে অব্যাহতি
কায়মনে সেবে তাঁরে সাধু যতি
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

৫

সেই সচ্চিৎআনন্দ (২) সনাতন (৩)
অনাথের নাথ পতিত-পাবন (৪)
সেই বিপন্ন-বিপদ-সংহারণ (৫)
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

৬

দিবে(৬) নির্জ্জর(৭) কিন্নর(৮) অপসরে(৯)
প্রত্যাদেশবাহী(১০) গেলেমান(১১) হুরে(১২)

১। সূর্য্য, ২। নিত্যজ্ঞান সুখস্বরূপ, পরমেশ্বর, ৩। চির-স্থায়ী, ৪। পতিতের পবিত্রকারী, ৫। বিপদগ্রস্থের উদ্ধারকারী, ৬। স্বর্গে, ৭। দেবতা, অমর, ৮। স্বর্গীয়-গায়ক, ৯। স্বর্গীয় স্ত্রীলোক, ১০। সংবাদবাহী, স্বর্গীয়-দূত, ১১। স্বর্গীয় সেবাকারী, ১২। স্বর্গীয় সেবাকারিনী স্ত্রীজাতি।

ধরা শোভিলেন পশু পাখী নরে
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

৭

শত কোটী দূত সদা তাঁরে সেবে
কোটি অব্দ(১) থে'কে জপে এক (ই) ভাবে
জরা-মরা-ক্ষুধা-পান-হীন সবে
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

৮

মহিমার কণা তাঁর ক'তে নারে
কোন্ সাহসে কহিতে চায় মরে (২)
সুধু দুরাশার প্রলোভনে ঘূরে
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

৯

অহং জ্ঞানহীন অতি অল্প মতি
নাহি পঠিত-বিদ্যায় মোর কৃতি(৩)
তাঁর প্রসাদ বিহনে নাহি গতি
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

১। বৎসর, ২। মানবে, যাহাদের মৃত্যু আছে।
৩। কার্য্যকুশলতা, পাণ্ডিত্য।

১০

যেই শক্তি নেজামী(১) হাফেজে(২) দিলা
সাদি(৩) জামী(৪) স্বকীর্ত্তি না যায় বলা
ফের্দ্দোসীর(৫) মন্দ্রে(৬) ধরা কাঁপাইলা
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

১১

তাঁর কৃপায় না হয় কি জগতে
নাহি দ্বিধা(৭) অসম্ভব সম্ভবিতে
যতি(৮) বাল্মীকি, নেজামী(৯) দস্যু হ'তে
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

১২

সূচরন্ধ্রে গ্রীবীদলে প্রবাহিতে(১০)
বিনালম্বনে(১১) গগনে ঘুরাইতে
সবি শক্তি আছে সে চিন্ময়-চিতে(১২)
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

১।২।৩।৪।৫। এই পাঁচজন পারসিক কবি। ৬। রবে। ৭। সন্দেহ, ৮। সাধু, সন্ন্যাসী, ৯। বাল্মীকি ও নেজামী ইহাঁরা দুই জনেই প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন, পরে ঈশ্বরানুগ্রহে মহা-তপস্বী ও কবি হইয়াছিলেন। ১০। সূচের ছিদ্র মধ্যে উষ্ট্রশ্রেণী গতায়াত করাইতে, ১১। বিনা আশ্রয়ে, ১২। পূর্ণজ্ঞানময়ের অন্তরে।

১৩

সেই অলৌকিক শক্তি শক্তিময়
দিন্ দাসের নীরস রসনায়
"শান্তি কুঞ্জ" মনোল্লাসে দীনু গায়
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

১৪

"ভাঙ্গাপ্রাণ" আদর পে'ল যে গুণে
"শান্তি কুঞ্জ" শোভে যেন সে ভূষণে
কে আদর লভে তাঁর কৃপা বিনে,
প্রণমামি তাঁরে সেই বিশ্বপতি।

অনুতাপ।

তোটকছন্দঃ।

১

সঁপিয়াছি পদে চিত, যা কর হে
হৃদয়েশ অশেষ গুণাকর হে।

২

ভবসিন্ধু কিসে বল, পার হবে
তব নৈকট্য লাভ কবে করিবে।

৩

বল নাথ ত্বরা শুনিতে উতলা
সহসা হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধিলা।

৪

তুমি যার পরে কর নাথ দয়া
তট পায় ত্বরা সিন্ধু সন্তরিয়া।

৫

বিকলাঙ্গ করে গিরি লঙ্ঘন রে
পক্ষ হীন জনে গগনে বিচরে।

৬

তুমি বাম দয়াময়! যার পরে
অকস্মাৎ তরক্ষু(১) গরাস করে।

১। নেকড়ে ব্যাঘ্র।

৭

জলহীন সরে ভক্ষয়ে মকরে .
তড়িত্বান(১) বিনা, বজ্রপাত শিরে।

৮

ক্রিমি-কীট হ'য়ে মল ভক্ষণ রে
সর ক্ষীর ননী-রস বজ্জন রে।

৯

নর নাম ধ'রে পশু-ভাব মনে
নর-সদ্গুণ নাহিক যেই জনে।

১০

গুণ হীন জনে নর কে কহিবে
দুটি পাদ করে ধরিলে কি হবে।

যদি মানব পাশব-বৃত্তি ধ'রে
বলবান মহা হয় দৈব বরে।

১২

জয় লাভ করে অসুরে সমরে
তবু মানব তায় বলে কি ক'রে।

১। মেঘ।

১৩

স্ব বলেই বলী,—নর তায় বলে
ক্ষমবান,—দলে(১) রিপু-শত্রুকুলে

১৪

বল কে যুঝিতে ক্ষম তার সনে
হয় সে বিজয়ী অমরের রণে।

১৫

রিপু-তুষ্ট তরে মন্দ কাজ ক'রে
ভ্রমি পাপ-পথে অলক্ষে, তিমিরে।

১৬

পুণ্য হীন হৃদে সুধু পাপ শিরে
লইয়া, শরমে প্রভু আছি ম'রে।

১৭

করি পাপ প্রভো! তবু দাস-ঘরে
মম নাম লিখা চিরকাল তরে।

১৮

হয় শান্ত ধরা রবি অস্ত হ'লে
মম পাপ-তুষাগ্নি সদাই জ্বলে।

১। দমিত করে।

১৯

দহনে(১) জ্বলিয়া হয় অঙ্গ, মসী(২)
উপহাস ক'রে অস্ত যায় শশী।

২০

কভু নীল নভে দৃষ্টিপাত ক'রে
কহি তাপ ভরে, কুমুদীপতিরে।

২১

কর তীক্ষ্ণ করে তনু ভর্জ্জিত রে
হৃদয়ে স্বধু দ্বেষ প্রপূরিত রে!

কিরণে বসুধা করিতে উজলা
নিশিতে গগণে, বিভূ তোয দিলা।

২৩

তব জন্ম নহে বিরহী বধিতে
রজনীর প্রদীপ!—ধরা তুষিতে।

২৪

শক্তি নাহি পদে চলিতে ফিরিতে
কত ক্লেশ মনে উঠিতে বসিতে।

১। অগ্নিতে, ২। কালী, কৃষ্ণবর্ণ.

২৫

কত বাকি প্রদীপ নির্ব্বাণ হ'তে
যদি জান, ক'য়ে কর সুস্থ চিতে।

২৬

কভু সঞ্চিলিনা পথ-সম্বল রে
যমরাজ, করে ধরিলা চিকুরে।

২৭

কি উপায় ক'রে মুক্তি পাইবি রে
শমনের করে বল্ বাঁচিবি রে।

২৮

বিরহী জন প্রাণ-প্রিয়া বিহনে
হয় না ক সুখী স্বরগোপবনে।

২৯

নত, কাঞ্চন-পালঙ্ক অগ্নিময়ে
অলকা (১) নত, তার চ'খে, নিরয়ে। (২)

৩০

করকা (৩) বলি, পুষ্প করে লয়না
কুমুদীপতি, ভানু মনে কল্পনা।

১। কুবের পুরী, ২। নরকে, ৩। শিলা.

৩১

হয় কীল (১) মনে হিম শীকর (২) হে
সরসীজ (৩) কিবা পুষ্প-কেশর হে।

৩২

নত, বায়ু সঞ্চালন, উগ্র বিষে
ভয় পায় ছুঁতে স সরোজ বিসে (৪)।

৩৩

সর্প ভাবি পলায় পরাণ ভয়ে
পরিহাস করে প্রিয় বন্ধু চেয়ে।

৩৪

বল, প্রেমিক-নেত্র কি রূপ খুঁজে ?
সুধু প্রেম করে মনপ্রাণ বুঝে।

৩৫

পরদ্রব্য অতীব মনোজ্ঞ হ'লে
পরিত্যাগ করে সুশিক্ষার ফলে।

৩৬

হ'ক রূপবতী, রসিকা বিরসা
শিশু বালক বা যুবতী বয়সা।

১। অগ্নিকণা, ২। শিশির, জলকণা, ৩। পদ্ম, ৪। মৃণাল.

৩৭

নয় প্রেমিক এ বিষয়ে ধিষণী (১)
মনচোর মনের বৃহদ্বন্ধনী।

৩৮

মন দেয় পরে কয় না অপরে
ব্যতিব্যস্ত সদা মিলনের তরে।

৩৯

মন যার পরে হয় লোলুপ রে
শত বিঘ্ন, কি সাধ্য বিরূপ করে ?

৪০

বহিশ্চক্ষু হ'তে যদিও অন্তরে
অন্তশ্চক্ষু হ'তে নয় দূরতরে।

৪১

মনপ্রাণ ভ'রে দিন রাতি জপে
বিজনে, ভুষিছে সুকঠোর তপে।

৪২

মনঃপীড়ককে ভয় নাহি করে
সম, বায়ুসখা (২) রজনীশ-করে (৩)

১। জ্ঞানী। ২। অগ্নি, ৩। চন্দ্রকরে, জ্যোৎস্নায়,

৪৩

কভু নীরদ-নীর কি ভানু-করে
সহয়ে তনুরে প্রিয় লাভ তরে।

৪৪

অভিলাষ কদাচ সম্পূর্ণ নহে
প্রমদের তরে মনস্তাপ সহে।

৪৫

হয় না ক সুখী শতকে দরশে
বিরহের কৃপাণ (১) সদা উরসে (২)।

৪৬

মর-জীবন বদ্ধ বিচ্ছেদ-গুণে
নয় সাধ্য, খুলে দৃঢ় সে বন্ধনে।

৪৭

সদুপায় বিনা ব্যথিতান্তর হে
হয় অন্তর দগ্ধ নিরন্তর হে।

৪৮

পরিণাম বুঝে যদি প্রেম করে
ডুবিতে হয় না বিরহের সরে (৩)।

১। তরবারি, ২। বক্ষে, হৃদয়ে। ৩। সরোবরে,

৪৯

রয় ধৈরজ-অর্গল তার করে
হয় আশ যবে তিতিক্ষার (১) ঘরে

৫০

ছুড়কা অরূপে বসি এক মনে
করয়ে অর্চ্চনা প্রমদে যতনে।

৫১

মর-জীবন-আশ মিটায় সুখে
বিভু নাম হৃদে পলকে পুলকে।

৫২

দরশে নয়নে উষ্ণ হীন প্রভা
সমভাব বিভা রজনী কি দিবা।

৫৩

চন্দ্র সূর্য্য প্রভা কভু না তিতি
উপমা কর, বিন্দু—বিমান হবে।

৫৪

বিকলা তুলিকা প্রতিমা অঙ্কিতে
রতনাকর শুষ্ক হবে লিখিতে।

১। খেদ।

৫৫

শতকোটি যুগে রচনা হয় না
শুন "দাদ" মিছে তুলিকা ধ'রনা।

৫৬

চরণে মতি তোর রহে সর্ব্বদা
বিপদে সম্পদে ভুল'না ক কদা।

কোকিল।

১

কে তুমি বিহগবর বসি পিকরাগ (১) শিরে
গাহিতেছ কুহু-গীতি, ভাসাইছ দুখ-নীরে
আনন্দে করিছ গান
বধিতে বিরহী-প্রাণ
দয়া মায়া তব হৃদে দেন নাই বিধি
কাঁদাইছ বিয়োগ-বিধুরে (২) নিরবধি।

২

বিয়োগী-মরম-জ্বালা কেমনে বুঝিবে পাখি!
কি উপায়ে তব হৃদে দেখাব সে চিত্র আঁকি
পর-মর্ম্ম-সংবেদনা (৩)
কভু ভুক্তভোগী বিনা
বুঝিতে পারে না অন্যে কি ভাষে বুঝাব
কাছে এস বস, হৃদি ফাড়িয়া দেখাব।

১। আম্রবৃক্ষ। ২। বিরহজনিত সন্তাপীকে।
৩। অন্যের মনোবেদনা, মনকষ্ট।

৩

জ্বলিছে বিরহ বহ্নি, হৃদি মাঝে অনিবার
নির্ব্বাপ অনল. দিয়া প্রমদা-সন্দেশ-বার (১)
কই পাখী সে সম্বাদ
কেবলি সাধিছ বাদ
মড়ার উপরে খাঁড়া, পোড়া প্রাণে জ্বালা
সহেনা সহেনা আর ক'রনা উতলা।

৪

রাজ-অনুচর দিযা রাজাগম সুসম্বাদ
নগর প্রান্তর বন উপবন-বিসম্বাদ
ঘুচাবে, তুষিবে হিয়া
নব সাজে সাজাইয়া
ভূষিবে হে মহী-রাণী, (২) মোহিতে রাজনে
সুশোভিবে মহীরুহ পত্র ও প্রসূনে।

৫

যাওনা কোথাও দেখি. আমারি কুটীর-দ্বারে
অহর্নিশ যেন বিষ বরষিছ কুহু-স্বরে
তোর সাথে কি বিবাদ
আমি ত নহি নিষাদ (৩)

১। প্রিয়তমার সংবাদরূপ জল।
২। পৃথ্বীরূপ রাজ্ঞী, ৩। ব্যাধ।

তবে কেন মোর বাড়াইতে অবসাদ (১)
অন্য স্বর নাই, শর (২) সম কুহু-নাদ।

৬

প্রাণী বধ হেতু তোমা পাঠায়নি ঋতুরাজ
সবারে তুষিতে,—শীতে বিনাশিতে, বীরসাজ
সৈন্য ও সামন্ত সাথী,
দ্বিরেফ (৩) ও সদাগতি (৪)
অতি মৃদু মৃদু ভাবে মলয় হইতে
আসিছেন হিমান্তক (৫) হিমে বিনাশিতে।

৭

বিরহী ও বিরহিণী নয় তাঁর চক্ষুশূল
কেবল হে কুহুকণ্ঠ (৬) কণ্ঠে তোর আছে শূল (৭)
তাই প্রহারিছ সদা
যথা বাতাত্মজ-গদা (৮)
কৌরবপতির (৯) উরু ভাঙিতে তৎপর
এ হৃদি ভাঙিতে সেইরূপ কুহুস্বর।

৮

হৃদয়ে দয়ার লেশ নাহি তোর পরভৃত (১০)
কেনই বা না হবে, স্বভাব হেন দোষান্বিত

১। অবসন্নতা, ক্লান্তি, ২। বাণ, তীর। ৩। ভ্রমর,
৪। পবন, ৫। বসন্তঋতু, ৬। কোকিল, ৭। অস্ত্র-বিশেষ,
৮। ভীমের গদা, ৯। দুর্য্যোধনের, ১০। কোকিল,

পিতা মাতা বিবর্জ্জিত
ধাত্ৰ (১) গৃহে প্রপালিত
উচ্ছিষ্ঠান্নে বিবৰ্দ্ধিত (২) শূন্যে বিহরিত
পারনা স্পর্শিতে ধরা, মহা পাপান্বিত। (৩)

৯

সর্ব্বংসহা ধরা সহে সমগ্র পাপীর ভার
তোর ভার সৈতে নারে তাই তোর বৃক্ষ সার
থাকিতে জীবন তোর
সাধ্য কি রে ডিম্বচোর (৪)
পরশিবি পবিত্র ধরিত্রী অন্যভৃত (৫)
গ্রহিবে ধরণী তোরে, প্রাণ হ'লে গত।

১০

মর্ম্মন্তুদ (৬) যেই জন, তার প্রতি কেবা তুষ্ট
সর্প হ'তে খল, ক্রূর, খল সম নাহি দুষ্ট
সদা কৈলে পরানিষ্ট
হবে তব কিবা ইষ্ট

১। কাক, ২। কাকের বাসায় জন্ম ও কাকপ্রদত্ত আহারেই কোকিলের বাল্যাবস্থায় পরিপুষ্টি, ৩। কোকিল কখনও মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, বৃক্ষেই বসতি, আহারাদিও শূন্যোপরে করিয়া থাকে। ৪। কোকিল কাকের ডিম্বটী খাইয়া স্বেস্থানে নিজের ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়। ৫। কোকিল। ৬। মনঃপীড়াদায়ক,।

অভিষ্ট পূরিবে কোথা ওহে অন্যপুষ্ট (১)
ত্রিলোকে পাবে না স্থান কহিলাম স্পষ্ট।

১১

যে ভাষে করহ রব যে ক'টী অক্ষর তায়
বাখানিতে অর্থ তার হৃদয় কম্পিত হয়
আদ্যে আছে কু অক্ষর
ব্যাখ্যা শুন রে পামর।
শ্রুতি (২) পৃথ্বী, জ্ঞান এই দুটী অর্থ তার
হুম্, অপভ্রংশে হু, টী, কর ব্যবহার।

১২

হুম্ অর্থে হেয়, জান শাব্দিকগণের মতে
আম্নায় (৩) ধরণী দুটী হেয় তব চাক্ষুষেতে
এ দুটী পবিত্র অতি
হেয় ভাবে যে দুর্ম্মতি
বিরহ-বিধুর (৪) তার চ'খে কোন্ ছার
কেন না করিবে তারে সদা অত্যাচার।

১৩

কু শব্দ—(কুৎসিত) বলি ব্যাখ্যা আছে অভিধানে
দ্বিতীয়ার্থ (মন্দ) বলি প্রকাশ্যে সবাই জানে

১। কোকিল, ২। বেদ। ৩। বেদ, শ্রুতি,
৪। বিরহ-তাপিত,

দেখিতেও কুৎসিত
মন্দ ভাষ উচ্চারিত
কু সংসর্গে অবস্থিত সবি কু তোমার
সেই হেতু কুহু রব করিয়াছ সার।

১৪

না পাখি! মনের ভ্রমে বলিনু অসত্য কথা
বিরহী বলিয়া ক্ষম, অন্তরে পে'ওনা ব্যথা
তুমি মোর হও সখা
ও স্বর অমিয়-মাখা
সেই স্বরে বিভু সন্নিধানে আকিঞ্চন (১)
বিরহী জনের তরে ব্যথিত এ মন।

১৫

সুধাকর-শীতকরে (২) জ্বালায় বিয়োগিগণে
দেখি বিয়োগীর ক্লেশ কষ্ট ও সরল মনে
তাই বিভু (৩) সন্নিধানে
সদা কুহু কুহু স্বনে (৪)
অমা তিথি আগমনে ডাক প্রাণপণে
কুহু অর্থে (অমাবস্যা) সুধী জন জানে।

১। বাঞ্ছা, ইচ্ছা। ২। চন্দ্রের শীতলকর. ৩। ঈশ্বর.
৪। রবে, শব্দে.

১৬

আইলে সে অমাতিথি চন্দ্রমা রহেনা ডুবে (১)
খর (২) করে জ্বালাইতে পারেনা বিয়োগী সবে
যদিও সে তমোরাশি
ঢাকে আসি দশদিশি
আলোক বিহনে লোক পুলকিত নয়
আঁধারেই শান্তি লভে বিয়োগী-হৃদয়।

১৭

যে হৃদয়ে অন্ধকার চিরতরে করে বাস
আঁধারি তাহার ভাল, আলোকেতে সর্ব্বনাশ
যার সদা দীর্ঘশ্বাস
মুখে স্বধু হা হতাশ
হৃদয়েতে আশ্রয়াশ (৩) জ্বলে বারমাস
হ'য়েছে অঙ্গারবর্ণ তনুটা নির্য্যাস।

১৮

বল তার আলোকের কিবা প্রয়োজন আর
আঁধার বান্ধব তার,—আঁধার জীবন যার
থাকিতে নয়ন-তারা
সে হয় দর্শন হারা

১। আকাশে, ২। তীক্ষ্ণ, উগ্র, সংযোগীর পক্ষে চন্দ্রের কিরণ শীতল, কিন্তু বিয়োগীর পক্ষে উহা তীক্ষ্ণতর। ৩। অগ্নি।

তাই বলি ঋতুরাজ-সামন্ত (১) তোমায়
আন, অমাতিথি ডেকে পূর্ণিমা-নিশায়।

১৯

না পিক! ক্ষণেক সম্বরণ কর কুহু রব
গ্রাসিতে আসিছে চাঁদে ওই সিংহিকাসম্ভব (২)
তব কুহুরব (৩) শুনে
অমাতিথি ভেবে মনে
মহাসুর (৪) স্বরভানু (৫) যদি ফিরে যায়
চন্দ্রমার গর্ব্ব খর্ব্ব কে করিবে হায়।

২০

শুনিলে না মোর কথা পুনঃ আরম্ভিলা রব
তোমার মনের কথা এবার প্রকাশি কব
যেই ত্রিলোকের ধব (৬)
তাঁহারি বিরহে তব
ভাবিয়া ভাবিয়া কৃষ্ণবর্ণ তনু খানি
সহে না সহে না তাই মুখে কুহুধ্বনি (৭)।

১। বসন্তরাজের অধীনস্থ সৈন্যরূপ রাজা, অর্থাৎ কোকিল,
২। রাহু, সিংহিকা রাক্ষসীর পুত্র, ৩। অমাবস্যাশব্দ।
৪। অসুর শ্রেষ্ঠ, ৫। রাহু, ৬। পতি, অর্থাৎ ঈশ্বর।
৭। অমাবস্যা-শব্দ।

২১

সে বিহনে ত্রিজগৎ সব অমা-তিথি (১) ময়
তোমার এ রবে বল, গলে না কার হৃদয়
তোরে যে অমিয়-স্বর
দিয়াছে ত্রিলোকেশ্বর (২)
সে মধুর স্বরে সদা কুহু কুহু কর
কে বুঝে ইহার তত্ত্ব বিনা বিশ্বম্ভর। (৩)

২২

পারস্য ভাষায় বলে, কু শব্দের অর্থ (কোথা)
হু অর্থে (অদ্বৈত) (৪) যেই সর্ব্বব্যাপী জগৎপাতা
কি মধুর কুহু শব্দ
শুনিলে জগৎ স্তব্ধ
যাঁর জন্যে যোগী ঋষি দেবাসুর হুর (৫)
করেন কঠোর তপ, বিরহে বিধুর (৬)।

২৩

শাখী পরে থাক পাখী সর্ব্বদা পবিত্র দেহ
মুহূর্ত্তেক পরশ না, পাপ ভরা ধরা-গেহ

১। পূর্ণঅন্ধকারাবৃত তিথি, ২। ত্রিলোকের স্বামী, ৩। বিশ্বের ভরণ-পোষণকারী, ঈশ্বর। ৪। যাহার দ্বিতীয় নাই, অর্থাৎ ঈশ্বর, ৫। স্বর্গীয় স্ত্রীজাতি। ৬। কাতর, তাপিত,

শিখরে কন্দরে কত
যোগী ঋষি সাধে ব্রত
জীব-শ্রেষ্ঠ হ'য়ে নর, দীন হীন সম
বায়ুাহারে (১) নীরাহারে সাধিছে সংযম (২)।

২৪

অনিত্য জীবন জানি ভঙ্গুর (৩) ভবের পরে
বাঁধিলে না নীড়, কভু সুখে অবস্থান তরে
পালিতে সন্তানে, সুখে,
সে আশাও না'ই বুকে
তাতেই পরের করে সঁপেছ সন্তানে
কারো সনে প্রেম নাই বিভু-প্রেম বিনে।

২৫

তুমি ত সাধিছ তাঁরে অরুণ-নয়ন-ধর (৪)
হৃদে শান্তি দেহে স্ফূর্ত্তি তনু অতি মনোহর
সুধাসার (৫) কুহু-স্বরে (৬)
সদা অন্বেষিছ তাঁরে
ও রবে, কে মোহ নাহি যায় তিন পুরে
নিশ্চয় তোমার আশা পূরিবে অচিরে।

১। বায়ুভক্ষণে, ২। যোগসাধনা। ৩। অস্থায়ী, নশ্বর।
৪। সূর্য্যতুল্য চক্ষুধারী, কোকিল, ৫। সুধাবৃষ্টি, অতিমধুর,
। কোথা ঈশ্বর এইরবে,

২৬

ওই সুমধুর স্বর শুনিয়া ত্রিলোকেশ্বর
ত্বরায় তোমায় দেখা দিবেন হে পিকবর
সেরূপ অম্বুধি যবে
ওই চ'খে নেহারিবে
আত্মহারা হ'য়ে তায় ডুবিবে নিশ্চয়
ডুবে যাহে সাধু যতি (পীর 'ওলি (১) চয়।

২৭

সংসারের সুখ দুখ ভালবাসা যাব ভুলি
কাম ক্রোধ লোহ মোহ কবে দিব জলাঞ্জলি
মিনতি আমার রাখ
মোর কথা ভুলনা ক
কহিও ত্রিলোকনাথে এই অনাথেরে
কতকাল ভাসাইবে বিরহ-পাথারে।

২৮

ভুজে নাহি বল আর শক্তি নাই সাঁতারিতে
আতর (২) সঞ্চিত নাই কি দিয়া চাই তরিতে
কেবল ভরসা তাঁর
তিনি ত করুণাধার

১। মুসূল-মান ধর্ম্মের মুনিঋষি গুরু ইত্যাদি।

২। পারের কড়ি।

সেই মম কর্ণধার ভব-পারাবারে,
সপ্রীতি প্রণতি মম বলিও তাঁহারে।

২৯

পিক সম মিষ্ট স্বর বল কোথা পাবে "দাদ"
এ কর্কশ স্বরে তোরে ডাকাও ত পরমাদ
সুস্বর কোথায় পাব
যা দিলে হে ভবধব (১)
ভাঙ্গা প্রাণ ভাঙ্গা স্বর, ডাকিতেছি তাহে
চাহ না করুণা-নেত্রে আর নাহি সহে।

১। ভবের পতি, ঈশ্বর।

প্রতিদান চাহি না।

১

আঁধার হৃদির জ্যোতিঃ
অন্ধের নয়ন-দ্যুতি (১)
তুমি নাকি হও নাথ
কহে বেদ কোরাণে
কথাটি অতীব ধ্রুব (২)
পাতাল মরত ভুবঃ (৩)
সর্ব্বত্রই আলোকিত
তব জ্যোতিঃ-কিরণে।

২

পে'য়ে তব জ্যোতিঃ-বিন্দু
বৈশ্যানর (৪) রবি ইন্দু
তারকা উলকা পিণ্ড
ঘন (৫) মাঝে দামিনী (৬)
স্বরগে অপ্সর হুর (৭)
গন্ধর্ব্ব (৮) কিন্নর (৯) সুর (১০)
মরতে শোভার খনি
অপরূপা কামিনী।

১। চক্ষুর জ্যোতি, ২। সত্য, নিশ্চিত, ৩। আকাশ, গগ
৪। অগ্নি, ৫। মেঘ, ৬। বিদ্যুৎ, ৭। স্বর্গীয় সেবাকারি
স্ত্রী জাতি, ৮। স্বর্গীয় বাদক, ৯। স্বর্গীয় গায়ক, ১০। দেব

৩

শত শত তরু লতা
ভিন্ন অবয়বে গাথা
ফল ফুল গুলি আরো
　　　　সুষমার (১) নিলয়। (২)
সাগর কি মরু গিরি
বন উপবন সরি (৩)
নেহারিলে, শোক দুখ
　　　　সবি পায় বিলয়।

ভাবুক হৃদয় যবে
বিমুগ্ধ তোমার ভাবে
সৃষ্টিগুলি একে একে
　　　　সাজি নব ভূষণে
দেখায় মহিমা তব
হৃদয় টি করে দ্রব (৪)
সুষমার খনি রূপে
　　　　তোষে দুটি নয়নে।

১। শোভার, ২। আলয়, ৩। প্রস্রবণ, ৪। গলিত, গলদ্রব্য।

৫

ভাবিবার শক্তি যার
নাই হৃদে, সে আবার
ভাবুক সাজিয়া দেখা
দিবে বল কেমনে
চঞ্চল হৃদয় ল'য়ে
কেউ কি সাগরে যেয়ে
ডুবিয়া অতল জলে
পায় কি সে রতনে।

৬

শূন্যগর্ব্ভ (১) এ হৃদয়
কেবলি অসার ময়
ভাব রাখিবার স্থান
নাই এই হৃদয়ে
ভাবুক শ্রেণীতে নই
অভাবের বোঝা বই
দুরভাবনায় কাল
কাটি সদা বসিয়ে।

১। অন্তঃসার শূন্য, ফাঁপা।

৭

তবে কি সেবক, দাস
সেও অতি গুরু ভাষ
পাইনা সহজ পথ
দুরাশাব্ধি (১) লঙ্ঘিতে।
সমুখে কণ্টকারণ্য (২)
হিংস্রক শ্বাপদ পূর্ণ
নিপুণতা (৩) তনুত্রাণ (৪)
নাহি দেহ অঙ্ঘ্রিতে (৫)

৮

প্রভুর আদেশ যে টি
সে টি রে জানিয়া খাঁটি
সম্পাদন করা চাই
তাঁর তুষ্টি সাধিতে
যদি তায় হয় ত্রুটী।
তবেই ত হ'ল মাটী
রটাইল কুখ্যাতি টি
অজ্ঞ —সেবা করিতে।

১। দুরাশারূপ সমুদ্র, ২। কণ্টকবন, ৩। পারকতা, কার্য্য-দক্ষতা, ৪। বর্ম্ম, অঙ্গরক্ষক, ৫। চরণে।

৯

সময়ের উপযোগী
যা, প্রভু ভৃত্যের লাগি
ক'রেছেন নিয়োজন
করা চাই গরজে
পান থেকে চুন যদি
খশিল,—দণ্ডের বিধি (১)
অমনি ভৃত্যের প্রতি
আজ্ঞা হ'ল অব্যাজে।

১০

আজীবন দিয়া মন
সেবা কর, অনুক্ষণ
আকাশকুসুম (২) সম
মন পাওয়া বাসনা
সেকাজে কঠিন অতি
ধরে কৃপণতা বৃত্তি (৩)
বহু গৌরবের—দাতা
আখ্যাটিত্ত চায় না।

১। নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধীয় আজ্ঞা অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত, ২। অলীক পদার্থ, কিছুই নয়, ৩। স্বভাব।

১১

আজ্ঞার কি কব কথা
পর পর কঠোরতা (১)
শিথিলতা মাত্র নাই
বুঝিবারে কেলেশ
পার, বা না পার,—ভার
সৈতে,—কিবা ক্ষতি তার
ল'য়ে যে'তে হবে বোঝা
যথা তার আদেশ।

১২

সবল কি দুরবল
স্থির মনা, কি বিকল
যা কেন না হও তুমি
না শুনেন মিনতি
অচেতন কি উন্মাদ (২)
হ'লে,—গেল পরমাদ
তখন আদেশ লঙ্ঘে
আছে তব নিষ্কৃতি।

১। কষ্টকারিতা ক্লেশজনক, ২। উন্মাদের প্রতি, ধর্ম্মাদেশ লঙ্ঘনের কোন দণ্ড নাই।

১৩

সে হেতু সেবক-খাতে
এ নাম টি লিখাইতে
চাহে না,—তোমার আজ্ঞা
নারে সে সম্পাদিতে
দিনে রে'তে পাঁচবার (১)
গুরু আজ্ঞা টি তোমার
স্থির মনে সম্পাদন
হয় না ক তা হ'তে।

১৪

এক মনে এক চিতে
কখনো না বসে ব্রতে (২)
সংসারের মায়া মোহ
অভাবাদি আসিয়া
অমনি হৃদয়ে যে'য়ে
দে'য় ব্রত ভুলাইয়ে
অনুতাপে মন ভরা
স শরমে বসিয়া।

১। নমাজ, আরাধনা বিশেষ, ২। মনোনিবেশ-পূর্ব্বক অর্থাৎ একচিত্তে আরাধনা।

১৫

ভাবুক সেবক, নহে
প্রেমিক হইতে চাহে
সেটি ত ও দুটি চেয়ে
কোটিগুণে ভীষণ
প্রেমিক সে সর্ব্বত্যাগী
সুধু প্রেমময় লাগি
জগৎ সে তৃণ দে'খে
বিনা মনোরঞ্জন (১)

১৬

নিরয়ে (২) করে না ভয়
চায় না ত্রিদশালয় (৩)
আঁধার, আলোক দুটি
তুল্য তার নয়নে
বাসন্তী প্রসূন (৪) গুলি
মরত—তারকা (৫) বলি
যা ভাবে ভাবুক, দলে (৬)
প্রেমিক তা চরণে।

১। মনকে সন্তোষকারক, যাঁহার দর্শনে মনের তৃপ্তি জন্মে, ২। নরকে, ৩। স্বর্গ, ৪। বসন্তকালের প্রস্ফুটিত পুষ্প, ৫। পার্থিব-নক্ষত্র, ৬। দলন করে, মর্দ্দিত করে।

১৭

স্বার্থহীন ভালবাসা (১)
সে হৃদয়ে করে বাসা
ভালবাসা বিনিময়ে
সে ত কিছু চাহে না।
কেন ভালবাসে তারে
তাও সে বলিতে নারে
রূপজ (২) কামজ (৩) দুটি
পিরীতি সে জানেনা।

১৮

ভালবাসা মন্ত্রে দীক্ষা
পে'য়েছে, একই শিক্ষা
ভালবাসা জন তারে
শিখায়েছে গোপনে
হৃদয়ে খুদিয়া মূর্ত্তি
জাগায়ে দিয়াছে স্মৃতি
ভুলিবে না, আত্মা তাঁরে
রবে যবে যেখানে।

১। নিষ্কাম প্রেম, ২। মনোহর রূপলাবণ্য দর্শন হেতু ভালবাসা, ৩। ইচ্ছানুযায়ী তুষ্টিলাভ জন্য ভালবাসা।

১৯

আমিত্ব (১) ঘুচিয়া তার
তুমিত্ব (২) হ'য়েছে সার
তুমি ভিন্ন বিশ্বে কিছু
　　হে'রে না সে নয়নে
অজ্ঞানতা নাই তার
ধারেনা জ্ঞানের ধার
জাগরণে কি স্বপনে
　　পায় হৃদি আসনে।

২০

সত্য করে বল না হে
এ গুলি এ পাপদেহে
দিয়াছ, প্রেমিক আখ্যা
　　লভিতে এ জগতে
বারেক শুনিতে চাই
শুনিলেই শান্তি পাই
পাব, নাথ! আশা-পথ
　　পরিষ্কার দেখিতে।

১। নিজের অস্তিত্ব, নিজের কিছু আছে বলিয়া জানা।
২। তুমিই সর্ব্বস্ব, তুমি ভিন্ন জগতে কিছু নাই।

২১

(ওই) স্বর্গীয় ভূষণ তুলে
দিলে তুমি যার গলে
জগৎ পাগল ব'লে
তারে উপহাসিল
পড়ুক জগতে বাজ (১)
ও কথায় নাই লাজ
পাগলের সমাদর
তোরি কাছে বাড়িল।

২২

মনসুর (২) হাফেজ (৩) শিব্‌লি (৪)
জগৎ পাগল বলি
উপেক্ষা করিয়াছিল
চিনিতে না পারিয়া
দেখা'য়ে অলৌকিকতা
ঘুঁচাইল বাতুলতা (৫)
তখন বুঝিল বিশ্ব
সমরমে কাঁদিয়া।

১। বজ্রাঘাত, ২।৩।৪। সাধুপুরুষরণ, ৫। পাগলা প্রলাপিতা।

২৩

পাগল করিতে দাসে
সাধ যদি ও মানসে (১)
দিতেছে গ্রীবাটি তোরে
বাড়াইয়ে হরষে
দাও কলঙ্কের হার
হেসে বধূ গলে তার
তোমার এ উপহার
শোভিবে সে উরসে (২)

২৪

তোমায় দিয়াছে মন
হরষে কর গ্রহণ
ও মন দাও না দাও
সে তোমার বাসনা
দেয়াই মহৎ রীতি
না দিলেও নাই ক্ষতি
আমি ত পাগল দাদ
প্রতিদান চাহি না।

১। অন্তরে, ২। বক্ষেঃ।

সায়ংসূর্য্য।

১

সাধি নিত্যকর্ম্ম এবে যাও কি বিশ্রামাগারে
প্রভুভক্ত তোমা সম আছে কি এ ত্রিসংসারে
কার আজ্ঞা শিরে ধরি
একচক্র রথোপরি (১)
আরোহিয়া ভ্রমিতেছ অনন্ত বিমানে
কে বুঝে ইহার মর্ম্ম, নাহি জানে জানে (২)।

২

এ লোক হইতে এবে হইলে হে অদর্শন
সারাদিন ভ্রমণ-জনিত শ্রম নিবারণ
হেতু, অস্তাচলে গতি
সারানিশি তথাস্থিতি
করিবে কি? নিজ সুখে মুগ্ধ তব মন
তিমির সাগরে জীবে করিয়া মজ্জন (৩)।

১। সূর্য্য একচক্র রথারোহণে গমন করিয়া থাকেন।
২। দৈবজ্ঞে, ৩। ডুবান, ডুবাইয়া।

৩

না না অংশুমালী (১) দিয়া উন্নত হৃদয় তব
গ'ড়েছেন সেই জন যে জন ত্রিলোকধব (২)
নিঃস্বার্থ নিষ্কাম চিতে
এ ব্রহ্মাণ্ড আলোকিতে
তাই তব গতি দিবা রাতি একভাবে
লোক চক্ষু (৩) গতি, নর চক্ষু কি দেখিবে ?

৪

মরে (৪) কি বুঝিতে পারে অমরে যে কার্য্য করে
দিনান্তে পাইতে শান্তি ক্লান্তি নিবারণ তরে
ত্রিযামা (৫) বিশ্রামালয়
মনে ভাবে জীবচয়
তাতেই নিশায় বিশ্রামাশায় ঘুমায়
তোমার বিশ্রাম নাই, কে বুঝে তা হায় !

৫

তোমার বিহনে আসি তামসী-রাক্ষসী (৬) গ্রাস ?
করিবেক ধরা, হবে তিমিরের পরকাশ
যদিও বিমান দেশে
কোটি কোটি উড়ু (৭) এসে

১। সূর্য্য, ২। ত্রিলোকের প্রভু, ৩। সূর্য্য, ৪। যাহার মৃত্যু আছে, মানুষে, ৫। রাত্রি, ৬। রাত্রিরূপ নিশাচরী, ৭। তারা।

অবতীর্ণ হইবে ঋক্ষেশ (১) সহকারে
রহিবে জগৎ যে আঁধারে সে আঁধারে।

৬

কুমুদিনী নায়কের (২) কৌমুদীর (৩) সুবিকাশে
কথঞ্চিৎ প্রভা-বশে, ধরিত্রী উল্লাসে হাসে
সে প্রভা তাহার নয়
তব তেজে তেজোময়
হয় শশী, নৈলে মসী (৪) তোমার বিহনে
জ্বলন্ত প্রমাণ তার অমা (৫) আগমনে।

৭

ধরণীর অন্তরালে কুহু (৬) সমাগমে শশী
থাকে, তাই পায়না ক তোমার কিরণ রাশি
যে মলিন সে মলিন
তিমির গহ্বরে লীন
তোমায় বিহীন হ'লে চক্ষু হীন সবে
থাকিতেও চক্ষু, চখে আঁধার দেখিবে।

৮

ত্রিযামার (৭) সমাগম কালেও বিরাম নাই
যাম (৮) কি যামার্দ্ধ কোথা পলানুপলেও তাই

১। চন্দ্র, ২। চন্দ্রের, ৩। জ্যোৎস্নার, ৪। কৃষ্ণবর্ণ, ৫। অমাবস্যা, ৬। অমাবস্যা, ৭। রাত্রির, ৮। দিবা কি রাত্রির এক চতুর্থভাগ।

জীবের কল্যাণ তরে
নিয়ত বেড়াও ঘুরে
অমনি এ লোক ত্যজি যাও অন্য লোকে
ঘুচাও তিমির-পট প্রকাশি আলোকে।

৯

তোমার উত্তাপ বিনা তরু লতা প্রাণিগণ
পারে না বর্দ্ধিত হ'তে, ক্ষীণ ভাবে আজীবন
কাটাইবে নিরুৎসাহে
তাই তোমা সবে চাহে
জগতের সুকল্যাণে করুণা-নিধান (১)
তাই তোমা ক'রেছেন দেব আত্মা দান।

১০

তোমার উত্তাপ পে'য়ে ওষধি (২) তরুর দল
দান করে জীববৃন্দে আশু সুমধুর ফল
ও অমূল্য কর ঢালি
না সেচিলে অংশুমালী (৩)
সুখাদ্য অভাবে জীব হইত আকুল
কার সনে তোমায় করিব সমতুল।

১। দয়ার আধার, ঈশ্বর, ২। ফলপাকান্ত বৃক্ষ, ফল পক্ক হইলে যে বৃক্ষ মরিয়া যায়। ৩। সূর্য্য,

১১

উদ্যম-মোহিনীমন্ত্র ও রূপে রয়েছে মাখা
যে দেখে তাহার হৃদে জাগে উৎসাহের রেখা,
অবসাদ যায় দূরে
হৃদয় উৎসাহে পূরে
নিত্য নৈমিত্তিক কাজে অব্যাজে প্রবেশে
হৃদয় স্বতঃই যেন তাণ্ডবে (১) উল্লাসে।

১২

দ্বিলক্ষ যোজন দূরে থাকি কর, কর দান
পুষ্কর (২) নিকর পায় উষায় নবীন প্রাণ
আনন্দ ধরে না হৃদে
তাই অব্জ (৩) প্রেমামোদে
হাসি হাসি এলাইয়া পড়েন শম্বরে (৪)
প্রেমের বিক্রম মনে কেমনে সম্বরে (৫)

১৩

যদিও সে ছায়া সতী তোমার সাথের সাথী
সপত্নী সংহতি দেখি প্রমোদী পদ্মিনী সতী
পতিরে সপত্নী সঙ্গে
দেখিলে, কার না অঙ্গে

১। নৃত্যকরে। ২। পদ্ম, ৩। পদ্ম, ৪। জলে.
৫। সহ্যকরে।

হয় বিষ বরিষণ সরোজরঞ্জন (১)
কিমাশ্চর্য্য অজ্ঞ আরো সস্মিতআনন (২)

১৪

যে যতই ভাল বাসে তোরে, অনাতপপতি (৩)
তার চে'য়ে বেশী ভালবাসে সূর্য্যমুখী সতী
কেউ ত তোমার তরে
স্থানচ্যুত হয় না রে
কিন্তু সূর্য্যমুখী ধনী এতই উতলা
ঘূরে তব সাথে সাথে ও প্রেমে বিহ্বলা।

১৫

যার হৃদে ভালবাসা প্রবেশ ক'রেছে হায়।
প্রমদ বিহনে, স্বর্ণ-সিংহাসনো নাহি চায়
হীরামতি বিভূষিত
মরকতে (৪) সুগ্রথিত
মনোহর প্রাসাদ সে দেখে অগ্নিময়
মিলনাশে গতি সদা, যথা মনে লয়।

১৬

মজনু (৫) প্রেমিক-রাজ রাজ-সিংহাসন ত্যজি
মনে মনে গতি তার লায়লা(৬)র প্রেমে মজি

১। সূর্য্য, ২। হাস্যমুখী, ৩। সূর্য্য, ছায়াপতি।
৪। রক্তবর্ণ মণি বিশেষে, ৫। জনেক প্রেমিকের নাম।
৬। মজনুর প্রমদার নাম।

কভু প্রাংশু (১) অদ্রি-শিরে
কভু তটিনীর তীরে
কভু গিরি-কন্দরে (২) কখনো যোগী বেশে
ভ্রমিতেন দ্বারে দ্বারে প্রমদা উদ্দেশে।

১৭

প্রেমের স্বভাব কভু চঞ্চল অস্থির নয়
প্রেমিক-হৃদয়ে প্রবেশিলে নাহি যেতে চায়
দেহের পতন হ'লে
আত্মার সহিত মিলে
বাস করে অনন্ত সময় একি ভাবে
তার বিশ্লেষণ (৩) নাই ভূবে (৪) কিবা দিবে (৫)

১৮

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা যে স্বভাব ধরে যেই
তার বিপরীত কার্য্য করিতে পারে কি সেই
নিশ্চল স্বভাব ধ'রে
প্রেমিকে চঞ্চল করে
ঘূরায় সর্ব্বত্র মিলনাশে প্রমদার
প্রেম তুমি ধন্য! হেন শকতি তোমার।

১। উচ্চ, ২। পর্ব্বতগুহায়, ৩। বিচ্ছেদ, ৪। মর্ত্তে, ৫। স্বর্গে।

১৯

তাই বলি হে অরুণ (১) তরুণ কি পুরাতন
পথিক, প্রেমের পথে হইয়াছে যেই জন
সূর্য্যমুখী সম ঘূরে
প্রমদা-দরশ তরে
যথা, মধ্যাম্বরে (২) কি বারুণি (৩) যেই দিকে
যাও তুমি, সূর্য্যমুখী ফিরে স্মিত-মুখে (৪)।

২০

সহস্রাংশু (৫) তব অংশু (৬) অতীব কল্যাণকর
কখনো মনঃপীড়দ কভু মনঃপীড়াহর
একি বস্তু দুটী গুণ
একটীও নহে ন্যুন
হে মরীচিমালি! (৭) মন খুলি বলি মোরে
পূর্ণ কর অভিলাষ সাধি যোড় করে।

২১

বিভাবরী (১) অবসানে ঐন্দ্রি (২) দিকে পুনঃরায়
হইবে উদয় যবে, শান্ত ভাব ধরি কায়

১। সূর্য্য। ২। মধ্য আকাশে, দ্বিপ্রহর সময়ে, ৩। পশ্চিমদিকে, ৪। হাসিমুখে, ৫। সূর্য্য, ৬। কিরণ, ৭। সূর্য্য।

হেরিলে তোমার মূর্ত্তি
হৃদয়ে ধরে না স্ফূর্ত্তি
ও রূপের সুমাধুরী হেরি দুনয়নে
যেমন শিশুর ভাষ সুধা সম কাণে।

২২

ক্রমে কোমলতা পরিহরি উগ্র ভাব ধর
রৌদ্র-রসে(১) মত্ত হ'য়ে যুদ্ধের সু সাজ পর
মধ্যাম্বরে (২) পদার্পণ
কর যবে হে তপন!
কার সাধ্য নয়নে চাহিবে তব পানে
বৈশ্বানরে (৩) পরাজয় কর ও কিরণে।

২৩

ধরিত্রী প্রখর করে প্রাণে ছটফট করে
আবার করুণা আসি পশে তব ও অন্তরে
ক্রোধ পরিহার কর
পুনঃ শান্ত ভাব ধর
মধুর মোহন মূর্ত্তি ধর অস্তকালে
একেবারে মধ্যাহ্ন-উগ্রতা (৪) যাও ভুলে।

১। ক্রোধোদ্দীপক রস, ২। মধ্য আকাশে,
৩। অগ্নিকে, ৪। দ্বিপ্রহর কালীন তেজঃ।

২৪

এ পরিবর্ত্তন কেন দিনে তিনবার হয়
কৌশলে কহিছ, দে'খে শিখুক মানব-চয়
শিশু হ'তে যুবাকালে
উন্নতি সোপানে চলে
বার্দ্ধক্যের অবস্থা ক্রমেই হীন অতি
চিরদিন যৌবন রবে না মূঢ়মতি।

২৫

প্রদোষের দশা তব দেখিলে শিহরে তনু
ক্ষীণহ'তে ক্ষীণতর, বিভা শূন্য হও ভানু
চাহিতে তোমার পানে
কষ্ট নাহি দুনয়নে
শিখাও তেজস্বীগণে যেন এই ভাবে
চিরকাল প্রতাপ থাকে না সমভাবে।

২৬

হে মোহান্ধ-মানব! (১) বিভব পে'য়ে ভুলে গেলে
অবিচার, অত্যাচার, অনাচারে মে'তে র'লে
দেখি তপনের (২) দশা
হৃদয়ে কি থাকে আশা

১। ভ্রমপ্রমাদগ্রস্থ মানব, ২। সূর্য্যের।

একটী দিবার মাঝে কত ব্যতিক্রম
জীবনে অক্ষুণ্ণ (১) রবে তব কি বিক্রম।

২৭

শুনেছি পুরাণে আছে দ্বাদশটী মুখ তব
তাই নাম, দ্বাদশ-আত্মন্ (২) তব ছায়াধব (৩)
এক মুখে কর ঢালি
দহ পৃথ্বী, অংশুমালি (৪)!
তপন-নিকরে (৫) যবে ও ময়ূখ-মালা (৬)
উগারিবে, কে সহিবে সে তাপের জ্বালা।

২৮

শিরোপরি চারি হস্ত উর্দ্ধে তব হবে স্থান
যে রশ্মি-সমষ্টি (৭) বিভু ক'রেছেন তোরে দান
পূর্ণভাবে দিবে নরে
স্ব স্ব কর্ম্মফল তরে
সে মহা প্রান্তরে (৮) যথা উপায় বিহীন
কি দোষ তোমার, সবি কর্ম্ম-ফলাধীন।

১। ন্যূনহীন, পূর্ণাবস্থা। ২। সূর্য্য, ৩। সূর্য্য।
৪। সূর্য্য, ৫। মুখ সমষ্টিতে, ৬। কিরণরাশি।
৭। সম্পূর্ণ কিরণ, ৮। পরলোকে, মহা বিচারস্থলে

২৯

পলেক (১) ও তীক্ষ্ণ করে চর্ম্ম পল (২) মজ্জা আদি
ফুটিতে থাকিবে যথা, বাত্যায়-আবর্ত্তে(৩) অব্ধি(৪)
সে জ্বালা অসহ্য অতি
রোধিতে নাহি শকতি
কাজেই সহিবে নর মর মর ভাবে
মরিতে চাহিবে কিন্তু মৃত্যু নাহি হবে।

৩০

তুমি অতি প্রভু-ভক্ত প্রভুর আদেশ পাল
যে ভাবে চালান তিনি সেই ভাবে সদা চল
যে শুনেনা তাঁর বাণী
কুপথে সুপথ জানি
স্ব ইচ্ছায় করে গতি, তার কিবা গতি
হবে বল, সেই দিনে অনাতপ-পতি (৫)।

৩১

পিতা মাতা পুত্র কন্যা জায়া ও ভগিনী ভ্রাতা
পরস্পর সম্মুখীন হইলে কবে না কথা
ভাবি স্ব স্ব কর্ম্মফল
ভয়ে হবে দুরবল

১। একপল সময়ে, ২। মাংস, ৩। বায়ুদ্বারা উথলিত, ৪। সমুদ্র। ৫। ছায়াপতি, সূর্য্য।

এ ভবের স্নেহ ও মমতা যাবে ভুলি
আত্মীয়তা বন্ধুতাদি দিবে জলাঞ্জলি।

৩২

কর্ম্মফল বিনা, বন্ধু হবে না সেদিন কেহ
সেই কর্ম্মফল-লাভ ক'রেছি কি না সন্দেহ
মোহের মায়ায় ভুলি
পুণ্যকর্ম্মে জলাঞ্জলি
রিপু-পরিতোষে সাধিয়াছি অনাচার
তব করে আতপত্র (১) কে হবে আমার।

৩৩

কেবল ভরসা স্নুধু শেষ-নবি-বর (২) কৃপা
তিনি ভিন্ন এ দীনের রক্ষা কে করিবে ত্রপা (৩)
সে নাম বারিদ (৪) ভাবে
তব করে ছায়া দিবে
পিপাসাদি নিবারিবে করি জলদান
কাউসর্ (৫) নির্ঝর (৬) যাঁর করে বিদ্যমান।

১। আতপরক্ষাকারী, ছাতা।
২। প্রেরিত পুরুষ, হজরত মোহাম্মদ, ৩। লজ্জা, ৪। মেঘ,
৫। স্বর্গের প্রস্রবণবিশেষ, ৬। ঝরণা।

৩৪

যাঁর জ্যোতি-কণা পে'য়ে তুমি এত জ্যোতিষ্মান্ (১)
তাঁর অনুকম্পা ভিন্ন নাহি মোর পরিত্রাণ
সর্ব্বত্রেই গতি তব
জানি ওহে ছায়াধব (২)
আমার প্রণতি শত শত বল তাঁরে
বিস্মৃত না হন মোরে সে মহাপ্রান্তরে।

১। জ্যোতির্ম্ময়। ২। সূর্য্য।

আমি সতী।

১

এস বঁধু হৃদাসনে
আসিতে সঙ্কোচ মনে
কেন করিতেছ অকারণ
তোমার অপরিচিত
নহে বঁধু এই চিত
এ ত নাথ ! তোমারি আসন।

২

কলুষ-(১) পুরীষে (২) পোরা
ভুমুটী লইয়া ধরা
তোমার আদেশে আসিয়াছি
চাহিবার শক্তি মোর
দিবার শকতি তোর
দিলে কি তা কখনো ত্যজেছি।

৩

কে বুঝে তোমাব লীলা (৩)
কে বুঝে তোমার খেলা
তুমি হও শক্তির সাগর,

১। পাপ, ২। মলে। ৩। সৃষ্টিহেতু হর্ষভাব।

মনোমত কর কাজ
পরেরে লাঞ্ছনা লাজ
দিতে বঁধু এই গুণ ধর।

৪

যাতে তুষ্ট থাক তুমি
তাতেই সন্তুষ্ট আমি
যা ইচ্ছা, বলে না কেন লোকে
কলঙ্কে শঙ্কিত নই
যাই হই তাই হই
ত্যজিতে পারিবে না ত মোকে।

৫

বল, কোথা তাড়াইবে
কার রাজ্যে পাঠাইবে (১)
এ দাসীরে কেবা খে'তে দিবে (২)
দেখাইতে যদি পার,
তবে যাব স্থানান্তর
নৈলে দাসী তোরে না ছাড়িবে।

১। ত্রিজগতে ঈশ্বরের রাজ্য ব্যতীত অন্যকাহারো রাজত্ব নাই। ২। খাদ্য দাতা ত্রিজগতে ঈশ্বর ব্যতীত কেহ নাই।

৬

শত কোটি দয়িতারে (১)
যে জন প্রণয়-ডোরে
সম ভাবে বেঁধে রাখে হায়।
স্ব স্ব পরিচর্য্যা-গুণে
ভালবাসা জনে জনে
ন্যূনাধিকে সকলেই পায়।

৭

যেনা জানে পরিচর্য্যা (২)
রূপে গুণে যে কদর্য্যা
জায়া-শ্রেণী মাঝে সে কি নহে ?
পতি কি কুলটা (৩) বলি
দেয় তারে জলাঞ্জলি (৪)
হেন কথা কার সাধ্য কহে।

৮

যা ইচ্ছা তোমার বল,
নাহি তায় কোনো ফল,
কারো নই, আমি ত তোমারি

১। পত্নীকে। ২। সেবা। ৩। ভ্রষ্টা, পরপতির প্রতি আসক্ত
৪। ত্যাগ করণ।

গুণের না ধারি ধার
সদাচার (১) কদাচার (২)
যা করি তোমারি নামে করি।

৯

পুণ্য কাজে হও তুষ্ট
পাপে কেন হও রুষ্ট
এক বার বল মন খুলে
পাপ সৃষ্টি কে করিল
নষ্টেন্দ্রিয় (৩) কেবা দিল
রঙ্ দেখ ডুবায়ে সলিলে।

১০

আদমে (৪) গোধূম (৫) খে'তে
নিষেধিলে বহু মতে
কিন্তু তার বাড়াইলে লোভ
গমে ত্যজি মতিমান
ভিন্ন আঙ্গিনায় যান
গমে সাথে দেখি, বাড়ে ক্ষোভ (৬)।

১। পুণ্যকার্য্য, ২। কুআচার, মন্দকার্য্য।
৩। কুকার্য্যাসক্ত ইন্দ্রিয়। ৪। মানবের আদি পিতা, হজরত আদমকে, ৫। গম, স্বর্গীয় ফল বিশেষ, ৬। মনস্তাপ।

১১

তোমার কৌশলে হায়!
খে'তে হ'ল অনিচ্ছায়
লোভ-বশে (১) আদমে গোধূমে
কে বুঝিবে এ কৌতুক
আদমে হ'লে বিমুখ
স্বর্গ হ'তে নিপতিলে ভূমে।

১২

ব'লে ক'য়ে এ মরতে
আদমেরে পাঠাইতে
তাতে বল কিবা ছিল ক্ষতি
নির্দ্দোষীরে দোষী ক'রে
কলঙ্কে ডুবালে তারে
তুমি নাকি অগতির গতি।

১৩

দু দিকেই থাক নাথ
পদে কোটি প্রণিপাত
কি কৌশল! চৌরে ও সাধুরে
কারে বল, সিঁদ দিতে
কারে বা সজাগ (২) র'তে
কার সাধ্য দোষিবে তোমারে।

১। ভক্ষণের আশা। ২। চেতনাযুক্ত, নিদ্রাহীনতা।

১৪

যদি কেহ তুলে কথা
অমনি কাটিবে মাথা
তীক্ষ্ণতর-খাঁড়া-শরিয়তে (১)
সে ভয় যদি না র'ত
মন খুলে ক'য়ে দিত
এ কিঙ্করী (২) সবার সাক্ষাতে।

১৫

জাননা বা কি কৌশল
আমি কৈলে বল, ছল,
করাইয়া তুমি ত নির্দ্দোষী
প্রভুর নাহিক দোষ
কথায় কথায় রোষ
দোষ না ক'রেও দোষী দাসী।

১৬

তোমার ইঙ্গিত (৩) বিনা
পাতাটী কভু হেলে না (৪)
কোন্ কাজে বল আমি হেলি

১। পুণ্যকার্য্যের কঠোর আজ্ঞারূপ খড়্গ, ২। দাসী।
৩। ইশারা, সঙ্কেত, আদেশ, ৪। ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত বৃক্ষের পত্রটী পর্য্যন্ত কম্পিত হয় না।

স্বর্গে বা নরকে যথা
ইচ্ছা হয় দাও তথা
দোষী কেন পাপীয়সী বলি।

১৭

তোমার হৃদয় উচ্চ
জগৎ অতীব তুচ্ছ
তোর সম নাহি কেহ নাথ!
স্বার্থ ত্যজে পরহিতে
যে, সে শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতে
দাসী বাক্যে কর কর্ণপাত।

১৮

এ হৃদি পবিত্র নয়
তাতে যদি ঘৃণা হয়
দুটী পদ রাখিতে তোমার
বল কি করিব আমি
তুমি ত অন্তরযামী (১)
জান স্বামী মনটী আমার।

১৯

তোমায় হৃদয়ে পে'লে
সব জ্বালা যাব ভুলে
আজীবন যা আছে অন্তরে

১। সর্ব্বজ্ঞ, হৃদয়ের অব্যক্ত শব্দ জ্ঞাতা।

তাপহীন রূপরাশি
হৃদি উজলিবে আসি
বিদূরিব কলুষ-আঁধারে (১)

২০

দাসীর তুষ্টির তরে
একবার প্রেম ভরে
দয়া করি এস হৃদাসনে
তব তুষ্টি বুঝি না হে
মোর কিবা কাজ তাহে
তোষ মোরে প্রেমাধীনী জে'নে।

২১

গোলাপ, যূথিকা জাতী
কুন্দ বেলা ও মালতী
মকরন্দ-সংযুত প্রসূনে (২)
পায় বহু পুষ্পরস
তবুও ত রেণুবাস (৩)
বসে মলে (৪) ঘৃণা নাহি করে।

১। পাপরূপ অন্ধকারকে।

২। পুষ্প মধুযুক্ত ফুলে। ৩। ভ্রমর। ৪। ত্যাগকৃত পুরীষে, মৌমাছিগুলিকে কথনও কথনও বাহ্যের উপরেও বসিতে দেখা যায়।

২২

দেখ নাথ ! ছায়াধবে (১)
প্রতি ঘটে (২) পূর্ণ ভাবে
প্রতিবিম্বে (৩) সবারেই তোষে
তপন ত তব সৃষ্টি
মহিমার বিন্দু ওটী
সাগরে বুদ্‌বুদ (৪) সম ভাসে।

২৩

তুমি পূর্ণ চিন্ময় (৫)
তোমাতে সকলি লয় (৬)
ডাকে তোরে যে জন যে ভাবে
তারে সেই ভাবে তোষ;
কারেও না কর রোষ
দুঃখিনী পাবে না কেন তবে।

২৪

তুমি নাথ ! হও একা
শত কোটী জায়া-সখা (৭)
সবে কি যুবতী সুরসিকা

১। ছায়াপতি, সূর্য্য। ২। পাত্রে।
৩। অনুরূপ আকৃতি। ৪। জলবিন্ধ। ৫। পূর্ণজ্ঞানময়।
৬। মিশ্রিত, মিশিয়া যাওয়া। ৭। শতকোটী স্ত্রীরপতি।

সবাই কি রূপবতী
সবাই কি বুদ্ধিমতী
সবাই কি মনোজ্ঞ সেবিকা (১)

২৫

সবে সম হ'তে চাহে
তোমার ইচ্ছা তা নহে
ত্রিজগতে উচ্চ নিচু তাই
তাহে অকৃতজ্ঞ (২) নহি
(তবে) মরমে (৩) মরিয়া রহি
দরশ পাইনা যবে চাই।

২৬

নাই দুনয়ন ভঙ্গী
হাব (৪) ভাব নহে সঙ্গী
হই দুয়া (৫) নহি রসবতী
না জানি রসের কথা
না জানি ভুলাতে ভর্ত্তা (৬)
না জানি করিতে স্তব স্তুতি।

১। ইচ্ছানুরূপ সেবাকারিণী। ২। অসন্তুষ্ট, ধন্যবাদহীনতা।
৩। অন্তরে। ৪। অঙ্গভঙ্গী, বিলাসচেষ্টা।
৫। বিগত যৌবনা, যৌবন হীনা। ৬। পতি।

২৭

নিশ্চয় করিয়া কই
তোমা বিনা কারো নই
স্বধু একা তুমি মোর গতি
জীবন যৌবন মন
তোমাতেই সমর্পণ
ক'রেছি, নিশ্চয় আমি সতী।

২৮

কত দয়া হৃদে তব
কি কহিব ভবধব (১)
এক মুখে শক্তি নাই ক'তে
ত্যজি, তোমা হেন পতি
যেই সেবে উপপতি (২)
তারেও পোষিছ (৩) দুধে ভাতে।

২৯

ও প্রেম সলিল দিয়া
সেচিলে এ দগ্ধ হিয়া (৪)
বাহিরিয়া সে রস চ'খেতে

১। ভবের পতি, ঈশ্বর। ২। স্বপতি ভিন্ন, অন্যজন, নিরাকার জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরোপাসনা বিরত, দেবদেবী বা মূর্ত্তিপূজক। ৩। প্রতিপালন করিতেছ। ৪। হৃদয়।

অজ্ঞাতে আশ্রয় ল'য়ে
রোধিল অঙ্গুলিত্রয়ে (১)
লেখনী ও লেখ্যপত্রী(২)তিতে(৩)

৩০

দাসীরে বিকলা (৪) দেখি
কল্পনা ও ম্লানমুখী
সময় বুঝিয়া পলাইল
সরমে সে নেত্র-জলে
রোধিলাম বস্ত্রাঞ্চলে
স্মৃতি দরশন আশা দিল।

৩১

যখন বিরলে পাব
হৃদাসনে বসাইব
হৃদ্‌কবাট (৫) দেখাব খুলিয়া
সঙ্কোচন (৬) বিস্ফূরণ (৭)
ওই নামে অনুক্ষণ
একদৃষ্টে তোমারে চাহিয়া।

১। লিখিবার জন্য যে তিনটী অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়।

২। কাগজ। ৩। ভিজে, আর্দ্রকরে।

৪। বিহ্বলা, চঞ্চলা। ৫। হৃদয়ের দ্বার। ৬। প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদপিণ্ডের ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হওন। ৭। শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডের বর্দ্ধিত্ব প্রাপ্র হওন।

মেঘ।

১

হে বারিদ ! বহুদিন তব দরশন
কিহেতু পাইনি, মোরে বল বিশেষিয়া
কেন বা লুকায়ে আছ ত্যজিয়া গগন
কোথায় র'য়েছ ? বল, কাহার লাগিয়া।

২

তোমা বিনা নাচে কোথা শিখণ্ডী-শিখিনী (১)
বিস্তারি কলাপ (২) কই করে কেকা রব (৩)
যখন হৃদয়ে ধর, চঞ্চলা অশনি (৪)
সে শোভা বর্ণিতে কবি হয় পরাভব।

৩

তব প্রিয়া সৌদামিনী (৫) কভু তোমাছাড়া
রহে না তিলার্দ্ধ কাল সেবিতে ওপদ
দম্পতির এর চে'য়ে সুখ কিবা বাড়া
ঘুচাইতে অন্তরের বিরহ আপদ।

১। ময়ূর ময়ূরী। ২। পুচ্ছ, ৩। ময়ূরের শব্দকে "কেকা" কহে। ৪। বিদ্যুৎ।

৪

ধূম, জল, বায়ু, অগ্নি এই চতুষ্টয়
হইতে তোমার জন্ম শাস্ত্রের বচন
এ চারি দ্রব্যের গুণ বর্ণনীয় নয়
দেব-আত্মা রূপে কর জনম গ্রহণ।

৫

কি তব দেহের গুণ পবিত্রতাময়
তুমিই প্রকৃত সাধু রূপে অধিষ্ঠিত
তব সহবাসে নীচ জন উচ্চ হয়
সঙ্গ গুণে স্বভাবতঃ নীচতা বর্জ্জিত।

৬

দেখ অম্বুধির (১) নীর লবণে পূরিত
সেই লবণাক্ত জল করিয়া শোষণ
তব কুক্ষী-যন্ত্রে (২) তারে করিয়া শোধিত
সুমিষ্ট মধুর বারি কর বরিষণ (৩)।

১। সাগরের। ২। উদররূপ যন্ত্রে। ৩। শাস্ত্রে কথিত আছে, মেঘ সমুদ্রের লবনাক্ত জল শোষণ করিয়া জীবগণের কল্যাণার্থে বৃষ্টিরূপে মধুর বারি বর্ষণ করে।

৭

তব সুধা-ধারে (১) ধরা না সিঞ্চিলে (২) তুমি
রবিকরে বসুন্ধরা সু জ্বলন্ত চিতা (৩)
মরুতে হইত নত সু উর্ব্বরা ভূমি
জ্বলিয়া হইত ভস্ম বৃক্ষ লতা পাতা।

৮

হে মহান্! তুমিই ওষধি-তরু (৪) গণে
ত্বরা ত্বরা রত্ন রূপ ফল প্রসবিতে
মন্ত্রৌষধি (৫) সম তব বারি বরিষণে
ধাত্রী রূপে সেবা কর আরোগ্য লভিতে।

৯

তোমার প্রসাদে ফল পুষ্পে সু শোভিত
ধরা ভরা সু দৃশ্যে,—নন্দনবন সম
তব সুধাসার (৬) হ'তে করিলে বঞ্চিত
শ্মশান বলিয়া মনে উপজিত ভ্রম।

১০

তোমারি প্রসাদ, সরসীর স্বচ্ছ জল
তাহে সরসীজ (৭) কেলী করিছে আমোদে

১। অমৃতরূপ অনর্গল জলধারায়। ২। সেচন করিলে। ৩। যে স্থানোপরি শব দাহ হয়। ৪। যে বৃক্ষ ফল পকান্তে মরিয়া যায়। ৫। মন্ত্ররূপ ঔষধি, ভেষজ। ৬। সুধাবৃষ্টি। ৭। পদ্ম।

হরষে তাদের তনু রসে ঢল ঢল
অলি(১)ল'য়ে করে কেলী(২)সরোজ(৩)প্রমোদে

১১

নিশিতে কুমুদকুল ফুটে সরোবরে
মল্লিকা মালতী জাতী যূথী,—উপবনে
কামিনী রজনীগন্ধা কুন্দ ও টগরে
গোলাপ-অশোক-বেলা-খেলা স্মিতাননে।

১২

ওই দেখ শূন্য-পথে তোমারি কারণে
প্রেম রূপ হারে যার হৃদয় শোভন
বলিয়া ফটিকজল (৪) ডাকিছে সঘনে (৫)
ধন্য সু প্রেমিক ওই চাতক রতন।

১৩

হেমন্ত শিশির আর বসন্ত নিদাঘ (৬)
চারি ঋতু ক্রমে ক্রমে হইলেক গত
এযাবৎ তোমারি কারণে মহাভাগ (৭)
তব পানে তাকিয়া সাধিছে মহাব্রত। (৮)

১। ভ্রমর। ২। আমোদ, খেলা। ৩। পদ্ম।

৪। চাতক পক্ষীর রবে "ফটিক জলের" প্রতিধ্বনি অনুমিত হয়। ৫। ঘন ঘন। ৬। গ্রীষ্মঋতু। ৭। সৌভাগ্যশালী। ৮। মহাব্রত, অর্থাৎ আটমাস কাল জলাভাবে কণ্ঠাগত প্রাণ চাতকের উপবাস।

১৪

তুমি যদি তার পানে ফিরে নাহি চাও
কি গতি হইবে তার ভাব একবার
প্রণয়—পিপাসু (১) তুমি হও বা না হও
সে কিন্তু জীবন রাখে জীবনে (২) তোমার

১৫

রত্নাকর স্ফীত করি উদরস্থ বারে (৩)
ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত করি রাখেন নিয়ত
চাতকের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই সেই নীরে
না পে'লেও তব নীর, সে তায় বিরত। (৪)

১৬

ধরায় সমস্ত প্রাণী রাখিতে জীবন
তটিনী (৫) পল্বল (৬) কূপ সরসী সাগর
অপবিত্র পবিত্র,—করে না অন্বেষণ
সেই জলে তৃষ্ণা নাশ করে নিরন্তর।

১৭

কিন্তু দেখ চাতকের কি উন্নত মন
যারে সঁপিয়াছে প্রাণ, তারি তরে আশা

১। প্রণয় রূপ তৃষ্ণাতুর। ২। জলে।
৩। জলে। ৪। বৃষ্টির জল ব্যতীত চাতক পক্ষী কোনও জলই পান করে না। ৫। নদী। ৬। ডোবা, জলাশয় বিশেষ।

তার নীর বিনা অন্য সলিলে কখন
নিবারণ করিবে না মহতী পিপাসা।

১৮

বিন্দুমাত্র জল হেতু উর্দ্ধমুখী হ'য়ে
কাতরে "ফটিক জল" বলি চাহে জল
তুমি যদি তার তরে দয়ালু হৃদয়ে
বর্ষ জল তাই তার মানস সফল।

১৯

দেখ ধুমযোনি (১) জল ধারা নাহি দিয়া
ঝঞ্ঝা বাতে (২) ছিন্ন ভিন্ন করহ যখন
শিলাঘাতে (৩) চূর্ণ চূর্ণ কর তার হিয়া
গভীর আরাবে (৪) কর তর্জ্জন গর্জ্জন।

২০

এ সকলি অনায়াসে সে ত স'য়ে থাকে
কেন এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান
কেন বা করকাঘাত (৫) সহে সে মস্তকে
যাহার পতনে কভু হারায় পরাণ।

১। মেঘ। ২। প্রবল বায়ুতে, উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে। ৩। শিলাপাতে, শিলপতনে। ৪। রবে, শব্দে। ৫। শিলা দ্বারা আঘাতে।

২১

তোমার এ কষ্টকর জল বিন্দু বিনা
ওহে জলধর ! মনে বুঝহ বিচারি
আর কোনো স্থানে কিহে সলিল মিলে না ?
পায় শত স্থানে,—নহে তাহার ভিখারী।

২২

এক উপাসক, সেই চাতক প্রবীণ (১)
এক যজ্ঞ, সদা সেই করে অনুষ্ঠান
এক মন্ত্রে দীক্ষিত সে,—দ্বৈত ভাব হীন (২)
এক মনে আহুতি সে, দেয় মন প্রাণ।

২৩

চাতক, প্রেমিক—গুরু, প্রেম শিখাইতে
নশ্বর (৩) জগতে লভিয়াছে সে জনম
তাহার নিজের স্বার্থ নাই এ মহীতে
প্রমদে (৪) মরম (৫) দিয়া শিখায় করম।

২৪

শিখুক মানবগণ সু প্রেম করিতে
যাহাতে আত্মার গতি হবে ঊর্দ্ধগত
যদিও মহৎ ভাব আছে ক্ষুদ্র চিতে
যতনে শিখ না কেন ? হও না উন্নত।

১। জ্ঞানী, পরিপক্ক। ২। যাহার ভালবাসা দুজনের উপরে নহে। ৩। অস্থায়ী। ৪। ভালবাসাজনে। ৫। অন্তর, মন।

২৫

ক্ষুদ্র বলি ঘৃণিও না, তনু ক্ষুদ্র যার
সে কখনো নহে ক্ষুদ্র, মহৎ অন্তর,
মহৎ সে জন, দেখ, করী ভীমাকার
হরির (১) নিকটে তার কিসের গুমর।

২৬

ধিক হে মানব তুমি জীব-শ্রেষ্ঠ হা'য়!
অপ্রেমিক শুষ্ক হৃদি রস হীন শিলা
তোমার গুণের কথা কহিব রে কায়
প্রেম-ঘাটে তনু-তরি কত খেয়া দিলা।

২৭

প্রেম-মূর্ত্তি সদা যাহা দেখ দুনয়নে
দুঃখে শোকে অনুরাগ নাই তার প্রতি
সুখের সময়ে রাখ হৃদয়ে যতনে
দুঃখের সময়ে তারে অমনি বিরতি (২)

২৮

চাতকের প্রেম, সুখ দুঃখ ও যাতনা।
বজ্রাঘাত ও করকা(৩) পাত ভীম-নাদ (৪)
এ সকলি সহে ধৈর্য্যচ্যুত সে হয় না
তবে আশাপূর্ণ,—পে'য়ে বঁধুর প্রসাদ (৫)

১। সিংহের। ২। বিমুখ।
৩। শীলা। ৪। ভয়ঙ্করশব্দ। ৫। অনুগ্রহ।

২৯

সে বারিবাহন (১) অতি পাষাণ হৃদয়
সহজে হৃদয়ে তার দয়া উপজে না
যবে হয় সে হৃদয়ে করুণা উদয়
তখন সে যাচকের না দেখে কামনা (২)

৩০

চাতকের তিন চারি বিন্দু প্রয়োজন
এর চে'য়ে বেশী আশা নাহি সে অন্তরে
কিন্তু মহতের সুধু মহত্ব কারণ
অজস্র ধারায় বারি বরিষণ করে।

৩১

হে জীমূত (৩) এ শিক্ষা যে দিয়াছে তোমায়
গড়িয়াছে যে তোমার উচ্চতম হৃদি
আমার সন্দেশ (৪) কিছু শুনাও তাঁহায়
তাঁর তরে মোর আঁখি ঝরে নিরবধি।

৩২

তাঁর সে অনন্তধাম, শান্তি-নিকেতনে
কবে অনুগ্রহ করি লবেন এ দীনে
এ ভব যাতনা আর সহে না পরাণে
শুনিয়া, করিও তুষ্ট সদুত্তর দানে।

১। মেঘ। ২। বাসনা, ইচ্ছা। ৩। মেঘ। ৪। সংবাদ।

কাতর পরাণে ডাক।

১

দরশন-সুখ আশে কত বা ঘুরিবি রে
বল্ তুই সুখ, আর কোথা গে'লে পাবি রে
কপালে না থাকে যদি
পে'লেও রবে না নিধি (১),
সুখ বিনিময়ে আরো জ্বালাতন হবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

২

ধন উপার্জ্জন আশে কোথা বা না গেলি রে
কতশত ধনীদের মন যোগাইলি রে
চাটুকার (২) হ'য়ে হায়।
হরষিলি তা সবায়
অপুচ্ছে(৩) চমরী(৪) আর কত বানাইবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১। অস্বামিক ধন, যে ধনের মালিক নাই। ২। খোশামুদে। ৩। যাঁহার লেজ নাই, পুচ্ছহীনে। ৪। পুচ্ছবিশিষ্ট গাভী বিশেষ।

৩

নীতি পথ পরিহরি কু মার্গ (১) ধরিলি রে
সুজনে কি এই বর্ত্মে (২) চলিতে দেখিলি রে
কোন যোগী কোন ঋষি
এ পথের অভিলাষী
এ পথের পথিক কি সুজনে দেখিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৪

তুই ত সংসার ত্যাগী তবু কি লাগিয়া রে
সংসার বন্ধন তোর গিয়াছে ছিঁড়িয়া রে
আয়ু অর্থ আরো যশ
ঐহিক সুখের বশ
কেন বা বিলাশ-আশ হৃদয়ে পোষিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৫

ধন ধন করি তুই হইলি নিধন (৩) রে
ঘরের দুয়ারে তোর দাঁড়ায়ে শমন রে
গ্রাসিবেক ধ'রে তোরে
মুখটী ব্যাদান (৪) ক'রে

১। পন্থ, রাস্তা। ২। পথে। ৩। মৃত্যু, প্রাণহীণ।
৪। প্রসারণ, বিস্তার।

সে আশায় রহিয়াছে সে দিকে কি চাবি রে
কাতর পরাণে ডাক দেখা তাঁর পাবি রে।

৬

ঐহিক-মায়ায় (১) ভুলে পারত্রিক পথ (২) রে
পরিহরি পথিক কি ধরয়ে কু পথ রে
যে যায় তাহার ক্ষতি
সাধু গৃহী কিবা যতি (৩)
স্বকরে আপন শিরে কুঠার মারিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৭

ফুরাইল পরমায়ু আর দিন নাই রে
আগুলি এসেছে কাল (৪) আজি কালি যাই রে
কেবল আদেশ বাকী
হ'লে, আর ছাড়িবে কি ?
সকাল বিকাল ক'রে ভাঁড়াতে নারিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৮

মৃত্যু-যজ্ঞে(৫)জীব আত্মা(৬)আহুতি নিশ্চয় রে
অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধ্য কিবা অবজ্ঞে (৭) আজ্ঞায় রে

১। পার্থিব স্নেহ মমতায়। ২। পরলোকের পথ। ৩। সাধু, সন্ন্যাসী বিশেষ। ৪। যম, মৃত্যু। ৫। মৃত্যুরূপ হোমে, ধর্ম্মক্রিয়ার উৎসবে। ৬। দেবোদ্দেশে যজ্ঞ শেষ সময়ে মন্ত্রোচ্চারণে অগ্নিতে ঘৃতপ্রদান। ৭। অবহেলা করে।

বল তুই কি করিবি
যখন আহূত (১) হবি
আহুতি হইবে তোর প্রাণ রূপ হবি (২) রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৯

আত্ম পরিজন বন্ধু বান্ধব সন্তান রে
তোর কাছে ইহাদের মায়া গরিয়ান্ (৩) রে
নারিলি ছিড়িতে মায়া
ভুলি দয়াময়—দয়া
মোহের নিগড়ে বাঁধা কতকাল রবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১০

আদেশ হইতে বাকী যেটুকু সময় রে
সাবধান, সেটুকু না হয় অপচয় রে
অশ্বমেধ (৪) বিনিময়ে
প্রেম-যজ্ঞ সম্পাদিয়ে
জগতে রাখিবি কীর্ত্তি, ম'রে না মরিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১১

কর, তাঁর আরাধনা যেই জন একা রে
যাঁর তুলা নাই, যিনি তোর হৃদে আঁকা রে

১। নিমন্ত্রিত, ২। ঘৃত, ৩। শ্রেষ্ঠ, ৪। অশ্ব বলিদান পূর্ব্বক যজ্ঞ,

গুরু মানি নবি-ব রে (১)
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধ'রে
সমাধি (২) সংযম (৩) আদি সকলে সাধিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১২

এ যজ্ঞের অগ্নি তব জ্বলিছে হৃদয়ে রে
দাও বলি (৪) পর পর রিপুগণে ল'য়ে রে
লাইলাহা ইল্‌লাল্লা
মোহাম্মদ রাসুলোল্লা
এ পবিত্র মন্ত্রে প্রাণাহুতি প্রদানিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১৩

পর-দোষ দেখিবারে আঁখি বন্ধ কর রে
পর-নিন্দা প্রকাশিতে রসনাটী ধর রে
কুকথা শু'ননা কাণে
বিরত কুগন্ধ, ঘ্রাণে
কখনো পরের দ্রব্য করে না ছুইবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে

১। নবিশ্রেষ্ঠ কে, হজরত মোহাম্মদ (সা) কে, ২। সাধনা, ৩। উপবাসাদির সহিত পূর্ব্বদিনের ধ্যান। ৪। পশু হত্যা,

১৪

যা আছে তোমার, তাতে থাকিও সন্তোষ রে
লোভের উপরে সদা প্রহারিবে রোষ (১) রে
রোষে, ধৈর্য্য কশাঘাতে (২)
আন, নিজ অধীনেতে
স্নেহরূপ-গদা (৩) সদা দ্বেষে (৪) প্রহারিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১৫

মোহেরে (৫) বিনাশ কর, জ্ঞান-বজ্রাঘাতে রে
অহঙ্কারে কর বিদ্ধ, নম্রতা-শেলেতে (৬) রে
তিতিক্ষা-কৃপাণ (৭) ধরি
কামেরে (৮) প্রহার করি
এই শত্রুগুলি আত্ম অধিনে আনিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১৬

তোমার এ দেহ-তরি ভব-পারাবার (৯) রে
বল. মোরে কি ক'রে সে পে'তে পারে পার(৬)রে

১। ধৈর্য্যরূপ বেত্রাঘাতে, ২। অস্ত্র-বিশেষ, ৩। ঈর্ষা, হিংসা, ৪। ভ্রমে, অজ্ঞানতা, ৫। অস্ত্র বিশেষ, ৬। ক্ষেদরূপ বা ধৈর্য্যরূপ তরবারি, ৭। আশা, কামনা, ইন্দ্রিয় বিশেষ, ৮। ভবরূপ সমুদ্র, ৯। পরপারে।

মনরূপ এন্‌জিন (১)
হইয়াছে শক্তিহীন
গুরুনাম সাধনায় ষ্টীম (২) বাড়াইবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১৭

গ্রীবা কণ্ঠ মেরুদণ্ড (৩) তুণ্ড (৪) ভুজ আদি রে
সন্ধিস্থলে (৫) ধরিয়াছে কিট্ট (৬) রূপ ব্যাধি রে
নবি-প্রীতি-স্নেহ (৭) ল'য়ে
প্রতি সন্ধিস্থলে দিয়ে
আবর্ত্তন-শক্তি (৮) পূর্ণরূপে বাড়াইবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১৮

তাহ'লে, সে কলগুলি বিকল (৯) না হবে রে
যেভাবে চালাবি, ঠিক সেভাবে চলিবে রে
আটে পিঠে হও দড়,
তবে ত ঘোড়ায় চড়,

১। যন্ত্র সমষ্টির আধার, ২। যন্ত্র চালিত করিবার বায়ুরূপ শক্তি, ৩। নীল দাঁড়া, পত্তন সম্বন্ধীয় প্রধান যন্ত্র বিশেষ, ৪। মুখ, বদন, ৫। দুইটী অঙ্গ পরস্পর মিলনের স্থান, ৬। ময়লা, জঙ্গার, ৭। নবির প্রেমরূপ তৈল, ৮। ঘূর্ণিত হইবার শক্তি, ৯। বিগড়াইয়া যাওন।

আগে, মন্-এঞ্জিনের যন্ত্র পরিক্ষিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১৯

প্রাণোদান(১)ব্যান(২) আর সমান(৩) অপান(৪)রে
এই পঞ্চ বায়ু যাহা দেহে বিদ্যমান রে
সাধ, এই পঞ্চবায়ু
তবে পাবে দীর্ঘ আয়ু
এই পঞ্চ বায়ু, ষ্টীম (৫) নিশ্চয় জানিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

২০

এগুলি হইলে পূর্ণ, তরি দ্রুত যাবে রে
নবি—নামে বাঁধ, হা'ল (৬) যাবে সোজা ভাবে রে
লোহ( )মোহ(৮)কাম(৯)ক্রোধ
মাৎসর্য্য (১০) আর মদ (১১)
পাক, চড়া, ঝড়, ঘূর্ণ, উর্ম্মি (১২) রে রক্ষিবে রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১। ২। ৩। ৪। শরীরস্থ পঞ্চ স্থানের পাঁচটী বায়ু, ৫। শক্তি আগ্নেয় যন্ত্রের বায়ুর শক্তি, ৬। তরণীর পশ্চাদ্ভাগস্থ যন্ত্র বিশেষ যে যন্ত্র দ্বারা নৌকার গতি আয়ত্ব রাখা যায়, ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। এই পাঁচটী রিপু, ১২। ঢেউ, তরঙ্গ।

২১

বিষয়-বাসনা (১) তোরে এত ই মজাল রে
গৃধিনী (২) ও কাক, শিবা(৩) গণে লজ্জা দিল রে
মিটিল না সে পিপাসা
বৃদ্ধকালে বৃদ্ধি আশা
কর্ম্মনাশা-নীরে (৪) তুই আশা কি ডুবাবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

২২

দ্রবীণ (৫) অশান্তিময়, প্রবীণে (৬) না চায় রে
চঞ্চল-বালকে, বীণে (৭) যেমনে নাচায় রে
স্থবীরে (৮) হ'লে না ধীর
ফেণ-রাশি অম্বুধির
নাহিক ভারত্ব সেই মত কি নাচিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

২৩

বেড়াইতে কোনো দেশ বাকী নাই আর রে
লাভালাভ বুঝেছিস্ নানা ব্যবসার রে

১। ঐহিক বিভবের আশা, ২। শকুনী, ৩। শৃগাল, ৪। কর্ম্মনাশানামক নদীর জলে, ৫। ধন রত্নাদি। ৬। জ্ঞানবান, নিপুন, ৭। বংশীতে, ৮। বৃদ্ধকালে।

বাকী নাই গোরু চুরি
আর কি দারোগা গিরি
কিছুই ছাড়িস নাই, আর কি করিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

২৪

বিধি, তোরে দিবে নিধি (১) ভাবি নিরবধি রে
শ্মশানে (২) বসিয়া কত সাধিলি সমাধি (৩) রে
মৃত্তিকা খুঁদিলি কত
ডুব দিলি শত শত
রত্নাকরে (৪) শূন্য করে কেমনে ফিরিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

২৫

মোহ-মরীচিকা (৫) হায়! এমন(ই) ভুলা'ল রে
চঞ্চল দেখিয়া তোরে, জ্ঞান দূরে গেল রে
তমোময়ী তামসীতে (৬)
খদ্যোতেরে আলো দিতে
দেখি, ধরিবারে যত্ন, তারে রত্ন ভাবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তার পাবি রে।

১। অস্বামিক ধন, ২। শব দাহ স্থানে, কবরে, ৩। যোগ সাধনা, ৪। সমুদ্রে। ৫। ভ্রমরূপ মৃগ তৃষ্ণা, ৬। অন্ধকারময়ী রজনীতে।

২৬

কস্তুরী (১)র জন্ম হয়, মৃগনাভি দেশে (২) রে
সে সন্ধানে ভ্রমণ করিলি দেশে দেশে রে
কত শত গিরি বনে
গজ-মতি (৩) অন্বেষণে
ভ্রমন, সাগরে পে'তে সামুদ্রিক-জবী (৪) রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

২৭

আকাশ কুসুমে (৫) তুই ধরিবি হেলায় রে
এখনো রহিলি তুই মোহের (৬) নিশায় রে
এ নেশা ছুটিবে কবে ?
মোর কিরে (৭) সত্য কবে
স্বখাত (৮) সলিলে তুই নিশ্চয় ডুবিবি রে
কাতর পরাণে ডাক দেখা তাঁর পাবি রে।

২৮

বর্ব্বুর তরু (৯) তে পক্ক-মহাকালে (১০) দেখে রে
উঠিলি লোভের বশে, সে কণ্টক-শাখে রে

১। গন্ধ দ্রব্য বিশেষ. মৃগনাভি, ২। হরিণীর নাভিতে, ৩। হস্তীর মস্তকস্থ রত্ন বিশেষ, ৪। ঘোটকী, সমুদ্র জাত ঘোটকী।
৫। অলীক পদার্থ। ৬। অজ্ঞানতার। ৭। দিব্য, শপথ।
৮। নিজের খোদিত। ৯। কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে, বা বাবুল বৃক্ষ।
১০। পক্ক মাকাল ফল।

তনু শত স্থানে ক্ষত
আশা ও হইল হত
মল (১) ছাড়া বল্ আর কি রত্ন পাইবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

২৯

ফুলের সুবর্ণ দেখি রত্ন তরু ভাবি রে
রোপিলে হে ফুলে স্বর্ণ, ফলে রত্ন, পাবি রে
আশা ও ভরসা গেল
ঝন্‌ঝনি সার হ'ল
ক্ষান্ত দেনা, আর কত লোক হাসাইবি রে
কাতর পাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৩০

এইরূপ, দেহে শত গুণ বিদ্যমান রে
লেখনী অক্ষম সব করিতে বাখান রে
তাই বলি, ত্যজ আশা
ত্যজ, মায়া ভালবাসা।
সাধে কি নিগড় পদে স্ব করে পরাবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

। পরীষ মাকাল ফলের মধ্যে মলবৎ কুৎসিত দ্রব্য বিশেষ

৩১

যদিও লেখনী আর লিখিতে চাহে না রে
আমি কিন্তু তারে কোন মতে ছাড়িবনা রে
যে দিন আমার কথা
হৃদে তোর হবে গাথা
সে দিন ছাড়িব তোরে, তুই ও ছাড়িবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৩২

আজ ক্ষমিলাম, চল অন্য দিকে যাই রে
তুই ও বিরক্ত হলি, আমিও তাহাই রে
এক নেবু তিন বার
চিপিলে তীব্রতা সার
আমি ত ফিরানু মন, তুই কি ফিরাবি রে ?
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৩৩

যাঁর দরশন-আশে ঘর দ্বার ছাড়ি রে
জলে স্থলে মরুভূমে গেলি গড়াগড়ি রে
বিভু তোর প্রতি বাম
পূরিল না মনস্কাম
তা বলে নৈরাশ্য নীরে কভু না ডুবিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে

৩৪

যে বস্তু জগতে হয় মানস মোহন (১) রে
পশু পাখী দেব নর তাহে বিমোহন (২) রে
সুধার নির্ঝর (৩) যথা
কেনা উপস্থিত তথা
ইহার উপমা পাবি যথা তুই যাবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৩৫

আশা ক'রে একবার অগ্রসর হ'লি রে
হইয়া স্খলিত পদ (৪) বহু পিছু পলি রে
আবার সাহস কর,
পুনঃ সেই পথ ধর,
দরশ পাইবি,—নহে দেহ বিসর্জ্জিবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৩৬

মনঃপ্রাণে বিভুস্থানে যেই যাহা চায় রে
তিনি কারো বাম (৫) নন, সেই তাহা পায় রে
সহসা কেন না পায়
ক্ষম, (৬) কিনা পরীক্ষায়

১। যাহার সৌন্দর্য্যে মন মোহিত হয়, ২। মুগ্ধ, মোহিত,
৩। প্রশ্রবণ, ৪। পদ পিছলিয়া স্থান ভ্রষ্ট।
৫। বিপক্ষ, প্রতিকূল, ৬। ক্ষমবান, পারক।

তাই বুঝিবার তরে, নিশ্চয় বুঝি বি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে

৩৭

যদিও নাহিক অর্থ, ভাব অকারণ রে
পর উপকার হেতু কত মহাজন (১) রে
কত দাতা পুণ্যবান
তোরে করিবেন দান
দাতা শূন্য হ'লে, কভু রবে না পৃথিবী রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৩৮

যে দাতার মনে সেই করুণা নিধান (২) রে
দিবেন করুণা,—সেই তোমার বিধান রে
করিবেন মদিনার
বহিবেন ব্যয় ভার
মিছে ভে'বে হৃদয় শোণিত না শুখাবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৩৯

মানব কুলের পরপদ (৩) যেই জন রে
যাঁর পদ বিনা নাই, বিপদ মোচন রে

১। সুজন, সজ্জন, ২। দয়ার সাগর, ঈশ্বর।
৩। মুক্তি স্থল।

রাহাতুল আশেকিন (১)
শফিওল মোজ্‌নেবিন (২)
যেই, যাঁর গুণগা'স (৩) আরো আশা গাবি(৪) রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৪০

ছাপিতে কবিতাগুলি অর্থ কোথা পাবি রে
কোথা পাবি হেন দাতা কার কাছে যা'বি রে
তাঁর প্রেমে যে প্রেমিক
বাহ্যিক ও আন্তরিক
তার মুক্ত হস্তে দান নিশ্চয় পাইবি রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

৪১

পর-দুখ-কাতর যে, তার দয়া পে'লে রে
লেখনী ধরিব করে আরো মন খুলে রে
পঞ্চমে ধরিব তান (৫)
গে'য়ে নবি-গুণ-গান
নর কেন ? বিমোহিব, দিবে (৬) দেব দেবী রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১। প্রেমিক হৃদয়ের শান্তি দাতা, ২। পাতকীর পাপের ক্ষমাপ্রার্থী, ৩। গাহিয়া থাক, ৪। গান করিবি, ৫। স্বর, ৬। স্বর্গে।

৪২

হে বিভো! অনাথবন্ধু (১) করুণার সিন্ধু রে
দয়ার সাগর হ'তে দাও এক বিন্দু রে
লও প্রভো! সন্নিকটে
দেখা দেও অকপটে,
হরষে ধরিব তান, ভৈরবী (২) পুরবী (৩) রে
কাতর পরাণে ডাক, দেখা তাঁর পাবি রে।

১। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা। ২।৩। রাগিনী বিশেষ।

নিদ্রা।

১

কি শত্রুতা ছিল নিদ্রে ! বলনা তোমার সনে
কত আরাধনা করি আসিতে এ দু নয়নে
বুঝি না কি তব কাম (১)
কেন তুমি হ'লে বাম (২)
এ চ'খে কি বসিবার স্থান তব নাই
এ চ'খে প'ড়েছে বালি, ভাবিয়াছ তাই।

২

লোকে যাহা মনে ভাবে, ভাব বিপরীত তার
রোগী শোকী দুখী তোরে আরাধয়ে বার বার
সে সাধনা তব কাণে
পশে না হে কোনো দিনে
তখন শ্রবণ তব হয় হে বধির
শুনিলেও উপজেনা করুণার নীর।

৩

বিষম শত্রুতা আরো বিহরী জনের সনে
তব পূর্ণ ঘর দগ্ধ করেছে কি হুতাশনে (৩)

১। ইচ্ছা, বাসনা, ২। বিপক্ষ, ৩। অগ্নিতে।

তাই সে, চ'খেতে শূল,
হইয়াছে রে বাতুল (১)
শান্তিময়ী বলে তোরে কেন ডাকে লোকে
অশান্তি স্বরূপা তুই বিয়োগীর চ'খে।

৪

যে তোরে ডাকে না কভু, উপ যাচি তথা যাও
তাহার সুখের কালে নানা মতে বাধা দাও
দম্পতি(২)র পরস্পর
মিলনের সু বাসর (৩)
যে দিন, ও চ'খে দেখ, নবীনার চ'খে
হও যেয়ে আবির্ভাব দশ্বিতে পতিকে।

৫

আমার নয়ন যেন, তারা হীনে অন্ধময়
তাতেই হ'য়েছে ঘৃণা তব উপযুক্ত নয়
ইন্দিবর সুলোচনা (৪)
আছে কত বরাননা (৫)
তাদের ত সু কোমল যুগল নয়ন
বিরহিনী বলি, তথা করনা গমন।

১। পাগল, জ্ঞানহীন, ২। স্ত্রী পুরুষ যুগলের। ৩। বিবাহ রাত্রির শয়ন গৃহ, ৪। নীলপদ্ম সদৃশ নয়ন বিশিষ্টা রমণী, ৫। সুন্দরী নারী।

এ সংসার-বনে দেখি যত কিছু মনোরম
তরুলতা ফল পুষ্প, তুলনায় অনুপম
স্বরভি (১) মলয়ানিল (২)
এরা যেন হৃদে কীল (৩)
অথবা তরক্ষু (৪) ঋক্ষ (৫) হিংস্রক শ্বাপদ
সদৃশ, এ চ'খে দেখি বিষম আপদ।

৭

কি দিবা কি বিভাবরী যখন যে দিকে চাই
নয়ন রঞ্জন কর (৬) যা কিছু দেখিতে পাই
সংযোগে স্বপক্ষ ছিল
এখন বিপক্ষ হ'ল
এক(ই) বস্তু দুটী গুণ সময়েতে ধরে
নিদাঘে (৭) বরফ পুজ্য অপুচ্ছ শিশিরে।

৮

ওই দেখ উড়ুপতি (৮) সুধা রাশি ছড়াইয়া
সংযোগীরে(৯) হরষাব্ধে(১০) সন্তরণ করাইয়া

১। বসন্তকাল ২। দক্ষিণদিকাগত বায়ু, ৩। অগ্নিকণা, ৪। নেকড়ে ব্যাঘ্র, ৫। ভল্লুক, ৬। চক্ষুর তৃপ্তি দায়ক, ৭। গ্রীষ্মকালে, ৮। চন্দ্র, ৯। মিলনাবস্থার স্ত্রী পুরুষে, ১০। আহ্লাদ সমুদ্রে।

মৃদুমন্দ হাসাইয়া
সুখ আমোদে মাতাইয়া
নব নব হাবভাবে (১) যুগল হৃদয়
করিতেছে উৎসাহিত নাহিক সংশয়।

৯

সেই ক্ষপাকর(২) দিনকর(৩) চেয়ে উগ্রকর(৪)
প্রদান করিয়া কলেবর করে জর জর
কি কহিব সারা নিশি
তুষের আগুণে পশি (৫)
বসি বসি বিভাবরী (৬) শশীরে ধিক্কারি
মম দুখ অগোচর নাই গো তোমারি।

১০

মলয়ের সমীরণ শুনি শীতলতা-ময়
কোথা শীতলতা ? সেত উগ্রকায় ধনঞ্জয় (৭)
আসে বহু দূর হ'তে
দম্ভ করি অতি দ্রুতে
পথশ্রমে ক্লান্ত হয় তাই মৃদু বহে
এতেই নাহিক রক্ষা পূর্ণতা কে সহে।

১। মিলনজনিত অবস্থা বিশেষে। ২। চন্দ্র, নিশাপতি, ৩। সূর্য্য, ৪। তীক্ষ্ণ কিরণ, ৫। প্রবেশ করিয়া, ৬। রাত্রি, ৭। তেজোময় অগ্নি।

১১

মলয়জে(১) শীতলতা উপজে(২) শুনিয়া থাকি
কোথা শীতলতা তার, কালকুট(৩) মাখা দেখি
ঘর্ষণে দেহ টী নাশ
তবুও দহিতে আশ
শৈত্য(৪) হেতু দিলে অঙ্গে উরঙ্গ(৫) দংশন
ভুজঙ্গ সংসর্গ গুণ যায় কি কখন!

১২

কুহূক কূজন(৬) শ্রবণের অতি তৃপ্তিকর
সংযোগী-গণের মুখে ব্যক্ত তাই নিরন্তর
এ শ্রবণে সে কূজন (৭)
দিগ্ধরাশি (৮) বরিষণ
কু সংসর্গে উচ্ছিষ্টান্নে তাহার জীবন
সে কখনো বুঝিবে না বিয়োগী-বেদন।

১৩

রেণুবাস-গুঞ্জন (৯) প্রদোষে কিবা উষাকালে
সুখদ, মঞ্জীর বাদ্য (১০) যথা মুনীপদ-হেলে (১১)

১। চন্দন কাষ্ঠে, ২। জনমে, ৩। তীক্ষ্ণতর বিষ বিশেষ,
৪। শীতলতা, ৫। সর্প। ৬। কোকিলের কুহু রব।
৭। শব্দ, ৮। অগ্নি, ৯। ভ্রমরের গুণ গুণ শব্দ,
১০। নুপূরের ঝন ঝন শব্দ, ১১। যাবতীয় পদ সঞ্চালনে।

সেই গুণ গুণ ধ্বনি
কার্ম্মুক-টঙ্কার(১) শুনি
শত শত অশনি-নিপাত (২) কর্ণরন্ধ্রে
প্রাবৃষ্ট কম্পিত মহী, মুমুচান-মন্দ্রে (৩)।

১৪

সুরভিতে(৪)সৌরভিত(৫) সুমন-সৌগন্ধে(৬)ধরা
পশু পাখী নাগ নর তরুলতা, মাতোয়ারা
আনন্দ সবারি মনে
মম বাস অয়া (৭) সনে
জাগরণে অনশনে কি ক্ষপা (৮) কি দিনে
হে সম্বেশ(৯)! তোমা বিনে দহি মনাগুনে।

১৫

এ সংসারে কেহ নাই বুঝিতে আমার দুঃখ
সুখীজন বুঝে মাত্র আপন পরের সুখ
বিমুখ (১০) আমার প্রতি
কেউত দুঃখের সাথী

১। ধনুকের শর ত্যাগের পর যে শব্দ হয়, ২। বজ্রপাত শব্দ, ৩। মেঘের রবে, ৪। বসন্তকালে, ৫। গন্ধময়, ৬। পুষ্পের সুগন্ধে, ৭। অগ্নি, ৮। রাত্রি, ৯। নিদ্রা। ১০। মুখ ফিরান, বিপক্ষ।

হয় না ক শতবার মিনতি করিলে
এ জগতে কেহ নাই, আপনার বলে।

১৬

দাব-দগ্ধ-বনে(১) কি অজিনযোনী(২)গণ থাকে
গ্রাস করে যে সময়ে স্বরভানু (৩) জৈবাত্রিকে(৪)
তমোময় এ ভুবন
সেই মত দেহ মন
সকলি আঁধার হৃদাকাশ-শশী বিনা
কাহারো নয়নে আর ভাল লাগিবেনা।

১৭

এ হৃদয়ে আলো নাই যা আছে সকলি কালো
তাতেই ঘেঁসেনা কেহ, হৃদয়ে বাসেনা ভাল
আত্ম বল, বন্ধু বল,
সকলেই পলাইল
কেবল দুখের শেল হৃদয়ে রহিল
মুখে উচ্চারণ হায় কি হ'ল কি হ'ল।

১৮

দিন রাতি এই ভাবে সদা ঘরে ফিরে আসে
আমি কাঁদি এক ভাবে আর সকলেই হাসে

১। দাবানলে ভস্মীভূত বনে, ২। হরিণী, ৩। রাহু,
৪। চন্দ্রে।

বারেক আমার পাশে
ভুলেও কেহ না আসে
যারে দংশে পবানাশে(১) বিষে কত জ্বালা
সেই অনুভবে অন্যে হয় কি উতলা।

১৯

দুখীজনে কষ্ট দিতে কেহ পরাঙ্মুখ নয়
সুখীর বা'ড়াতে সুখ সবে সমুৎসুক হয়
রূক্ষ শিরে (২) তৈল দান
দেখিনা ক এ বিধান
ধরমাত্মা (৩) স্বভাবেরো (৪) স্বভাব তাহাই
তৈলাক্ত মস্তকে তৈল প্রদানে সবাই।

২০

নিদাঘে (৫) তপণ-করে(৬) ধরা হয় অগ্নিময়
প্রকৃতি(৭) তুষারে(৮) অভিসেষনে(৯) উৎসুক নয়
প্রাবৃটে(১০)জীমূত(১১) আসি
বরষিয়া বারি রাশি
সুশীতল করে ধরা, স্বভাবো তখন
প্রচুর তুষাররাশি করে বরিষণ।

১। সর্পে, ২। শুষ্ক মস্তকে, তৈলাভাবগ্রস্থ মস্তকে,
৩। পুণ্যাত্মা, ৪। প্রকৃতির, ৫। গ্রীষ্মে, গ্রীষ্মকালে
৬। সূর্যকিরণে, ৭। স্বভাব, ৮। শিশিরে, নিহারে,
। ভিজাইতে, ১০। বর্ষাকালে, ১১। মেঘ।

২১

তাই বলি দুখীদের দুখভার নিবারিতে
স্বার্থ শূন্য কোনো জনে দেখিনাক এ মহীতে
সবাই স্বার্থের তরে
এ জগতে ঘূরে মরে
স্বার্থ হীন প্রেমিক জগতে কারে বলি
বলিব মন্‌সুর(১) ধ্রুব(২) রাবেয়া(৩) শিবলি(৪)

২২

সে সব হৃদয়, উচ্চ-সিংহাসনে সমাসীন
তোমার সাহায্য তাঁরা চান নাই কোনো দিন
এ হৃদয় ক্ষুদ্র অতি
নাহি মোর সে শকতি
তাই নিদ্রে! ডাকি তোরে আসিতে নয়নে
আসিলে ক্ষণেক কাল জুড়াই যাতনে।

২৩

ওই সব ঋষিগণ ঋষিকুলে অগ্রগণ্য
সমস্ত জগৎ মাঝে কীর্ত্তি গুণে মহামান্য
হৃদয়ে প্রেমের রাজ্য
সু বিস্তৃত হেতু পূজ্য

২। ৩। ৪। সুনামখ্যাত ঈশ্বর ভক্ত তপস্বীগণ

সুষুপ্তি (১) ও জাগরণ দুটাই সমান
প্রমদ-দরশ-সুধা, করিতেন পান।

২৪

এ পোড়া কপালে আর জাগরণে দরশন
পাবে না অভাগা তাই তোরে করে আবাহন (২)
ক্ষণেক কালের তরে
ব'স দুনয়ন পরে
স্বপনে যদিচ পাই দরশন তাঁর
তবেত বাসনা পূর্ণ হবে অভাগার

২৫

তোমার মোহিনী-মন্ত্রে (৩) কোন জন বাধ্য নয়
সংযোগী বিয়োগী আর রোগী শোকী দুখীচয়
যারে অঙ্কে দেহ স্থান
সেই পায় পরিত্রাণ
সর্ব্ববিধ পরিতাপ হ'তে ওহে শ্বাপ (৪)
অপসর (৫) প্রলাপ (৬) নহিলে দিব শাপ (৭)।

২৬

বহুক্ষণ অকারণ দোষারোপ করিয়াছি
তোমার নাহিক দোষ ভাগ্য-দোষ বুঝিয়াছি

১। নিদ্রা। ২। ডাকন, নিমন্ত্রণ, ৩। মোহকারিণী মন্ত্রে, অচৈতন্য কারিণী মন্ত্রে, ৪। নিদ্রা, ৫। দূরকর, সরাইয়া দাও, ৬। ভ্রমকথন, ৭। অভিসম্পাত।

করিও না মোরে রোষ
হইও না অসন্তোষ
আমা ছাড়া বিয়োগ-বিধুরে (১) পরিতোষ (২)
ক'র, অচেতনে পূর্ণ তব রাজ-কোষ (৩)।

২৭

যদি তব শক্তি থাকে যে'তে নাকে (৪) বল মোরে
আমার বারতা, তবে বলিও ত্রিদিবেশ্বরে (৫)
এ জীবনে সে চরণ
না পাইনু দরশন
দরশ-সুযোগ (৬) নাই বঞ্চিত—স্বপন (৭)
উপায় করুন্ যাতে হইবে মিলন।

২৮

হে অনাথবন্ধো! তুমি অনাথের (৮) বন্ধু হও
করুণা-কটাক্ষে নাথ! এ অনাথ-পানে চাও
মহা নিদ্রা দাও চ'খে (৯)
ভুলে যে'য়ে শোক দুখে
নেহারিতে সদা, দূর করিও সম্বেশ (১০)
পলক বিহীনে, তোরে হেরিব প্রাণেশ।

১। বিরহ-সন্তাপিত জনে, ২। তুষ্টি, সন্তোষ, ৩। রাজ-ভাণ্ডার, ৪। স্বর্গে, ৫। স্বর্গাধিপতিকে, ঈশ্বরকে, ৬। সাক্ষাৎ উপায়, ৭। নিদ্রা, স্বপ্ন, ৮। নিরাশ্রয়ের, ৯। যে নিদ্রার অবসান নাই, মৃত্যু, ১০। নিদ্রা।

অনিল।

১

অনিল (১) তোমায় সুধাই যেকথা
উত্তরি পূরাও আশ
এমনে বাসনা র'য়েছে সর্ব্বথা (২)
শুনিতে তোমার ভাষ।

২

কি মহৎ ভাব নিহিত (৩) হৃদয়ে
বলনা প্রকাশ করি
কর সদা গতি শ্রান্তি তেয়াগিয়ে
সদা গতি (৪) নামধরি।

৩

ধরিয়াছ নাম জগৎজীবন (৫)
জীবের জীবন তুমি
মুহূর্ত্তেক যদি থাকহ গোপন
শ্মশান ব্রহ্মাণ্ড ভূমি।

১। বায়ু, ২। সর্ব্বপ্রকার, ৩। স্থাপিত, ৪। বায়ু, ৫। বায়ু।

৪

মাধব রজনী (১) প্রভাত যখন
দক্ষিণ হইতে আসি
সংযোগীরে কর আনন্দে মগন,
হাসাও মধুর হাসি।

৫

নিদাঘে তোমার বড়ই আদর
সংযোগী বিয়োগী নাই
বৃন্তঁ (২) করে ধরি সেবে নারী নর
সর্ব্বত্র দেখিতে পাই।

৬

যদি কোনোস্থানে থাক লুকাইয়া
তাপে ছাড়ে প্রাণী প্রাণ
হিমশিলা-তেও (৩) শীতলে না হিয়া
করে দেহ আন্‌চান (৪)

৭

মহীরুহ (৫) গণ ধরে স্তব্ধাকৃতি
স্পন্দনহীন হ'য়ে রয়
কি ভাবনা যেন, ভাবে স্থিরমতি (৬)
সুধাইলে নাহি কয়।

১। বসন্তকালের রাত্রি, ২। ব্যজন, পাখা, ৩। বরফেও
৪। ছট্‌ফট্‌, ৫। বৃক্ষ, ৬। নিস্পন্দনভাবে।

৮

তোমারি কারণে একমন ধ্যানে
চিন্তাকরে সারাৎসারে (১)
মহাতপাগণ যেন যোগাসনে
এক মনে ধ্যান করে।

৯

তুমি হও বা ত! বিতিহোত্র (২) সখা
স্থাবর-জঙ্গম (৩) যত
নিদাঘে হৃদয়ে ভীতিচিহ্ন আঁকা
ভয়ে করে দিন গত।

১০

সে দহন (৪) তব সহায়তা বিনে
বল কি করিতে পারে?
অনায়াসে তারে নিপুণ (৫) দমনে
যে জন বাসনা করে।

১১

তোমারি সাহায্যে গৃহ অট্টালিকা
কাননাদি ছারখার
কাজ কর তুমি ফলভোগী একা
কিসে তার অহঙ্কার।

১। জগদীশ্বরকে, ২। অগ্নি, ৩। চরাচর, ৪। অগ্নি। ৫। পারক, তৎপর।

যখন বাসনা হয় তব মনে
সংসার করিতে লয় (১)
ঘর-দ্বার অট্টালিকা ভাঙ্গি রণে
তরু গুল্ম (২) বল্লী (৩) চয়।

১৩

যোজন অন্তরে লও উড়াইয়া
লঘু তুলা রাশি যথা
রোধিতে সে গতি আসে আগুলিয়া
কার হেন দুটী মাথা।

১৪

করিল গরিমা (৪) যবে খগপতি
করিলে গৌরব ভঙ্গ
যুদ্ধে পরাজয় হইল বৈনতি (৫)
ভাঙ্গিলে সুমেরু শৃঙ্গ (৬)

১৫

এ মরত ভূমি বিভু বিরচিত
তুমি হে জীবন তার
তুমি না সাধিলে জীবগণ হিত
তিলার্দ্ধ তিষ্ঠান ভার।

১। নষ্ট, নাশ, ২। ক্ষুদ্রতরু, ঝোপ, ৩। লতা, ৪। গৌরব অহঙ্কার, ৫। গরুড়, ৬। গরুর পবনের যুদ্ধ, মহাভারত দেখ।

১৬

যেখানে না থাক, কভু প্রাণীচয়
সেথা কি থাকিতে পারে ?
মর-নর (১) কোথা ? দেখ, ধনঞ্জয় (২)
সেও ত জ্বলিতে নারে।

১৭

রৌদ্র রসে (৩) যবে অত্যুগ্র মূরতি
নাগ নর সন্ত্রাসিত
শান্ত ভাবাপন্ন (৪) কোমল প্রকৃতি
হ'লে বিশ্ব আমোদিত।

১৮

তুমিই বহিয়া মৃদু মৃদু ভাবে
আহরি (৫) প্রসূন গন্ধ (৬)
ঘরে ঘরে ফির উল্লাসিতে সবে
বাড়া'তে অসীমানন্দ।

১৯

সদা পুণ্যকার্য্যে গতি সদাগতি
অন্তর মহান্ উচ্চ
সুস্থানে কুস্থানে যাইতে বিরতি
নাহি কারে ভাব, তুচ্ছ।

১। মৃত্যুগ্রস্থ মানব, ২। অগ্নি, ৩। ক্রোধোদ্দীপক রসে, পূর্ণ তেজীয়ান অবস্থায়, ৪। স্থিরভাবযুক্ত, ৫। গ্রহণ করিয়া, ৬। ফুলের গন্ধ, পুষ্পের সৌরভ।

২০

যে'তে ইচ্ছামত সুস্থানে কুস্থানে
কার সাধ্য রোধে পথ
তীর তারা হারে ত্বরিত গমনে
যেন ধাতা-মনোরথ (১)

২১

যাও নাক-পুরে (২) লও এই ভার
তুমি পর উপকারী
তুমি বিনা আর সাধ্য নাহিকার
তাই দু চরণে ধরি।

২২

প্রিয়তম বার্ত্তা আনিয়া ত্বরায়
জুড়াও তাপিত প্রাণ
নহে প্রাণ যায় যাতনায় হায়!
ত্বরা কর জগৎপ্রাণ!

২৩

ভাঙ্গি ঘর বন উপবন চয়
হইলে কি প্রভঞ্জন (৩)
এনাম বড়ই গৌরবের হয়
ভাত করে মহাজন (৪)

১। বিধাতার মনোরথ, ২। স্বর্গপুরে, ৩। ভগ্নকারী, বায়ু, ৪। সজ্জন, মর্য্যাদাশীল জন।

২৪

আমার বিরহ পার ভাঙ্গিবারে
যদি তুমি সমীরণ (১)।
তবেই মরম (২) হইতে তোমারে
দিব নাম প্রভঞ্জন (৩)

২৫

মহান্ মহান্ বিটপী (৪) ভাঙ্গিয়া
উড়াইছ অকাতরে
লও লও মোরে লও উড়াইয়া
সে যেখানে বাস করে।

২৬

তাহারে আনিতে নারিবে হেথায়
তত শক্তি নাহি হবে
প্রকৃতির রীতি হয় বিপর্য্যায় (৫)
তাই বলি মোরে লবে।

২৭

তোমার প্রসাদ পাইতে হে, 'দাদ'.
উন্মীলিত করি আঁখি
নীরদে (৬) দেখিয়া শূন্যে করে নাদ (৭)
যেমন চাতক পাখী।

১। বায়, ২। অন্তর, ৩। ভগ্নকারী, ক্ষমতাশীল।
৪। বৃক্ষ, ৫। বিপরীত, উলটপালট, ৬। মেঘ, ৭। রব, শব্দ।

২৮

কৃপা করি মম পূরাহ বাসনা
জগতে ঘোষণা রবে
এ এক নূতন কীর্ত্তি গুণপনা
মরতে রহিয়া যাবে

২৯

যাহার কৃপায় ওহে মহা বীর
পেযেছ অসীম শক্তি
নিঃস্বার্থ স্বভাবে ফিরহ সমীর (১)
শুনিয়া যাঁহার উক্তি

৩০

যাঁহার নিয়মে গ্রহ নক্ষত্রাদি
রবি শশী বিঘূর্ণিত
যাঁহার আজ্ঞায় উদরে উদধি (২)
ধরেন অম্বু (৩) অমিত (৪)

৩১

সেই শক্তিধর(৫) সন্নিধানে যে'য়ে
জানাও প্রার্থনা মম
পোড়া রসনার পাপ বিদূরিয়ে
দেন শক্তি প্রিয়তম।

১। বায়ু, ২। সমুদ্র, ৩। জল, ৪। অপরিসীম।
৫। মহাশক্তিশালী, জগদীশ্বর।

৩২

আলাপিতে তাঁর নাম সুখকর
ঘুমে কিবা জাগরণে
উৎসাহ উদ্যমে পূরে এ অন্তর
রিপু ভয় বিদূরণে

৩৩

অন্তিম সময়ে সেই নাম সুধা
হরষে করিয়া পান
হাসিতে হাসিতে ত্যজি এ বসুধা
যাই তাঁর সন্নিধান।

কঠিন।

১

জগদীশ সৃষ্টি মাঝে যে দিকে তাকাই রে
কোমল ব্যতিত কিছু কঠিন না পাই রে
তরু লতা পশু পাখী
সচল (১) অচলে (২) দেখি
সকলেরি ক্ষয় আছে সবাই বিলীন (৩) রে
চিরতরে কিছু নাই, গতে কঠিন রে।

২

বিটপী শ্রেণীর(৪) মাঝে তিন্তিড়ী(৫) ও শাল রে
পনস (৬) খদির (৭) আর রঞ্জন(৮) ও তাল রে
আরগ্বধ (৯) শাখোটক (১০)
শিংশপা(১১) তীক্ষ্ণকণ্টক(১২)
এগুলি কঠিন বটে, তুলা না মিলয় (১৩) রে
কুঠারের তীক্ষ্ণ ধারে এরাও বিলয় রে।

১। যাহারা চলিতে পারে, জঙ্গম, ২। যাহারা চলিতে পারে না, স্থাবর, ৩। ক্ষয়প্রাপ্ত, নষ্ট, ৪। বৃক্ষসমূহের, ৫। তেঁতুল, ৬। কাঁটাল বৃক্ষ, ৭। খয়ের বৃক্ষ, ৮। রক্তচন্দন বৃক্ষ, ৯। সোঁদালু বৃক্ষ, ১০। সেওড়া বৃক্ষ, ১১। শিশু বৃক্ষ, ১২। বর্ব্বুলবৃক্ষ, বাবলাগাছ, ১৩। ক্ষয়প্রাপ্ত, নষ্ট।

৩

অগ্নিবীজ(১)রবিপ্রিয়(২)কাংস(৩)চন্দ্রলৌহ(৪)রে
আরকূট(৫)অয়স্কান্ত(৬)তীক্ষ্ণায়স(৭)লৌহ(৮)রে
এ অষ্ট ধাতুর কথা
ব্যক্ত আছে যথা তথা
বড়ই কঠিন বলি বিখ্যাত জগতে রে
গলিয়া হইবে দ্রব দাও না অগ্নিতে রে।

৪

ধাতু ও প্রস্তর আদি সবি কাটা যায় রে
কাচেরে কাটিতে গে'লে ধারে না কুলায় রে
কিছুই দেখিনা চ'খে
কেবল কাটে হীরকে
তবে কাচে অকর্ত্তিত কেমনে বলিব রে
কৃষাণুতে (৯) দগ্ধ কর, আশু হবে দ্রব রে।

৫

হীরক কঠিন বটে মূল্য ও যথেষ্ট রে
অন্য ধাতু সম শীঘ্র হয় নাক নষ্ট রে
অনল সংযোগে তায়
ভস্মে নত করা যায়

১। স্বর্ণ, ২। তাম্র, ৩। কাঁসা, ৪। রৌপ্য, ৫। পিত্তল, ৬। চুম্বকপ্রস্তর, ৭। ইস্পাত, ৮। লোহা, ৯। অগ্নিতে।

পড়িলে মেষের শৃঙ্গে ভাঙে তার ধার রে
কেমনে কঠিন তারে বলিব আবার রে।

৬

প্রস্তর কঠিন বলি সকলেই জানে রে
কঠিনের উপমার স্থলে তারে আনে রে
কিন্তু তা কঠিন নয়
উদুখলে (১) চূর্ণ হয়
অথবা অগ্নির যোগে ক্ষারে পরিণত রে
কঠিন বলিলে কথা হয় অপ্রকৃত রে।

৭

বড়ই কঠিন মদনের ফুল শর রে
যাহার সন্ধানে সন্ত্রাসিত দেব নর রে
সেটীও কঠিন নয়
মাঝে মাঝে পরাজয়
ব্যর্থ বিচূর্ণিত হয় যে'য়ে নানা স্থানে রে
রাবেয়া(২)মন্সূর(৩)শিব্লি(৪)ধ্রুব(৫)সন্নিধানে রে

৮

কোকিলের কুহু স্বর কি কঠিন হায় রে
বিয়োগীর কর্ণে, সংযোগীর কিন্তু নয় রে

১। হামানদিস্তা, উখলি, ২।৩।৪ এই তিন জন দারত্যাগী মুসলমান ঋষি, ৫। বিষ্ণুভক্ত, দৈত্যবংশজাত জনৈক তপস্বী,

মলয়ের সমীরণ
ক্ষপাকর(১)সু কিরণ
দ্বিরেফ-গুঞ্জন (২) হৃদি করয়ে বিকল রে
সময়ে কঠিন হয় সময়ে কোমল রে।

৯

যত কিছু নিরখি জগতে দুনয়নে রে
চিরতরে কঠিনতা কাহাতে দেখিনে রে
কঠিন দ্বি ভাবে হয়
বুঝিও পাঠকচয়
এক দৃঢ়, দুয়ে যার গুণ তীক্ষ্ণতর রে
তাহাই কঠিন বলি খ্যাত চরাচর রে।

১০

বিভুর (৩) রচিত বিশ্ব, কিবা এতে নাই রে
স্থাবর(৪) জঙ্গম(৫) যত দেখিবারে পাই রে
কঠিন কমল দুয়ে
গড়িয়াছে ভূতচয়ে (৬)

১। চন্দ্র, ২। ভ্রমরের গুং গুণ শব্দ।

৩। ঈশ্বরের, ৪। অচল, ৫। চলৎশক্তিশালী, ৬। জীব সৃষ্টি হেতু ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুদ্ব্যোম্ এই পঞ্চবিধ জড়পদার্থে।

কোমল বিহীন কিছু নাই পঞ্চভূতে রে
প্রকৃতির (১) এ নিয়ম পাইবে দেখিতে রে।

১১

সুধু কঠিনতাময় আমারি হৃদয় রে
অণুমাত্র কোমলতা না আছে উহায় রে
কোমলতা রৈত যদি
তবে কি মম এ হৃদি
শতধা (২) হ'তনা, অখণ্ডিত ভাবে রৈত রে
এ পিঞ্জর হ'তে প্রাণ-পাখী পলাইত রে।

১২

মঘবন-প্রহরণ (৩) প্রহারে শতধা (৪) রে
অটল-অচল-রাজি (৫) নাই তাতে দ্বিধা (৬) রে
মোর শিরে অকস্মাৎ
সহস্র ভিদুর (৭) পাত
হ'ল যবে, তিলমাত্র বিচ্যুত (৮) হ'ল না রে
এর চেয়ে কঠিন কি আছে তা বল না রে।

১৩

হৃদয় বিদীর্ণকর সেই কাল-নিশি রে
স্মৃতি-পথে এলে, তমঃ হেরি দশ দিশি রে

১। স্বভাবের, ২। শতখণ্ড শত অংশে বিভক্ত। ৩। ইন্দ্রের অস্ত্র, বজ্র, ৪। শতখণ্ড, ৫। দৃঢ়পর্ব্বত শ্রেণী, ৬। সন্দেহ, ৭। বজ্র। ৮। ভ্রষ্ট, স্খলিত।

সে ক্রূর নিশির কাজে
বজ্র সম হৃদে বাজে
যতবার মনে হয় তত বজ্রাঘাত রে
এখনো হ'তেছে হৃদে যেন অকস্মাৎ রে।

১৪

প্রকৃতি (১) বিধুর (২) চিরতরে করিয়াছে রে
কহিব দুঃখের কথা আর কার কাছে রে
যা জানি আমিই জানি
অথবা জানেন তিনি
যিনি এ কঠিন প্রাণ, দুখ সহিবারে রে
সৃজিলেন অমর করিয়া এই মরে (৩) রে।

১৫

কর যোড়ে তাঁর কাছে জানাই প্রণতি রে
ওহে নাথ! কৃপা নেত্রে চাও দীন প্রতি রে
দিয়াছ কঠিন হিয়া
তোষ, সহিষ্ণুতা দিয়া
সহিতেছি সহিব সহাও এ পরাণে রে
তুমি শান্তি দাতা প্রভো! ত্রিজগৎ জনে রে।

১। স্বভাব।
২। সন্তাপিত, ৩। পৃথিবীতে।

১৬

তব অনুকম্পা বিনা নাহি ক কল্যাণ রে
এ ভব-যাতনা প্রভো! কর, অবসান রে
ক্ষমি মম পাপ-তাপে
লও প্রভো! ত্রিপিষ্টপে (১)
দেখাদেও প্রিয়তম! দয়ার আধার রে
ক্ষমাকারী বলে, নাম ধ'রেছ গাফ্‌ফার (২) রে

১। স্বর্গে, ২। পাপ ক্ষমাকারী।

নৈশ চক্রবাক।

১

বল হে রথাঙ্গ (১) তোরে সদার (২) কি অপরাধে
দণ্ড বিধানার্থে, কিবা রে'খেছে পিঞ্জরে, সাধে
হেরিয়া যুগল মূর্ত্তি
হৃদয়ে ধরে না স্ফূর্ত্তি
প্রেম যেন দুটী কায়া ধরি. মূর্ত্তিমান
লেখনী অক্ষম, শোভা করিতে বাখান।

২

শ্বেত পীত নীল ও লোহিত বর্ণে সু চিত্রিত
জগৎ-সুষমা (৩) ল'য়ে কায়া দুটী সু রঞ্জিত
সুন্দ উপসুন্দ (৪) নাশে
দেব বৃন্দ সু প্রামশে
জগতের তিল তিল রূপাংশ হইতে
হ'ল তিলোত্তমা (৫) সৃষ্টি, ত্রিদশে (৬) তুষিতে।

১। চক্রবাক। ২। পত্নী সহকারে। ৩। জগতের রমণীয় বস্তু। ৪। দুইজন অসুর। ৫। স্বর্গের অপ্সরা বিশেষ, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য দেখ। ৬। দেবতাগণকে।

৩

খেচর (১) কুলের গর্ব্ব, খর্ব্ব করিবার তরে
দ্বিজরাজে (২) দিতে লাজ স্বভাবজ (৩) অলঙ্কারে
ভূষিত করিয়া কায়া
চক্রবাক আখ্যা দিয়া
সৃজিলা মরতে তোরে সুষমা-নিলয় (৪)
তোরে হেরে বিগলিত ভাবুক-হৃদয়।

৪

ভেবে দেখ কত দিন, হেরে তটিনীর কূলে
জুড়াইব মনোজ্বালা, সুধাইব মন খুলে
"মোর এ বিরহ ভার
আর কি রে অপসার (৫)
হইবে না এ জীবনে," এই আশা ক'রে
গে'লে তব সন্নিধানে পলাইতে দূরে।

৫

"কেটাও কেটাও" (৬) ভাষ মুখে পরকাশ ক'রে
উড়িয়া বসিতে যে'য়ে সৈকত (৭) ভূমির প'রে

১। যাহারা শূন্যে বিচরণ করে, পক্ষী। ২। চন্দ্র, গরুড় পক্ষী। ৩। প্রকৃতি হইতে উদ্ভব, জন্মিত। ৪। শোভার আলয়। ৫। অপসৃত, বিদূরিত। ৬। চক্রবাক পক্ষীর অব্যক্ত শব্দের প্রতি শব্দ কেটাও কেটাও তুল্য শ্রবণ গোচর হয়। ৭। বালুকাময় তট।

"আমি ত নিষাদ (১) নই
বিষাদ-পশরা (২) বই
চির তরে করি শিরে" এ ভাষে উত্তর
করিতাম তোমারে তুষিতে নিরন্তর।

৬

সে কাকুতি তোর কাছে স্থান না পাইত দ্বিজ (৩)
কহিতাম "চক্রবাক! নহি আমি মনসিজ (৪)
পশুপতি-ধ্যান-ভঙ্গ
ক'রেছিল সে অনঙ্গ (৫)
তব প্রেম-যজ্ঞ ভঙ্গ আশে, আসি নাই
স্থির হ'য়ে শুন না, বিরহ-গীতি গাই।

৭

তবু ও বিরহ-দুখ-গীতি, পশিত না কাণে
সাঁতারিযা যে'তে দূরে পল্বলের (৬) মাঝখানে
ফিরিতাম মনোদুখে
বিশুষ্ক মলিন মুখে
"মোর দুখ শুনিতে জগতে কেহ নাই
সেই দূরে যায়, আমি যার কাছে যাই।

১। ব্যাধ। ২। দুঃখের ডালা, ঝুড়ি।
৩। পক্ষী। ৪। মদন। ৫। মদন। ৬। জলাশয়ের, ডোবার।

৮

সুখী যে, সে দুখী জনে দেখিলে করয়ে ঘৃণা
দুখীই নিশ্চয় বুঝে দুখীদের সংবেদনা
সার ভাবি এই কথা
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেথা
আসিয়া শবর (১) গৃহে, দেখি দশা তব
সেই পূর্ব্ব ব্যবহার স্মৃতিতে উদ্ভব।

৯

সময় কাহারো তরে চির দিন এক ভাবে
রহে না ক, চক্রাবর্ত্ত (২) সম ঘুরিতেছে ভবে
কালি কত সুখী ছিলে
আজি ত বিপদ-জালে
আবদ্ধ, আবার কালি কি দশা ঘটিবে
কি আছে তোমার ভাগ্যে কেবা তা কহিবে।

১০

সুখ দুখ দুটী স্রোত, এই ভব পারাবারে
চলিতেছে অহর্নিশ (৩) আপন গরব ভরে
দুটীর গতি দু দিকে
এটী ওর অভিমুখে

১। ব্যাধ, ২। চাকার পরিবর্ত্তন, একবার যেটী উর্দ্ধে, আবার সেইটী নিম্নদেশে। ৩। দিবারাত্রি।

আসিছে যাইছে তাহে জীব ভ্রাম্যমান
জোয়ার ভাটার সম দু দিকেই টান।

১১

অদৃষ্ট বাত্যায় (১) যবে করে যার সহায়তা
অপরে বিমুখ করি প্রকাশে সে বিক্রমতা
আজি মোর সম, তাই
ঘ'টেছে তোমায় ভাই
দুখ স্রোত সুখ স্রোতে বিমুখ করিয়া
দুখার্ণব অভিমুখে লয় আকর্ষিয়া।

১২

হায়! কি দুঃখের কথা, শোকী সুখী দুখী যারে
হেরে তৃপ্তি লাভ করে, সেই ব্যাধ কারাগারে
কবির কল্পনা-সরে (২)
স্বর্ণ পদ্ম রূপ ধ'রে
বাস যার, সেই আজি কৌশপ-কবলে (৩)
চাঁদে রাহু গ্রাস, কীট গোলাপ কমলে।

১৩

মণির আদর নাই, অস্থানে পতিত হ'লে
সিংহচ্ছিন্ন-গজমতি (৪) পক্ক বদরিকা (৫) ব'লে

১। অদৃষ্টরূপ বায়ু প্রবাহে। ২। কল্পনা রূপ সরোবরে।
৩। রাক্ষসের গ্রাস অভ্যন্তরে। ৪। সিংহকৃত ছিন্ন হস্তীর মস্তকস্থ, মৃত্তিকা সংলগ্ন গজমতি। ৫। কুলফল।

ব্যাধ পত্নী ফেলে দূরে (১)
সে জাতি তোমার তরে
রে'খেছে পিঞ্জরে পূরে, কিমাশ্চর্য্য ইথে
শালগ্রাম (২) হতাদর রাখালের হাতে।

১৪

যদিও আমার দুখে, বিগলিত ও হৃদয়
হয়নি ক আমার দুর্ভাগ্য-দোষে সে সময়
তা ব'লে তোমার দুখে
দুখের শেল এ বুকে
বিঁধেনি, ভে'বনা মনে ? যে জন ভাবুক
পর দুখে কভু নহে, সে জন বিমুখ।

১৫

কি কব, মরম-দুখ (৩) ক'তে হৃদি ফেটে যায়
তোমার বিষাদ ভাব, নিষাদ (৪) বুঝে কি হায়।
নিশান্তে (৫) কৃতান্ত (৬) সম
নিষাদ-পিশাচাধম (৭)
হরিবে পরাণ তব, গলে ছুরি দিয়া
দয়া মায়া বর্জ্জিত, কঠিন তার হিয়া।

১। গজমতি চিনিতে না পারিয়া কুলের আঁটী ভাবিয়া দূরে কৃত নিক্ষেপ। ২। বিষ্ণুর মূর্ত্তি বিশেষ। ৩। হৃদয়ের ক্লেশ, আক্ষেপ। ৪। ব্যাধ। ৫। প্রভাতে। ৬। যম।
৭। রাক্ষসের ও অধম স্বরূপ ব্যাধ।

১৬

মরিতে ক'র না ভয়, মৃত্যু নাই প্রেমিকের
ম'রেও মরে না সে ত, বৃন্দারক (১) এ ভবের
পায় অমরত্ব পদ
সবারি হরষপ্রদ
কীর্ত্তি তার, কার মুখে গৌরব কীর্ত্তন
না হবে ?—যাবৎ রবে বিধু (২) বিকর্ত্তন (৩)।

১৭

বাহ্য-জ্ঞান-লব্ধ (৪) ভাব প্রকাশ ক'রেছি ভাই
আরো গুঢ় ভাব এতে নিহীত দেখিতে পাই
অহো ! অদৃষ্টের লিখা
বুঝে কি জীব সে ধোকা
ঘটেনি যা কোনো দিন আজীবনে তব
আজি সেই অসম্ভব, হইল সম্ভব।

১৮

স্বভাবে মিলন তব, চিরদিন দিনমানে
নিশায় বিরহ-ভোগ পরাণ-প্রতিমা (৫) সনে
ব্যাধ তব শত্রু নয়
মিত্র রূপে গণ্য হয়

১। দেবতা। ২। চন্দ্র। ৩। সূর্য্য। ৪। গুঢ় ভাব না বুঝিয়া সামান্য ভাব গ্রহণ। ৫। যাহার মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ের হর্ষোৎপত্তি হয়, প্রমদা।

ভেবে দেখ, নিসর্গ (১) যা নারিল করিতে
আজি তাহা সু সম্পন্ন হ'ল ব্যাধ হ'তে (২)।

১৯

রে'খেছে পিঞ্জরে পূরে দোঁহে আজি নিশা কালে
অভিনব এ মিলন, যা কভু ঘটেনি ভালে (৩)
প্রভাতে যাইবে প্রাণ
তার চে'য়ে গরীয়ান্
আজিকার নিশির মিলন-সুখ অতি
"বড় দুখে সুখ", দ্বিজ(৪)! কবির উকতি।

২০

কি শুভ অদৃষ্ট তব, মরণেও আছে সুখ
সারা নিশি ভ'রে দে'খে, প্রমদার চাঁদ-মুখ
প্রভাতে পরাণ ত্যাগ
এর চে'য়ে মহাভাগ (৫)

১। স্বভাব, চির নিয়ম।

২। চকাচকী পক্ষী দিনমানে স্ত্রী পুরুষে এক সঙ্গে বাস করে। রাত্রিকালে দুইটী দুই স্থানে অবস্থিতি করে, সে জন্য প্রাচীন কবিগণ ইহাদের দিবসে মিলন ও রাত্রিতে বিরহভোগ লিখিয়া গিয়াছেন। এটী প্রাকৃতিক নিয়ম।

৩। অদৃষ্ট, কপালে। ৪। পক্ষী।

৫। মহা ভাগ্যবান্ সৌভাগ্যশালী।

কারে বলি ! নৈসর্গিক-বিচ্ছেদে (১) মিলন
ঘটেনা কাহারো ভাগ্যে, এটী অতুলন।

২১

যাহার বিচ্ছেদে, মম ভারময় এ জীবন
মুহূর্ত্তের তরে যদি পাই তার দরশন
এ ছার জীবন দিতে
কুণ্ঠিত না হই চিতে
কোন্ শত্রু, ব্যাধ সম মিত্র মোর হবে
শত্রুতা সাধিতে, মিলনোপায় করিবে।

১। স্বভাবকৃত বিরহ।

বিচ্ছেদ।

১

এস হে বিচ্ছেদ এস
এসে এ হৃদয়ে ব'স
রাখিব যতনে তোরে এ হৃদয় মাঝে রে
তুই আদরের ধন
সেবিব রে ও চরণ
কি দিবা কি বিভাবরী (১) কিবা উষা সাঁজে রে।

২

তুমি মোর প্রিয় বন্ধু
অশেষ গুণের সিন্ধু
জীবনের সাথী তুমি সম্পদে বিপদে রে
আমার মমতা জান
অভাব যা খুজে আন
নিদাঘ বসন্তে কিবা হেমন্ত শারদে রে।

৩

দু মাস কাহারো সনে
থাকে কেহ এক স্থানে
পর হ'লে তবুও আপন বলি জানে রে

১। রাত্রি।

কত কাল বাসা তোর,
এ হৃদি-কুটিরে মোর
আত্ম ভিন্ন তোরে পর বলিব কেমনে রে

৪

কভু মুহূর্ত্তেরো তরে
যাও না অন্যের দ্বারে
খেতে পিতে শুতে ঘুমে কিবা জাগরণে রে
ছাড়া নও এক তিল
এমনি মনের মিল
প্রেম-ঘরে আঁটা, খিল অন্যে নাহি জানে রে।

৫

চ'খে ভাল লাগে যাহা
হৃদয় ও চায় তাহা
অন্যে ভাল মন্দ ক'লে কিবা আসে যায় রে
মনোমত কৈলে কাজ
তারি সনে থাকে সাজ
মতের বিরুদ্ধ কাজে প্রীতি (১) কেবা পায় রে।

৬

প্রিয়জন-তুষ্টি তরে
মনোমত উপহারে
, পরিতুষ্ট করা, এই স্বভাবের রীতি রে

১। স্নেহ, ভালবাসা।

নিজের অতৃপ্তিকর
প্রিয়জন মনোহর
হবে কি ? সন্দেহ আসি উপজয়ে ভীতি রে।

৭

তুই মম প্রেয়সীর
তৃপ্তিকর সু আঁখির
হৃদয়েরো ভালবাসা (১) তুষিতে আমায় রে
প্রেরিলেন তোয়ে তাই
আমিও সাদরে চাই
ভাবিও না অযতন করিব তোমায় রে।

৮

তাঁর দত্তা উপহার
আদরে যা রাখিবার
রাখিব হৃদয় মাঝে অতি সঙ্গোপনে রে
দেহে প্রাণ যতদিন
রবে, তোরে তত দিন
সেবিব মনের সাধে অতীব যতনে রে।

১। নিষ্কাম প্রেমিকের ভাগ্যে মিলন অতীব দুষ্কর, প্রেমিক যাহার দর্শন-পিপাসু, সে দর্শন প্রদানে বিমুখ, কাজেই প্রেমিককে বিরহাবস্থাতেই রাখা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কার্য্যস্থলে স্বীকার করিতে হইবে বিচ্ছেদই তাহার প্রিয়, কেননা সে মিলনের বিরোধী, প্রিয়তমার প্রিয়তর বলিয়াই বিরহকে প্রিয় জ্ঞানে প্রেমিক আদর করিতেছে।

৯

তাঁর যেটি তৃপ্তিকর
আমারি বা মনোহর
না হইবে সেটি কেন ?—হলেই মঙ্গল রে
না হ'লে প্রেমিক দোষী।
প্রমদার মুখ-শশী
হইবে মলিন (১) পে'ল অমৃতে গরল রে।

১০

কখনো ত্যজিয়া মোরে
যে'ওনা ক স্থানান্তরে
তোমার বিহনে মোরে একাকী পাইলে রে
তব শত্রু সে মিলন
এসে দিলে দরশন
তা হ'লে তাড়াবি তারে বল্ কোন্ ছলে রে।

১১

প্রেয়সী বিমর্ষ হবে
না ক'য়ে বাঁচি না এবে
চাহিনা মিলনে আর চাহিনা মিলনে রে

১। প্রমদার তৃপ্তিকর কার্য্যে বা কোনো বস্তুতে প্রেমিককে বিরত হইতে দেখিলে প্রমদার মনে অসন্তোষের উদ্রেক হওয়া স্বভাবতঃ।

মুহূর্ত্তেক দেখা দিয়া
যাবে শূন্যে সে মিশিয়া
যে আঁধার সে আঁধারি বসিবে নয়নে রে।

১২

তমোময়ী তামসীতে(১)
দামিনী (২) জীমূত (৩) সাথে
আলো দিয়া ধাঁধা আরো দ্বিগুণ বাড়ায় রে
পলেক দেখা'য়ে পথ
দ্বিগুণ আঁধারাবৃত
করে সে, পথিক ভেবে না পায় উপায় রে।

১৩

আমার সে শশীমুখী
মিলনে না হয় সুখী
বিচ্ছেদ তাহার প্রিয়, বিচ্ছেদেরি গান রে
শুনিতে সে ভালবাসে
আমিও করুণ রসে
গাহি দিবা নিশি ব'সে ধরি নব তান রে।

১। গাঢ় অন্ধকার বিশিষ্ট রাত্রিতে। ২। বিদ্যুৎ
৩। মেঘ।

১৪

হা হতাশ নেত্রাসার (১)
বড় ভাল লাগে তার
কি জানি দর্শন দিলে রবে না ও গুলি রে
এণধর (২) মুখ খানি
তাই দেখাবে না ধনী
আড়ালে বসিয়া দেখে হ'য়ে কুতূহলী রে।

১৫

রে বিচ্ছেদ! তোরে পে'য়ে
মিলনেরে তেয়াগিয়ে
কি এক আনন্দে যেন সময় কাটাই রে
বলিতে পারি না তাহা
কি ক'রে জানাব আহা!
ভুক্তভোগী জনে পে'লে তবেই বুঝাই রে।

১৬

তোমাতে যা খুঁজে পাই
মিলনে সেটি ত নাই
মিলনে, নয়ন দুটি তারি পানে চে'য়ে রে
চিত্র-পুত্তলিকা (৩) মত
এক দৃষ্টে রহে রত
জ্ঞান বুদ্ধি দৃষ্টি শক্তি যায় লোপ পে'য়ে রে

১। চক্ষের জল, ২। চন্দ্র, ৩। চিত্রিত ছবি যেরূপ স্পন্দনহীন অচল।

১৭

যবে রে বিচ্ছেদ! বাণ
বাড়াও, হৃদে তুফান
ডাকাও, জগৎ হয় প্লাবিত তাহায় রে
মরু তরু গিরি বন
চন্দ্র সূর্য্য কি গগন
গ্রহ ও নক্ষত্রমালা সবি লয় পায় রে।

১৮

তখন রহে না কিছু
ডা'নে বামে আগু পিছু
যা দেখি কেবলি সুধু প্রেয়সী আমার রে
দশ দিশি (১) বিরাজিছে
হাসি মুখে সম্ভাষিছে (২)
"পান কর সুধাভাণ্ড সমুখে তোমার রে।"

১৯

রে বিরহ! বলি তাই
মিলনে গুরুত্ব নাই
বিরহই প্রেমিকের সুহৃদ্ স্বজন রে

১। দশ দিক। ২। আলাপ করিতেছে।

মিলনান্তে বিশ্লেষণ (১)
বজ্রে হৃদি বিদারণ (২)
প্রেমিকের দেহান্তেই সুখদ মিলন রে।

২০

বহু দিন হ'তে তোরে
রে'খেছি হৃদয়ে পূরে
ক'রেছি মনের মত সেবা চির দিন রে
সে ঋণের পরিশোধ
কর মোরে, রে সুবোধ!
অকপটে মন খুলে কাঁদিতেছে দীন রে।

২১

আর ত সহে না প্রাণে
ত্বরা যে'য়ে ডে'কে এনে
দে না রে শমনে (৩) দাদ" তোরি ত আশ্রিত রে
নৈসর্গিক (৪) এ নয়ন
চির ঘুমে নিমীলন
হ'লে পাব দরশন,—হৃষ্ট হবে চিত রে

১। বিয়োগ। ২। ছিদ্রকৃত, ফাড়ন।
৩। মৃত্যুকে, যমে। ৪। স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক।

কুলীশ ভাষ।

১

একদা নিশীথে শারদীয় শশধর
করিছে জগৎ স্নিগ্ধ দিয়া শীত-কর (১)
সরে (২) কুমুদিনী হেলা (৩)
ফুটিয়া দেখায় হেলা (৪)
অকস্মাৎ হেনকালে ধূমযোনি (৫) আসি
কাঁদাইতে দুয়ে,—আবরিলা পূর্ণশশী।

২

তুষার-সংসিক্ত (৬) ছলে কাঁদিয়া কুমুদী
কহিছে করুণ স্বরে "হে ভগিনী" সুঁদী
দেখ বো'ন্ আসি অব্দ (৭)
মোদেরে করিল ক্ষুব্ধ (৮)
তড়িত্বান (৯) সহ ছিল মোদের কি বাদ
সুখের সময় আসি ঘটাল বিষাদ।

১। স্নিগ্ধ কিরণ, ২। সরোবরে, পুষ্করিণীতে, ৩। সুগন্ধী জলজপুষ্প বিশেষ, ৪। আদিরস ঘটিত অবস্থা বিশেষ, ৫। মেঘ, ৬। শিশির দ্বারা ভিজান, ৭। মেঘ, ৮। ক্ষোভিত, দুঃখিত। ৯। মেঘ।

৩

"ধূঁয়া হ'তে জন্ম ওর নাম ধূমযোনি
ও পোড়ামুখোর গুণ কি ক'রে বাখানি
বরণ হাঁড়ীর কালী
জানে কত চাতুরালী (১)
গোধূলী (২) সময়ে পে'য়ে রবির কিরণ
পরের সহায়ে ধরে লোহিত বরণ।

৪

কভু সাদা সাদা ভাবে নীলাম্বর মাঝে
ছোট বড় খণ্ড খণ্ড হইয়া বিরাজে
সময়ে বদলে রঙ্
জানে যেন কত ঢঙ্
কৃষ্ণবর্ণ ঘুচাইতে এত ছলা কলা
দুধে মিশে শ্বেত গুণ ধরে কভু ভেলা (৩)

৫

এমনি কুস্বর ওর শুনে লাগে ভয়
সবে দেয় কাণে হাত যবে কথা কয়
জায়া ওর সৌদামিনী
তাহার কারণে ধ্বনি

১। ছল, চতুরতা, প্রতারণা, ২। সূর্য্যাস্তকালে, ৩। ফল বিশেষ, যাহার নির্য্যাস গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

দম্পতী মিলন কালে মিষ্ট আলাপন
জানেনা, কুস্বরে তাই গভীর গর্জ্জন

৬

কি করে চপলা সতী পিরীতের দায়
পল মাত্র দেখা দিয়া অমনি পলায়
নির্ব্বোধ পশুর মত
প্রেম ওর স্বভাবতঃ
লজ্জায় চপলা তাই তিষ্ঠিতে না পারে
পিরীতের রীতি নীতি শিখাবে কে ওরে।

৭

পিরীতি জানে না তাই সুখের মিলনে
বাধা দিল আবরিয়া হৃদয়-রঞ্জনে (১)
অপ্রেমিক ও হিংসুক
দেখিতে পরের সুখ
পারে না কখনো তাই হেন কু আচার
করিল নীরদ (২) চতুষ্পদ ব্যবহার।

৮

ধিক্ তারে, এমন সঙ্কীর্ণ মন যার
চাতক কি বুঝে প্রাণ রাখে, নীরে তার

১। হৃদয়ের আনন্দ প্রদানকারী, এখানে চন্দ্র, ২। মেঘ।

গর্জ্জন করকাঘাত (১)
বিতাড়িতে ঝঞ্ঝা বাত
নীর বিনিময়ে পায় নীরদের কাছে
বলিয়া "ফটিকজল" সদা জল যাচে।

৯

সুঁদী আর কুমুদীর ক্ষোভের কারণ
শুনি পর শুভাকাঙ্ক্ষী জগৎজীবন (২)
যে'যে মেঘে খেদাইল
পুনঃ শশী দেখা দিল
হাসিল কুমদী, হেলা. দুইটি ভগিনী
একে অপরের সুখে নহে বিষাদিনী।

১০

পুনঃ আসি সমারণ দৌত্য (৩) সুসম্বাদ
সরে (৪) দুজনেরে দিয়া বাড়ান আহ্লাদ
মহতের এই রীতি
দেখাইলা সদাগতি (৫)
বিনা স্বার্থে দম্পতী মিলনে সহায়তা
ধন্য ওর হৃদয় গ'ড়েছে বিশ্বপাতা (৬)

১। শিলার আঘাত। ২। বায়ু। ৩। সংবাদবাহী, নায়ক নায়িকার মিলন সংবাদ আদান প্রদান কারী।
৪। সরোবরে, ৫। বায়ু, ৬। জগৎ রক্ষাকর্ত্তা।

১১

পর সুখে হৃদে তৃপ্তি লভিছে স্বসন (১)
হেলায় (২) কুমুদে (৩) করি চামর ব্যজন
হেলায় (৪) অনবরত
নীর তাহে বিধুনিত (৫)
শশী সেই ভাবে মুগ্ধ হ'য়ে যেন নীরে)
তুষিতে প্রমদা দ্বয়ে ; তালে নৃত্য করে।

১২

বিধু, দুটি নব বধু ল'য়ে হরষিত
সে ভাব দেখিলে কে না হয় বিমোহিত ?
হাসি এল এ আননে
বাখানিনু তিন জনে
তিনের মিলনে শুনি বিড়ম্বনা অতি
আজি এই তিনে দেখি বড়ই পিরীতি।

১৩

ধন্য শশী ধন্য হেলা ধন্য কুমুদিনী
ধন্য সমীরণ দৌত্য-রাজ-চুড়ামণি (৬)
যদিও বিধুর (৭) আমি
বিধু দ্বিপত্নীর স্বামী

১। বায়ু, ২। সুঁদী পুষ্পকে, ৩। কুমদিনী 'পুষ্পকে, ৪। দোলায়, ৫। কম্পিত। ৬। দূতের শ্রেষ্ঠ, ৭। তাপিত, দুঃখিত।

আজিকার রঙ্গভূমি (১) অতি হর্ষপ্রদ
দুটি প্রমদায় তোষে, একটি প্রমদ।

১৪

প্রেয়সীর দরশন আজি যদি পাই
দু সতিনে প্রীতি কত দেখা'তেম তাই
এত বলি কিছু দূরে
গে'লাম কুটীর ঘরে
দেখি সেই ছিন্ন শয্যা র'য়েছে পাতিত
যে আসনে করি সদা কালাতিবাহিত।

১৫

বসিয়া ক্ষণেক চিন্তা করি প্রেয়সীর
মোর সেবা হেতু তথা আইল সমীর (২)
না ক'তে ব্যজন ক'রে
স্নিগ্ধ কৈল কলেবরে
নৈয়গ্রোধ (৩) পত্রগুলি মরমর (৪) স্বরে
কহিল আসিছে নিদ্রা সেবিতে তোমারে।

১৬

দেখিতে দেখিতে নিদ্রা আসিল নয়নে
চৈতন্য হরিয়া তথা দিল অচেতনে

১। নাট্যশালা, আমোদের স্থান। ২। বায়ু।
৩। অশ্বত্থবৃক্ষ, ৪। বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত বৃক্ষপত্রের শব্দ।

শুইয়া শয্যার পরে
রহিনু নিদ্রার ঘোরে
হেন কালে প্রেয়সী দিলেন দরশন
আকাশের চাঁদ যেন পাইল বামন (১)

১৭

কহিনু হরষ ভরে এস প্রাণ প্রিয়ে
শীতল করহ হৃদি কর পরশিয়ে
বহুদিন ও বদন
করি নাই দরশন
কেন প্রিয়ে বিস্মরণ হ'য়েছ দাসেরে
বলি. নিবারণ কর উৎকণ্ঠা অচিরে।

১৮

শুনি ধনী ক্রোধ ভরে করিলা উত্তর
"বুঝেছি প্রাণেশ তব প্রেমের গুমর
অন্য জনে ওই মন
পাইয়াছে প্রাণধন
ভালবাস, এক মনে দুজনের বাস
আজিকার ব্যবহারে পেয়েছি প্রকাশ।"

১৯

"যারে মন দিয়াছ হে সে অতি রূপসী
আমি তার কাছে তারা(২) সে ত রূপে,—শশী

১। খর্ব্ব। ২। নক্ষত্র।

পুরাতনে ভালবাসা
ক দিনের তরে আশা
করা যায়, বল নাথ! ম'জেছ নূতনে
হ'তে চাও সুখী নাথ! তিনের মিলনে।"

২০

"জীবনে সপত্নী কারে বলে নাহি জানি
এখন সপত্নী সনে হব বিবাদিনী
সতিনী ও হবে রুষ্ট
তোমারো বাড়িবে কষ্ট
তাই বলি মোর ভালবাসা ভুলে যাও
এক মনে নবীনার মন টি যোগাও।"

২১

প্রেয়সী-কুলীশ-ভাষ (১) শ্রবণ বিবরে
প্রেবেশি, হৃদয় চূর্ণ করিল অচিরে
কি দোষে দোষিলা মোরে
সে তত্ত্ব সন্ধান ক'রে
বুঝিনু, কুমূদী, সুঁদী, শশধর, তিনে
ক'রেছি প্রশংসা, ভালবাসা দু সতিনে।

২২

সেই অপরাধে হ'ল মোর এ দুর্গতি
হায়! কেন বাখানিনু তিনের পিরীতি

১। বজ্রের ন্যায় ভয়প্রদ কর্কশ শব্দ।

বিনা দোষে দোষী ক'রে
না বুঝে হানিলা শিরে
সু তীক্ষ্ণ পরশু(১) সম, পরুষ (২) বচন
কি গুরু যাতনে মর্ম্ম (৩) দহিছে এখন।

২৩

কহিনু মনের কথা শুন লো প্রেয়সী !
হৃদয়ের প্রতি স্তরে তব রূপ রাশি
অঙ্কিত র'য়েছে প্রিয়ে
দেখাইব কি করিয়ে
অঞ্জনানন্দন (৪) সম শকতি রহিলে
বিদারি হৃদয় দেখা'তেম মন খুলে।

২৪

তব দরশন বিনা সব শূন্যময়
দশ দিশি (৫) শূন্য, আরো শূন্য নেত্রদ্বয়

১। কুঠার, কুড়ালী অস্ত্র। ২। রূঢ়, কর্কশ।
৩। অন্তর। ৪। হনুমান। লঙ্কা জয়ের পর হনুমান লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মুক্তাহারদ্বারা পুরস্কৃত হইলে, মুক্তা মালা রাম নামাঙ্কিত নহে বলিয়া হনুমান কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে লক্ষণ প্রশ্ন করিলেন তুমি যে রামচন্দ্রের ভক্ত তাহার প্রমাণ কি ? হনুমান দুইটী কর দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করত তাহার হৃৎপিণ্ডে রাম নাম অঙ্কিত আছে দেখাইয়া প্রকৃত ভক্তের পরিচয় দিয়া লক্ষ্মণের সন্দেহ বিদূরিত করিল। রামায়ণ দেখ। ৫। দশদিক।

গৃহ, বন, উপবন
শূন্য এই ত্রিভুবন
শূন্যময় গগণের পানে যবে তাকি
শূন্য ভিন্ন এ চ'খে কিছুই নাহি দেখি।

২৫

মুদিলে নয়ন প্রিয়ে দেখি তব রূপ
এ অতি আশ্চর্য্য কথা শুনিতে বিরূপ
চক্ষু খুলে যদি চাই
দেখিবারে নাহি পাই
মুদিলে নয়ন, পাই তোর দরশন
তাতেই বুঝেছি হৃদে আছ অনুক্ষণ।

২৬

মাঝে মাঝে সুধা-ভাষে তোষ দগ্ধ মন
আজি কিন্তু বিপরীত শুনি আলাপন
ও রূপ এ হৃদি হ'তে
মুছাইয়া, এই চিতে
অন্য ললনার রূপ ক'রেছি স্থাপন
চাঁদ মুখে সুধা ছে'ড়ে (১) বিষ উদ্গীরণ।

১। গরল নিঃসরণ, চন্দ্র হইতে কখনও সুধা ব্যতীত বিষ নিস্থত যয় না। এখানে মুখরূপ চন্দ্র হইতে বিষরূপ কর্কশ ভাষ কেন বহির্গত হইল।

২৭

তোমার সুমিষ্ট ভাষ কিবা রুষ্টালাপ(১)
দুটিতেই নাশে প্রিয়ে মনের সন্তাপ
আগুন নিভা'তে গে'লে
হিম কিবা উষ্ণ জলে
কিছুই প্রভেদ নাই ভেবে দেখ প্রিয়ে!
যা দিবে তাতেই যাবে আগুন নিবিয়ে।

২৮

হে প্রেয়সী! কেন বজ্র সম প্রহরণ (২)
হানিয়া, কঠিন হৃদি কৈলে বিদারণ (৩)
অন্য ভাবে শত গালি
দিলেও তা অবহেলি (৪)
সহিতাম, কিন্তু হায়! ও ভাষ স্মরিলে
শত শত শর বিঁধে হৃদে প্রতি পলে।

২৯

তোমায় বাসি না ভাল, অন্যে ভালবাসি
কেমনে ও মুখ-শশী হইতে প্রেয়সী
হেন কথা রাগিরিল
রুক্ষ ভাষ (৫) আরো ছিল

১। মন্দভাষ, রুক্ষালাপ। ২। অস্ত্র; ৩। বিদীর্ণ, ছিন্ন। ৪ গ্রাহ্যনীয় নহে, অনায়াসে। ৫। কর্কশ শব্দ, রূঢ় ভাষ।

সে ভাষে দিলে না কেন গালি শত বার
তাহে যদি তুষ্ট আরো হ'ত অভাগার।

৩০

এ পোড়া হৃদয়ে কভু ও কথা উদয়
হয় নি ক হইবে না, বলিনু নিশ্চয়
আমা ছাড়া অন্য জনে
স্থান পাবে তব মনে
আমার সে ভালবাসা ফিরাইয়ে ল'য়ে
অন্যে সমর্পিতে পার, বলিব না প্রিয়ে!

৩১

কি দোষ ক'রেছি তাহা মনে নাহি আসে
কেন হেন সম্ভাষণ কুলীষাভ (১) ভাষে
নহ তুমি রূপবতী
এখনি কহিলে সতী
মোর বুঝি মতি গতি নাই তোর প্রতি
তাই মনে ভাবি, আজি বিষম উকতি।

৩২

আমিই কুরূপ তুমি রূপের সাগর
রূপের তুলনা নাই জগৎ ভিতর
তোরে যে কুরূপা বলে
চক্ষু নাহি তার ভালে

১। বজ্রতুল্য।

সেই জন চির অন্ধ, দৃষ্টি শক্তি তার
নাই, সে পরের চ'খে দেখে এ সংসার।

৩৩

যদিও দেখিতে পায় ভাল মন্দ কিবা
করিতে বিচার তার নাই সে প্রতিভা (১)
তাই সে উত্তমাধমে
চিনে না ক প্রিয়তমে !
তুমি ত রূপের খনি ওলো বরাননে (২)।
এ চ'খে ও রূপ সম, নাই ত্রিভুবনে।

৩৪

তব রূপ ছাড়া জগতের রূপ রাশি
নয়ন-সমুখে যদি ধর লো রূপসি !
সে দিকে নয়ন, ফিরে
চাহিবে না, তোর কিরে (৩)
মোর কি রে আছে কিছু আর এ জগতে
তুই জীবনের সাথী প্রাণ তোর হাতে।

৩৫

অভাগারে ছাড়ি শতকোটি ক্রোশ দূরে
আছ যদি, তবু তোরে হৃদয়-মকুরে (৪)

১। শক্তি, জ্ঞান। ২। শ্রেষ্ঠাননে, উপমা রহিত মুখী
৩। প্রতিজ্ঞা। ৪। হৃদয়রূপ দর্পণে।

সদা করি দরশন
কি নিদ্রা কি জাগরণ
যখনি দেখিতে চাই দেখি প্রাণ ভ'রে
অন্তরে দেখিতে পাই, না পাই বাহিরে।

৩৬

এ নয়ন তৃষ্ণাতুর হেরিতে বয়ান (১)
কি করিব নিসর্গের (২) নিঠুর বিধান
ইচ্ছা মত চন্দ্রানন
পাইনা ক দরশন
এই চির বিশ্লেষণ (৩) নৈসর্গিক (৪) রোধ
স্বপ্নে দেখা দিয়া তোর, তাতেই প্রবোধ।

৩৭

পাপ ভরা ধরা প্রিয়ে! কি বিষম স্থান
কহিতে শিহরে শিরা, শিরঃ কম্পমান
তবালাপে সদা থাকি
তব রূপ গুণ লিখি
সহে না তাদের প্রাণে অসূয়ায় (৫) রত
শূয়াকীট (৬) সম বিঁধে এ হৃদে নিয়ত।

১। মুখ, বদন, ২। স্বভাবের।

৩। বিয়োগ, অদর্শন, ৪। স্বাভাবিক, ৫। হিংসায়,
৬। শূয়াপোকা, যাহার সর্ব্বশরীরে তীক্ষ্ণ কণ্টকবৎ শর বিদ্যমান, স্পর্শমাত্রেই শরীরে বিদ্ধ হইয়া অসীম যন্ত্রণা প্রদান করে।

৩৮

তোর ভালবাসা ভুলিবারে উপদেশ
"লোকান্তরে কি সম্বন্ধ ;—ভালবাসা শেষ
সংসারে থাকিতে চাও
আবার সংসারী হও
নব দার পরিগ্রহে সংসার উন্নতি
না করিলে দ্বি লোকে হইবে অবনতি"।

৩৯

এই উপদেশ এক সম্প্রদায় বলে
কেন সদা সর্ব্বদা তোমার প্রতিকূলে
তুমি কি তাদের প্রিয়ে!
ভরা ঘরে অগ্নি দিয়ে
করিয়াছ সর্ব্বনাশ সেই হেতু হায়!
ঘটা'তে বিচ্ছেদ আশ, তোমায় আমায়।

৪০

আমিও ত তাহাদের করি নাই ক্ষতি
তবে কেন বিরূপ তাহারা মোর প্রতি
আমারে কপটী ব'লে
উপহাস সর্ব্ব স্থলে
ডুবাইতে রসাতলে প্রেমিক আখ্যা টি
সন্ধান করয়ে মোর দোষ খুঁটিনাটি (১)

১। যাহা কিছু ধর্ত্তব্য নহে, সামান্য।

৪১

প্রাচীন কবির বাক্য মনে হ'ল প্রিয়ে!
তোরে শুনাইলে শান্তি পাব এ হৃদয়ে
"নিজ স্বার্থে বাধা দিয়া
যে তোষে পরের হিয়া
প্রথম পুরুষ সেই" কবির বচন
"স্বার্থ রক্ষা, পর-হিত, মধ্যম সে জন।"

৪২

"মানুষ রাক্ষস সেই,—নিজ স্বার্থ আশে
পরের অহিত চেষ্টা পায় যে অনাসে"
"করে যেই পরানিষ্ট (১)
নাহি তায় নিজ ইষ্ট (২)
শাস্ত্রে এর সংজ্ঞা নাই" কবি ও অক্ষম
এর চেয়ে জগতে না আছে নরাধম।

৪৩

সেই শ্রেণী, মোরে আর তোরে প্রিয়তমে!
কু ভাষার সম্ভাষণে (৩) সদাই আক্রমে
করুক যত যা পারে
শত শত অত্যাচারে

১। পরে মন্দ। ২। মঙ্গল।
৩। আলাপে।

বিদ্ধস্ত (১) করুক হৃদি, কিবা ক্ষতি তায়
প্রেমিকের হৃদে শত বজ্রাঘাত সয়।

৪৪

রূঢ় কি মধুর ভাষ দুই সমতুল
কারো দৃষ্টি স্নেহ-চ'ক্ষে, কারো দৃষ্টি-শূল
অনুগ্রহ নির্য্যাতন (২)
যেটী যার আকিঞ্চন (৩)
করুক প্রেমিক হিয়া সব সহনীয় (৪)
প্রমদার রূপে তার হৃদি কমনীয় (৫)

৪৫

তাদের সে কু ভাষায় ক্ষতি কিছু নাই
সে শ্রেণীর কোনো উপদেশ নাহি চাই
সরস-হৃদের-ভাষ (৬)
দগ্ধ-হৃদে উপহাস (৭)
সে কথা এ পোড়া মনে পাইবে না স্থান
নিশ্চয় এ কাণ হ'তে করিবে প্রয়াণ।

১। নষ্ট, দলিত। ২। পীড়ন, অত্যাচার, ৩। বাঞ্ছা, ইচ্ছা, ৪। সহিষ্ণু, সহ্যশীল, ৫। শোভাযুক্ত, কোমল, ৬। রসযুক্ত অন্তরের অর্থাৎ সুখীদিগের অন্তরের কথা, ৭। তাপিত হৃদয়ের নিকটে উপহাস স্বরূপ।

৪৬

রহিলাম এতক্ষণ অন্য কথা ল'য়ে
ও চাঁদ বদন দেখি যুড়াইব হিয়ে
ও মধুর ভাষ শুনি
শ্রবণে তুষিব ধনি !
ও অমিয়মাখা (১) রূপ হেরিব নয়নে
ক্ষণেক বিলম্ব কর অয়ি বরাননে (২) !

৪৭

নৈসর্গিক-নিগড়ে (৩) আবদ্ধ এ চরণ
মোর সুখ দুখ তারি হস্তে নিয়োজন
শৃঙ্খল নিবদ্ধ করা
ইচ্ছা মত যেতে নারি
মনোদুখে জর্জ্জরিত, সেই মত হায় !
মনের গুমরে মরি, জানাইব কায়।

৪৮

তুমি ত আমার মত নহ পরাধীন।
যে'তে পার,—যথা তব যাইতে বাসনা
প্রথম বিয়োগ কালে
ত্বরা ত্বরা দেখা দিলে

১। মধুমাখা, নয়নের তৃপ্তিকর মনোহর, ২। সু মুখী।
৩। স্বভাবের শৃঙ্খলে।

এখন ও মুখ শশী দেখাইতে প্রিয়ে !
এতেক বিলম্ব কেন কহ বিশেষিয়ে।

৪৯

প্রায় বর্ষ গত, পাইনি ক দরশন
কোন্ আশে বল ধনি ! ধরি এ জীবন
অদরশে এক পল (১)
বিগলিত হয় পল (২)
নিশি, দিন, মাস, আর অয়ন(৩) বৎসর
কি দুখে কাটাই তাহা ভাব অতঃপর।

৫০

পলেক (৪) যাহার তরে বর্ষ অনুমিত(৫)
দিন মাস অয়নাদি, সংখ্যার অতীত
বরষ স্মরণে হায় !
অবশ ইন্দ্রিয় তায়
বিলাস-ব্যসন-আশ(৬) আছে কি উরসে(৭)
কেবল সান্ত্বনা লভি, তোমার দরশে।

১। দণ্ডের ষষ্টী অংশের একভাগ সময়, ২। মাংস, ৩। সূর্য্যের সার্দ্ধ বৎসর গমন সময় অর্থাৎ ছয় মাস।
৪। একপল সময়, ৫। বিবেচিত, ৬। ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের অভিলাষ, ৭। হৃদয়ে:

৫১

মরতে বিলাস-আশ মানস(১) হইতে
প্রক্ষালিত(২) করিয়াছি দুখ-ভার স'তে
দগ্ধ হৃদে ভগ্ন প্রাণ
যত দিন অবস্থান
করিবেক তোমা ছাড়া, তত দিন সুখে
দিয়া জলাঞ্জলি, দুখে ভজিব কৌতুকে।

৫২

বাস নাকে(৩) পলকে ত্রিলোকে গতায়াত
করিতে, শকতি দিয়াছেন জগন্নাথ (৪)
তবে কেন দেখা দিতে
সঙ্কুচিত হও চিতে
দিনে রে'তে আসিতে কে নিষেধে তোমায়
নিবার, মরম জ্বালা অমিয় ভাষায়।

৫৩

শুনি অভাগার বাণী চিত্ত বিনোদিনী
ঈষৎ হাসিয়া কহে "শুন গুণ মণি
যদিও করুণা-সিন্ধু (৫)
দিয়াছেন শক্তি বিন্দু

১। অন্তর, ২। ধৌত, উঠাইয়া ফেলন, ৩। স্বর্গে, ৪। ঈশ্বর। ৫। দয়ার সাগর ঈশ্বর।

সে শক্তি মরতে জে'ন নরের অজ্ঞেয় (১)
নর-শক্তি তার কাছে নিতান্তই হেয়।

৫৪

যা কিছু পে'য়েছে নর তারি অহঙ্কারে
কুপথে চালিত শক্তি, গতি অনাচারে
পরলোকে নাহি ভয়
কেহ বা নাস্তিক হয়
অহং ব্রহ্ম (২) বলিতেও না হয় কুণ্ঠিত
সে ভাষ শুনিলে দেহ হয় রোমাঞ্চিত।

৫৫

নমরূদ(৩) ফেরাউন(৪) শাদ্দাদ(৫) পাতকী
সামান্য শক্তির বলে করিল কত কি ?
কোথা গেল রাজ্য ধন
কোথা স্বর্ণ সিংহাসন
কোথা সে বিমানে গতি(৬) কোথা সে স্বরগ(৭)
কোথা গেল নীলাম্বুধে (৮) শকতি প্রয়োগ।

১। অজ্ঞাত, জ্ঞাত হইবার যোগ্য নহে। ২। ঈশ্বরত্ব পদ প্রাপ্তি, নাস্তিকতা, ৩।৪।৫ এই তিনজন নাস্তিকবাদী রাজা, ৬। নমরূদ রাজা বিমানারোহণে আকাশে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল ৭। শাদ্দাদ রাজা স্বকৃত স্বরগমধ্যে প্রবেশকালীন পরলোকগত হইয়াছিল, ৮। ফেরাউনের আদেশ মত নীলনদ কখনও জলে পরিপূর্ণ হইত, কখনও তাহার আদেশ মতে শুষ্ক হইত।

৫৬

"যে শক্তি দিয়াছে খোদা স্বর্গীয় আত্মায়
নর শক্তি কণা মাত্র (১) তার তুলনায়
ধৈরজ দিয়াছে মনে
তাই প্রেত আত্মাগণে
সে শক্তির অপলাপ করেনা কখন
বিভুব বিধানে চঞ্চলতা শূন্য মন।

৫৭

তাতেই আসি না নাথ সদা দরশিতে
দেখিলেই ইচ্ছা হয় তোরে সাথে ল'তে
যাবৎ আদেশ তাঁর
হবে না ৎ
তাবৎ মনের আশ মিটা'তে নারিব
দেখা দেই যেই ভাবে সেই ভাবে দিব।

৫৮

দেখিয়া কি দেখা দিয়া গে'লে নিজ পুরে
ও হৃদয় হইতে সান্ত্বনা যায় দূরে
ধৈরজ ধরিতে নার,
উন্মাদের মত ফির,

১। প্রেতাত্মা সমূহ ঐশ্বরিক শক্তি প্রভাবে অলৌকিক শক্তিশালী মানবের বৈজ্ঞানিক বা দৈহিক শক্তি সে শক্তির তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

হা হতাশ ভাষ তব আরো বৃদ্ধি পায়
আমিও অধৈর্য্য হই দেখিয়া তোমায়”।

৫৯

“তাতেই বিলম্বে দেখা দেই প্রাণ নাথ!
আজিকার মত যাই লও প্রণিপাত
পুনঃ যবে দেখা দিব
সু সংবাদ শুনাইব
কবে হবে দুজনের বিরহের শেষ
চলিলাম ওই দেখ আসিছে দিনেশ (১)।

৬০

মন বুঝিবার তরে রুক্ষ-স্বর-শরে (২)
আহত ক'রেছি হৃদি বুঝিয়াছি পরে
সেই অনুতাপে নাথ
মোর হৃদে শেলাঘাত
হইতেছে মুহুর্মুহু, কি কব সে কথা
ভালবাসা জানা'তে দিয়াছি মর্ম্ম ব্যথা।

৬১

তোমার প্রণয়-গুণে এ মরম গাথা
দেহান্তেও পিরীতের হয়নি অন্যথা

১। সূর্য্য, অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত প্রায়, ২। কর্কশ রূপ তীক্ষ্ণ বাণ সদৃশ আলাপে।

যাবৎ এ আত্মা রবে
তাবৎ প্রেম না যাবে
প্রেমাধিনী বলিয়া ক্ষমিও সব দোষ
বল না ক্ষমিলে কি না ?—হ'লে পরিতোষ।

৬২

প্রেয়সীর মিষ্ট ভাষে মনের বিষাদ
ঘুচিল, দ্বিগুণ রূপে বাড়িল আহ্লাদ
কর দুটি যোড় করি
কহিলাম প্রাণেশ্বরি !
তোমার কোনই দোষ মোর কাছে নাই
ক্ষমিব কি ? তোরে প্রিয়ে ! আমি ক্ষমা চাই।

৬৩

প্রিয়া হ'ল অন্তর্দ্ধান, নিশি অবসান
চেতনার সমাগমে সুষুপ্তি (১) প্রয়াণ
না দেখিয়া প্রেয়সীরে
শত বজ্রাঘাত শিরে
হ'ল অকস্মাৎ, সবি সহিনু উরসে (২)
কহিনু বিভুরে লও প্রেয়সী সকাশে।

১। নিদ্রা, ২। হৃদয়ে।

ধৈর্য্যশীল জনই সুখী

১

দগ্ধ হও যদিও দুখ-দহনে (১)
তা বলিয়া দুখে ঘৃণিও না মনে
নাই বন্ধু প্রেমিকের দুখ বিনে
হ'লে দুখ শেষ, মিলে প্রিয় জনে

২

তুমি খাঁটি(২) কি কপটি(৩) বুঝিবারে
প্রমদার অনুচর,—দুখ তোরে
চারি দিক্ হ'তে তোরে আসি ঘিরে
সুখে রাখে না কভু তোর সদনে।

৩

প্রতি কাজেই দেখনা এই রীতি
সুখ সংহতি দুঃখের অবস্থিতি
বাধা বিঘ্ন স্বরূপ দুখের ভীতি
নৈসর্গিক (৪) নিয়মে পাবে, সন্ধানে।

১। অগ্নিতে। ২। প্রকৃত, সত্য। ৩। ভণ্ড, প্রতারক
৪। স্বাভাবিক।

৪

গোলাপের গন্ধে চিত্ত প্রফুল্লতা
যদি চাও, সমুখে কণ্টক-লতা
কণ্টকাহতে (১) হৃদে পাইবে ব্যথা
তবে তুষ্টি লাভ হবে তার ঘ্রাণে।

৫

প্রমদা-মুখ-ক্ষণদাপতি (২) ভাষ
শুনিবারে যদি থাকে অভিলাষ
শ্রবণের (৩) যদি পূরাইবে আশ
দরশিয়া, তুষিতে চাহ নয়নে।

৬

তার অনুচরগণে বাধ্য কর
তবে দর্শন-লাভে হবে তৎপর
বড় লোকের নিয়ম স্বতন্তর
দূর করে তারা দরশেচ্ছুগণে (৪)

৭

বসিবারে বলিলে না রবাহূতে (৫)
"অবসর নাহি বহু কাজ হাতে
নয় আছেন প্রভু অসুস্থ চিতে
নয় সদালাপে আছে অন্য-সনে।

১। কণ্টক দ্বারা ক্ষত হওয়ায়। ২। প্রমদার মুখরূপ চন্দ্র। ৩। কর্ণের। ৪। দর্শনপ্রার্থীগণকে। ৫। বিনা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে।

৮

ফিরে যাও, আসিও অন্য সময়ে
ছলে বলে কৌশলে দেয় তাড়িয়ে
যদি না শুনিলে অর্দ্ধচন্দ্র (১) দিয়ে
কভু রৈতে দিবেনা তোরে অঙ্গনে।

৯

হা হতাশ আহা উহু, উচ্চৈঃস্বরে
যদি চীৎকারি জানাও সে প্রভুরে
যদি থাকে দয়া হৃদয়-কন্দরে (২)
তবে সু ফল হইল ভাগ্যগুণে।

১০

নহে অনুচরগণে আদেশিলা
কোন দুষ্ট এসে দ্বারে চীৎকারিলা
গর্দ্দভের স্বরে কর্ণ আক্রমিলা
দূর কর, যথা বিধি দণ্ড দানে।

১১

তাই ফুরা'ল তব আশা ভরসা
ভাঙিল হে তোমার আশার বাসা
বাড়ে ছটফটী, গেল না পিপাসা
জর্জ্জরিত হ'লে, মরম-বেদনে (৩)।

১। গলা ধাক্কা, ঘাড়ে টিপি দেওয়া। ২। হৃদয়রূপ গহ্বরে, অন্তরে। ৩। আন্তরিক যাতনায়।

১২

মিলনের পথে বাধা বিঘ্ন অতি
প্রমদানুচরগণে (১) করে স্থিতি
ক্ষোভ আর নৈরাশ্য লজ্জা ও ভীতি
অনাহার অনিদ্রা ব্যসন (২) হীনে।

১৩

শীত, তাপ বর্ষণ, করকা (৩) পাত
স'তে হয় পরীক্ষায় বজ্রাঘাত
কৃষাণুর (৪) কণা সম, ঝঞ্ঝাবাত (৫)
দহে এ গুলি সহ বিচ্ছেদাগুণে।

১৪

কি কি দ্রব্যে গড়িলা প্রমদা-দেহ
বিনা প্রেমিক, জানে কি অন্য কেহ
হৃদি ছাড়া সকলি সুষমা-গেহ (৬)
কহি একে একে শুন হে শ্রবণে (৭)।

১৫

শ্বেতপদ্মে মুখ, নেত্র ইন্দিবরে (৮)
তিলফুলে নাসা, বিম্বে (৯) ওষ্ঠাধরে

১। প্রমদার অনুচরসমূহ। ২। বিলাস। ৩। শিলা, মেঘ হইতে পতিত প্রস্তরবৎ বরফ খণ্ড। ৪। অগ্নির। ৫। উত্তাপ সংযুক্তে উচ্ছৃঙ্খল বায়ু। ৬। শোভার আলয়, মনোরম্য। ৭। কর্ণে। ৮। নীলপদ্মে। ৯। রক্তবর্ণ ফল বিশেষ, তেলাকুচা।

কুন্দে(১) রদন(২) আফেলে(৩) চিবুকেরে(৪)
দুটী গণ্ড গড়ে, গোলাপ-প্রসূনে (৫)।

১৬

কাম-কোদণ্ডে (৬) কিবা অতসীফুলে (৭)
গড়িলেক নিসর্গ (৮) ভুরু যুগলে
নব নিবিড়(৯) ঘনে(১০) গড়ে কুন্তলে(১১)
দামিনী (১২) রূপ শিঁথীটী মাঝখানে।

১৭

অর্দ্ধচন্দ্রে ভাল(১৩)শুক্তিতে(১৪)শ্রবণ(১৫)
গড়ে গ্রীবা ল'য়ে দ্বিরদ-রদন (১৬)
হরি-মধ্য (১৭) হরি (১৮) মধ্য (১৯)টী রচন
কুচ (২০) বিল্ব-তালে-দাড়িম্বোপাদানে (২১)

১। শ্বেতবর্ণ পুষ্প বিশেষ, কুন্দ ফুলে। ২। দন্ত। ৩। শ্বেত লোহিত মিশ্রিত পার্ব্বত্য ফল বিশেষ। ৪। মুখের নিম্ন ভাগ, থুতনী। ৫। গোলাপ পুষ্পে। ৬। মদনের ধনুতে। ৭। মসিনাফুলে। ৮। স্বভাব। ৯। ঘন, ঘোর। ১০। মেঘে। ১১। কেশে। ১২। বিজলী। ১৩। কপাল। ১৪। ঝিনুকে। ১৫। কর্ণ। ১৬। হস্তীদন্ত। ১৭। সিংহের-মাজা। ১৮। হরণ করিয়া। ১৯। মাজাখানি। ২০। স্তন। ২১। বিল্ব, তাল, দাড়িম্বফলাদি উপকরণে।

১৮

উরু গড়িলা দিয়া তরু কদলী
পদ কোকনদে (১) নখ কৃষ্ণকেলী (২)
সু কোমল প্রমদার সবগুলি
সুধু হৃদিখানি গড়িলা পাষাণে।

১৯

প্রেমিকের দুখে তাই দয়া হীন
হয় পরিতোষ দেখিলে মলিন
দৃঢ় বস্তু হ'তে সে মনঃ কঠিন
কঠিনের গুণ যাইবে কেমনে।

২০

দেখ আদমের পঞ্জরাস্থি হ'তে (৩),
হাওয়া জনম লভিলা স্বরগেতে
ভয় হয় সে অস্থির গুণ ক'তে
আরো পাঠ ক'রেছি হিন্দু পুরাণে।

২১

ঋষি দধীচির পঞ্জরাস্থি ল'য়ে (৪)
আরো অষ্টধাতু তাহে মিলাইয়ে

১। রক্তপদ্ম। ২। রক্তবর্ণ লম্বাকৃতি বিশিষ্ট পুষ্প বিশেষে।
৩। মানবের আদিপুরুষ হজরত আদমের পঞ্জরের হাড়ের দ্বারা মানব মাতা হাওয়া বিবির জন্ম হইয়াছিল। মুসলমান জাতির আদিম ইতিহাস দেখ। ৪। দধীচিমুনির পঞ্জরাস্থি হইতেও বজ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল।

গড়ে বিশ্বকর্ম্মা (১) উৎসাহিত হ'য়ে
বজ্র অস্ত্র, বিনাশিতে পুণ্যজনে (২)

২২

যত কঠিন হয় হউক মনঃ
প্রেমিকের যদি থাকে দৃঢ় পণ
কালে নিশ্চয় হবে সেটী দ্রবণ (৩)
প্রেমিকের হৃদোচ্ছ্বাস (৪) সন্তর্পণে (৫)

২৩

যবে মুসা নবি (৬) রে ত্রিলোকেশ্বর (৭)
দেখাইলা রূপ মানবাগোচর (৮)
বিভু জ্যোতিস্পর্শে তুর-গিরিবর (৯)
হ'ল ভস্মে পরিণত শক্তি হীনে।

২৪

মনে ধৈর্য্য ধ'রে কষ্ট স'য়ে ছিল
তাই প্রমদা নয়নে স্থান পে'ল (১০)

১। বিশ্বকর্ম্মা নামধারী জনৈক স্বর্গীয় বৈজ্ঞানিক। ২। রাক্ষস গণকে। ৩। গলিত কোমল। ৪। হৃদয়ের আক্ষেপ জনিত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস। ৫। উত্তাপে। ৬। মুসা নামধারী জনৈক পায়গম্বর, য়ীহুদী সম্প্রদায়ের দেবতা। ৭। জগৎপতি, ঈশ্বর। ৮। মনুষ্যের দর্শনাতীত। ৯। তুর নামিক পর্ব্বত। ১০। তুর পর্ব্বতের ভস্মাবশেষ, যাহা মুসল্মান নরনারী সুরমা অর্থাৎ অঞ্জনরূপে চক্ষে ব্যবহার করিয়া থাকে।

অনুকরণে পুরুষ চ'খে নিল
কত সম্মানে, লোক পবিত্র জ্ঞানে।

২৫

দেখ বারিবাহী কলসের দশা
যাবে প্রমদা কক্ষে, হৃদয়ে আশা
সেই কারণে তার কত দুর্দ্দশা
কোদালীতে খুদি মৃত্তিকারে এনে।

২৬

দুটী পদে দলিলেক মনোমত
চক্রে তুলি করে চাপি সাধ্য যত
কুম্ভাকৃতিতে (১) হইল পরিণত
খর-তাপে (২) শুখা'তে দিলা উঠানে।

২৭

অল্প শুষ্ক হ'লে পিটে দণ্ডাঘাতে
পুনরপি দিলেক প্রলেপ তাতে
তার পরে আবার ভানুর (৩) তাতে (৪)
ভাজা ভাজা করিলেক রস হীনে।

১। মৃত্তিকাজাত কলসে। ২। তীক্ষ্ণ সূর্য্যোত্তাপে।
৩। সূর্য্যের। ৪। উত্তাপে।

২৮

দুখ মাত্রা শেষে চরমে (১) উঠিল
পোড়াইতে পরে পয়নে (২) তুলিল
তাপ বাড়া'তে পয়নে লেপ দিল
দগ্ধ করিল সারা নিশি আগুনে।

২৯

দুখ কষ্টের শেষ হইল এবে
ললনার সু কোমল কর যবে
পরশিল তনু, দুখে ছার ভাবে
হ'ল শীতল, যবে পূরে জীবনে (৩)।

৩০

কক্ষে (৪) তুলিয়া বাহু-লতায় গ্রীবা
ধরিলেক যবে, শোভা কব কিবা
কুচকলিকা পরশে বাড়ে বিভা (৫)
চির দুঃখ বিলীন (৬) হ'ল, মিলনে।

৩১

যদি কুম্ভ, এত কষ্ট না সহিত
কুচকুম্ভ (৭) কি উপায়ে পরশিত

১। শেষ সীমায়, যাহার অধিক হইবার নহে।

২। পুঁইশালে, মৃত্তিকাজাত পাত্রাদি দগ্ধ করিবার উনানে।

৩। জলে, সলিলে। ৪। কাঁকালীতে, মাজায়। ৫। শোভা।

৬। লয়, নষ্ট, বিদূরিত। ৭। কুচরূপ কলসাকৃতি।

জীবনের যত দুঃখ, অন্তর্হিত
হ'ল, পূর্ণ আশা, প্রমদা মিলনে ।

৩২

বারি-ঘট সম বিকট যাতনে
স'তে যদি পার হে হরিষ মনে
দাদ ! তা হ'লে আর ভাবিবি কেনে
কালে পাবি দরশ বিধু-বদনে ।

পাষাণে রেখা।

১

একদা ক্ষণদা (১) যোগে সরোবর তট-স্থিত
নৈয়গ্রোধ (২) মূলে যে'য়ে হইলাম উপনীত
মৃদুল-মলয়ানিল (৩)
আসি, তনু পরশিল
ফণাধর (৪) কাকোদর (৫) দংশন যেমন
শরীরে যাতনা বিষ বাড়িল তেমন।

২

বেদনা অসহনীয় শান্তি পাই কোথা গে'লে
সে মর্ম্ম যাতনা যাবে কার পানে দরশিলে
সিদ্ধান্ত করিতে নারি
কোথা যাই কিবা করি
সরসী-শম্বর (৬) পরে করি দরশন
ত্যজি অবগুণ্ঠন (৭) কুমুদী স্মিতানন (৮)

১। রাত্রি। ২। অশ্বত্থবৃক্ষ। ৩। মন্দ মন্দ মলয়বায়ু। ৪। ফণাধারী। ৫। সর্প। ৬। সরোবরের জল। ৭। ঘোমটা মুদ্রিত অবস্থা। ৮। হাস্যমুখী, অর্থাৎ প্রস্ফুটিত।

৩

জিজ্ঞাসিনু কুমুদীরে তুই কেন হর্ষমনা
কমলিনী কোন্ দুখে অবগুণ্ঠিত-বদনা (১)
বল মোরে বিশেষিয়া
স্নিগ্ধ কর দগ্ধ হিয়া
তোমার উল্লাস বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
যদি এ যাতনা মম হয় নিবারণ।

৪

ঈষৎ হেলায়ে ওষ্ঠ সুখদ হেলার (২) ভরে
শ্বসন-ধূনিত (৩) ব্যপদেশে (৪) সে উত্তর করে
"হের না বিমান পানে
শীতরশ্মি (৫) রশ্মি (৬) দানে
উজলিছে দ্যুলোক (৭) ভূলোক পুলকিত
দেখ না চকোর মম সম হরষিত।

৫

পরশ্রী কাতর যেই, পর-সুখ শেল তার
আমারে দেখিয়া সুখী নলিনী বদন ভার
তোমারে বিমর্ষ দেখি
তুমিও কি হও দুখী

১। মুদিতা। ২। আদিরস জনিত মনের হর্ষভাব।
৩। বায়ু বিকম্পিত। ৪। ছলে। ৫। চন্দ্র। ৬। কিরণ।
৭। স্বর্গ মর্ত্ত।

মোর সুখে, সঙ্কীর্ণ (১) হৃদির পরিচয়
দিবে না কি বল ? যা'ক মনের সংশয়

৬

"প্রেমিক যে তার মনে পরসুখে দ্বেষ নাই
যদিও তোমারে এবে বিমর্ষ দেখিতে পাই
আমিও তোমার সম
ছিনু, বিনা প্রিয়তম
দিবসে, আলোক মাঝে নয়নে আঁধার
ভালবাসা জন বিনা শূন্য এ সংসার।

৭

ভে'বেছ তোমার দুখ যাবে না হে এ জীবনে
তোমার নয়ন-তারা বসিবে না দু নয়নে
জানিও প্রেমিক জনে
সহিষ্ণুতা অভরণে
ভূষিত, চাঞ্চল্য ভাব নাই সে হৃদয়ে
যাতনার শান্তি, প্রিয়-নাম-সুধা পিয়ে।

৮

আমারো ত সারাদিন ভানু তাপে তনু দগ্ধ
শীতকর(২) শশধর নামে হ'য়েছিনু মুগ্ধ
ধৈরজে কাটাই দিবা
তোমারে কহিব কিবা

। ক্ষুদ্র, অনুদার। ২। শীতল কিরণধারী

বিধুর(১) অভাবে রহি বিধুর(২) হৃদয়ে
ধৈরজ স্বর্গের কুঞ্জী(৩) দেখ না স্মরিয়ে।

৯

"ক'য়েছেন দেব আদিদেব(৪) পরিত্রাতা(৫) যিনি
হাদিসে(৬) উকতি আছে কভু নহে মিথ্যা বাণী
তাই দিবসের কষ্ট
যদিও অতি গরিষ্ঠ
স'য়েছি পাইব আশে, হৃদয় রতন
পেয়েছি সে ফলে এবে রোহিণীরমণ (৭)।

১০

জগৎ নিস্তব্ধ এবে কারো মুখে নাহি ভাষ
লভিতে হৃদয়-রত্ন সবারি হৃদয়ে আশ
নিস্পন্দ শরীর ধরি
আঁখি দুটি বন্ধ করি
প্রমদ(৮) দরশ আশে সাধিছে সমাধি(৯)
কাহারো হৃদয়ে যেন নাই আধি-ব্যাধি(১০)।

১। চন্দ্রের। ২। সন্তাপিত, দুঃখিত। ৩। স্বর্গের চাবি।
৪। হজরত মোহাম্মদ। ৫। পরিত্রাণকারী।
৬। হজরত মোহাম্মদের উক্তিপূর্ণ গ্রন্থাবলীতে।
৭। চন্দ্র। ৮। প্রমদার পুংলিঙ্গ শব্দ প্রমদ।
৯। যোগ সাধনা। ১০। মনোদুঃখরূপ পীড়া।

১১

তুমি ত প্রেমিক, চঞ্চলতা পরিহার কর
যে নামে হৃদয় মুগ্ধ, রসনে সে নাম স্মর
দু নয়ন চাহে যারে
চক্ষু মুদি হের তারে
পাইবে হৃদয়ে শান্তি, সুখের সাগরে
ডুবিয়া, অমৃত ভাণ্ড পাইবে অচিরে।"

১২

উৎপলিনী(১) সদুত্তর স্মৃতি আসি কাণে কাণে
কহিলা, চৈতন্য যেন জনমিল মুগ্ধ প্রাণে
আমারি কুটীর ঘর
নৈয়গ্রোধ (২) তরুবর
শাখা পত্রে আচ্ছাদিয়া রে'খেছিল যথা
বসিবার ইচ্ছা হেতু উপনীত তথা।

১৩

পাতিত(৩) মাদুরে দেখি, কিন্তু তার ছিন্ন গুণ(৪)
মলয়-সমীরে(৫) পেয়েছিল মেদুরতা(৬) গুণ
বসিনু তাহার পরে
প্রমদার ধ্যান তরে

১। কুমুদিনী। ২। অশ্বত্থবৃক্ষ। ৩। বিস্তৃত। ৪। সূত্র, অর্থাৎ ছেঁড়া মাদুর। ৫। মলয় বায়ুতে। ৬। শীতলতা।

চাঁদের কিরণে আর মলয়-অনিলে(১)
যদিও এ তনু জর্জ্জরিত সেই কালে।

১৪

স্মরিতে প্রিয়ার নাম যাতনা লাঘব হ'ল
অকস্মাৎ নিদ্রা আসি দু নয়ন আবরিল
সেই ছিন্ন শয্যা পরে
শয়িত করিল মোরে
অমনি হৃদয়াকাশে উদিল স্বপন
আলোকিল অন্তর-চক্ষুতে ত্রিভুবন।

১৫

দেখিনু প্রেয়সী আসি হাসি ছিন্ন শয্যা পরে
শয়ন করিলা বামভাগে যেন হর্ষান্তরে
প্রেয়সীর সরলতা
দেখি মনে পাই ব্যথা
"ছিছি প্রিয়ে! এ শয্যা কি তব উপযোগী
তোর জন্যে কতকাল র'য়েছি বিরাগী।"

১৬

"দেবের দুর্লভ ধন, যারে খুজে নাহি মিলে
হায়! কেন আজি সেই ধূলী-লগ্ন-শয্যাতলে
কত আরাধনা ক'রে
খর্ব্ব(২) পায় শশী করে

১। দক্ষিণদিক হইতে আগত বায়ুতে। ২। বামন, বেটে।

তাই আজি মোর ভাগ্যে ওই মুখখানি
দেখাইলা কৃপা-ভরে হে বিধুবদনি !”

১৭

“জীবনে তোমায় ধনী সুকোমল বিছানায়
শয়ন করিতে দীন দিয়াছে কি মনে হয় ?
তোর শয্যা এ উরসে(১)
কি প্রমোদে(২) কি বিরসে
ছিল প্রিয়ে ! বাতাত্মজ(৩) সম শক্তি পেলে
হৃদি ফাড়ি রাখিতাম তোরে কুতূহলে।”

১৮

“এস আজি তোমার সে পুরাতন বাসস্থানে
মরম-যাতনা(৪) বিদূরির তব পরশনে
কিছুই চাহিনা প্রিয়ে।
সুধু তোরে দরশিয়ে
নির্ব্বাণ করিব আজি বিরহ-পাবক(৫)
যার দাহ শকতি অতীব মারাত্মক(৬)”।

১৯

“বহুদিন দরশন দাওনি কিহেতু বল,
পে’য়েছ কি কোনো ত্রুটী সেবিতে পদ যুগল

১। বক্ষঃস্থলে। ২। হর্ষের সময়ে। ৩। হনুমান। ৪। মনের কষ্ট। ৫। বিরহরূপ অগ্নি। ৬। ভয়ানক, যাহাতে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।

পাই বা না পাই দেখা
ও রূপ এ হৃদে আঁকা
তোর সম শক্তি যদি দিত বিভু মোরে
নিতি নিতি দেখিতাম যে'য়ে স্বর্গপুরে।"

২০

"বহুদিন এস নাই ব'স নাই এ হৃদয়ে
পায় নাই অন্যে তবু, তোমারি ত আছে প্রিয়ে
তবে ভাবা গোনা কেনে
এস এ হৃদয়াসনে
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া যুড়াও হৃদয়
স্ব বাহনে আবাহনে কে বল বসায় (১)।

২১

"তবুও ত আসিলে না কাকুতি মিনতি বৃথা
বুঝেছি পাষাণ-হৃদে নাই দয়া ও মমতা
হায় কি কঠিন হিয়া
কেবল উপল(২) দিয়া
গ'ড়েছে হৃদয় তব, পল অনুপল
বুঝনা, এহৃদে জ্বলে বিষাদ-অনল।"

১। যাহার যে স্থানে বসিবার বা শয়ন করিবার স্থান, সে স্থানে বসিবার বা শয়ন করিবার জন্য অন্যের আহ্বানের প্রতীক্ষা কেহ করে না। ২। প্রস্তর খণ্ড।

২২

শুনিয়া এতেক ভাষ বিম্বোষ্ঠ(১) বিকাশ করি
কহিলা বাম-নয়না(২) বাম করে গ্রীবা ধরি
"তব কাতরতা ধ্বনি
শুনিয়াছি গুণমণি
ব্যঙ্গ ভাবে যা বলিলে তাও বুঝিয়াছি
যাই বল তব প্রেমগুণে বাঁধা আছি।

২৩

এ ছিন্ন মাতুরে তোরে যখনি দেখেছি নাথ!
দুখরূপ ভিদুরে(৩) হয়েছে তনু উৎখাত(৪)
মোর তরে এত কষ্ট
অনুতাপে তনু নষ্ট
কৈলে নাথ! বিলাস-ব্যসনে(৫) বিসর্জ্জিলে
প্রেমের এ চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলে।"

২৪

কপট প্রেমিক যদি হ'তে, লোক দেখাইতে
সুলোচনা কটাক্ষের ফাঁসে যদি বাঁধা যে'তে
তবে কি দেখিতে মোরে
পে'তে নাথ! বারে বারে

১। রক্তবর্ণ ওষ্ঠ। ২। মৃগনয়নী। ৩। বজ্রে, অশনিতে।
৪। খোদিত, ছিন্ন ভিন্ন। ৫। দৈহিক সুখ সম্ভোগ।

আসিতাম দেখিতে হে, দেখা দিতে নয়
আমারে দেখিলে হ'ত বিরক্তি উদয়।

২৫

শুন নাথ! অন্য জনে পে'ত যদি তব মন
এ মনের অনুরাগ(১) না কমিত কদাচন
দেখিয়া তোমার মুখ
সদা লভিতাম সুখ
না দিতাম দেখা নাথ! সপত্নীর ভয়ে
তোমারে সে লজ্জা দিত মোর কথা ক'য়ে।

২৬

হৃদয়ে হৃদয় নাথ মুখে মুখ আরোপণ
মানব শরীরে আর পাবে না'ক সে মিলন
প্রকৃতির এ নিয়ম
হবে না ক ব্যতিক্রম(২)
পার্থিব জীবনে জে'ন, আর প্রেতাত্মায়
প্রভেদ বিস্তর, বীতস্পৃহ(৩) কামনায়(৪)।

২৭

"নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ভালবাসা নাথ! পরলোকে
পতিত হবে না আত্মা জরা মৃত্যু, শোক, দুখে

১। ভালবাসা, স্নেহ। ২। অন্যথা, ব্যত্যয়।
৩। ইচ্ছা শূন্য। ৪। আশায়।

সদা মনে সুখ শান্তি
হিংসা, মদ, ক্রোধ, ভ্রান্তি
বিবর্জ্জিত, পুণ্যবান প্রেতাত্মা সকল
বুঝহ প্রভেদ কত, স্বর্গ, রসাতল।

২৮

পাষাণ হৃদয় মোর বলিয়াছ সত্য ক'রে
পাষাণে চাহিয়া হৃদি ল'য়েছি তোমারি তরে
কোমলের কি গুরুত্ব
কঠিনে আছে মহত্ব
কোমলে অঙ্কিলে(১) চিহ্ন কখনো না রয়
বারিধর(২) বারিধারে(৩) পায় সে বিলয়(৪)

২৯

পাষাণে খুদিলে রেখা সহসা না যায় ধু'য়ে
কালেতে অক্ষুণ্ণ(৫) রহে চক্র-আবর্ত্তন(৬) স'য়ে
যত কাল সে পাষাণ
রবে নাথ বিদ্যমান
তাবৎ সে অঙ্ক তার হইবে না লীন(৭)
প্রস্তরের গুণ বুঝ, তুমি ত প্রবীণ(৮)।"

১। অঙ্কিত করিলে, খুদিলে। ২। মেঘ।
৩। জলধারায়, বৃষ্টিপাতে। ৪। চিহ্ন রহিত হয়।
৫। পূর্ণাবস্থায়, হীনতা শূন্য। ৬। চাকার ঘর্ষণে।
৭। নষ্ট, চিহ্ন রহিত। ৮। বিজ্ঞ, প্রাচীন।

৩০

"কঠিন যখনি নাথ! ভালবাসে কোমলেরে
তার জন্য প্রাণ দিতে কভু সে কি ভয় করে?
কি সম্পদে কি বিপদে
কেমনে রাখিবে হৃদে
বজ্রাঘাতে হৃদয় বিদীর্ণ যদি হয়
প্রিয়-পরিতোষ হেতু সাধ ক'রে সয়।

৩১

দেখ ভালবাসে মুক্তা অতীব কোমল গুণে (১)
কেমনে হৃদয় মাঝে রাখিবে সে প্রিয় জনে
হৃদয় বিদীর্ণ করে
বজ্রমণি (২) তীক্ষ্ণ ধারে
রন্ধ্রের (৩) যাতনা সে ত ভাবেনা কখন
তবেই সে সূত্রে করে হৃদয়ে ধারণ।

৩২

তোমার ও প্রতিমূর্ত্তি এ পাষাণে স্থান দিতে
ক'রেছি হৃদয়ে রন্ধ্র, ভালবাসা-সূত্রে গেঁথে
দোলাই ও রূপ গলে,
পাষাণ-মরম (৪) গলে

১। সূত্র, যদ্দ্বারা মুক্তা ইত্যাদির মালা গ্রথিত হয়।
২। যে মণিদ্বারা মুক্তা রন্ধ্রীকৃত হয়। ৩। ছিদ্রের।
৪। হৃদয়রূপ পাষাণ।

বিরহ অনলে যবে তোমায় না হেরে,
নিবারিতে তাই আসি এ ভারত পুরে"।

৩৩

"আমায় বাসিতে ভাল মনঃপ্রাণে চিরদিন
কোন্ মহা মূল্যবান মণি দানে শোধি ঋণ
ত্রিলোকে খুজে না পাই
শেষে বিভু স্থানে চাই
দেহ ভিক্ষা সর্ব্বজ্ঞাতা (১) দাসী পানে চাও
কবিত্ব-অমূল্য-ভূষা (২) প্রাণনাথে দাও।

৩৪

সেই মণি তব কণ্ঠে কোহিনুর-গর্ব্ব-হরা (৩)
শোভিয়াছে শোভিবে হে, যত দিন বসুন্ধরা
রবে, রবে বঙ্গভাষা
রবে প্রেম ভালবাসা
(তুমি ত মাবরে নাথ!) তব ও ভূষণ
তাবৎ হবে না লয় (৪) দাসীর বচন।

৩৫

নবির চরিত-গীতি ওই কণ্ঠে যা গাহিলে
রাসুলের প্রেমামৃত যা খে'য়ে অমর হ'লে

১। অন্তর্য্যামী ঈশ্বর। ২। কবিত্বরূপ অমূল্যভূষণ।
৩। কোহিনুর মণির অহঙ্কার খর্ব্বকারী। ৪। নষ্ট শূন্যহওয়া।

প্রকৃত প্রেমিক গলে
যেই হার ঝুলাইলে
সে পুণ্যের ফলে তুমি তাঁর শাফায়াতে (১)
ওই মণি কণ্ঠে ল'য়ে আসিবে জান্নাতে" (২)

৩৬

"পারসিক মহাকবি হাফেজ(৩)নেজামী(৪)জামী(৫)
ফেরদৌসী(৬)সাদী(৭)আর প্রণেতা মসনবি রুমী(৮)
ওই সব বন্ধু সনে
মিলিবে হরিষ মনে
অপঠিত বিদ্যা বলি হ'ওনা ত্রাসিত (৯)
ল'য়েছি বিভুর বর অমর-বাঞ্ছিত (১০)।

৩৭

প্রেম-অণুরাগে ভরা যে যার হৃদয়-ভাণ্ড
তব এ বৈরাগ্য(১১) নাথ! কখনো হবে না পণ্ড(১২)
কিছু দিন ধৈর্য্য ধর
শান্তি কুঞ্জ শেষ কর,

১। অনুরোধে। ২। স্বর্গে।
৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। এই ছয়জন পারসিক কবি।
৯। ভয়যুক্ত। ১০। দেবতারাও যাহার বাঞ্ছা করে।
১১। বিরাগভাব, বিলাস বাসনাদি কামনাশূন্য। ১২। নষ্ট।

তোমার ও ভাঙ্গাপ্রাণ(১) আসিব লইতে
বিভুর আদেশে রেজোয়ান-দূত (২) সাথে।

৩৮

সময়ে, যখন তোরে নবিবর অনুগ্রহে
পাইব অনন্ত ধামে ফের্দৌস-কাঞ্চন-গৃহে (৩)
তোমার তুষ্টির তরে
দিব সব অকাতরে
জীবন যৌবন মন প্রাণ যাহা চাবে
তব তৃপ্তি তরে নাথ তখনি পাইবে"।

৩৯

"দেখ নাথ! ত্রিযামার(৪) দ্বিযাম(৫) অতীত হ'ল
পাপিয়া করুণ স্বরে পিউ কাঁহা'( ) শুনাইল
মুখে ল'য়ে ওই স্বর
অন্তরে বিরহ-শর
যাই প্রাণেশ্বর' তুমিও ত ওই রবে
ক্ষণকাল পরে ইতস্ততঃ অন্বেষিবে।

৪০

প্রেম-পথে যে পথিক সেই ত বাতুল(৭) জানি
সময়ের মূল্য নাই তার কাছে গুণমণি

১। ভগ্নপ্রাণ। ২। স্বর্গীয় দূত, ফেরেশতাগণ। ৩। স্বর্গীয় স্বর্ণময় প্রাসাদে। ৪। রাত্রির। ৫। দুইভাগ। ৬। পাপিয়া পক্ষীর পিউ কাঁহা কলনাদ। ৭। উন্মাদ, আত্ম বোধহীন।

কেবলি বাতুল নয়
কবি বলি পরিচয়
দিয়াছ সমাজে, নষ্ট ক'র না সময়
দেওয়ানও(১) লিখে শেষ কর, রসময়!"

৪১

যেই সে কমল কর অপসার(২) কৈল ধনী
নিদ্রা ভঙ্গে চে'য়ে দেখি কাছে নাই সুবদনী
একা সে কুটীর ঘরে
শত ছিন্ন শয্যা পরে
আছিরে শয়ান, ভেবে দিশা নাহি পাই
"পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা" করিয়া বেড়াই।

৪২

মনে হ'ল প্রেয়সীর সেই মহা উপদেশ
দেওয়ান(৩) ও শান্তি কুঞ্জ(৪) লিখিয়া করিতে শেষ
ধরিনু লেখনী, করে
স্বপ্ন-কথা ব্যক্ত ক'রে
জানাই প্রেমিকগণে রহস্য প্রেমের
ভাল মন্দ যে যা বল ইচ্ছা তোমাদের।

১। দেওয়ানে দাদ নামক পুস্তকখানি। ২। স্থানান্তরিত।
৩। দেওয়ানে দাদ নামক গ্রন্থ।
৪। শান্তি কুঞ্জ নামক এই গ্রন্থখানি।

সৎসঙ্গে কুক্কুরও সাধু।

একাবলী ছন্দ।

১

চল সাথে চলনা রে মদিনা

হেরিবারে নবিবরে চল না।*

২

কার আশে ঘরে ব'সে রহিলে

মিছে কাজে পরমায়ু হারা'লে।

৩

আজি কালি করি গেল, জীবন

কবে তোর হইবে রে সুক্ষণ (১)।

৪

যে ভাবে যে দিন গত হ'তেছে

তারি সাথে আয়ু তোর যে'তেছে।

৫

সে আয়ু না পাবে আর ফিরিয়া

কোটি মুদ্রা বিনিময় করিয়া।

---

* এই একাবলী ছন্দের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমাক্ষর স্থলে দীর্ঘ উচ্চারণে অর্থাৎ একটু টানিয়া পাঠ করিলে সুশ্রাব্য হইবে। ১। শুভক্ষণ, সু সময়।

৬

এ করম-ভূমি(১) নাহি চিনিলে
স্বরগের আশা কর কি ব'লে।

৭

যা করিবে ভাল মন্দ এ ভ'বে
পরলোকে(২) তারি ফল পাইবে

৮

করিলে পুণ্যের কার্য্য, সু কীর্ত্তি
কু কর্ম্ম করিলে রবে অখ্যাতি।

৯

কত মহাজন (৩) যশের গান
গায় লোকে সদা খুলে পরাণ।

১০

শুনিলে তাঁদের কীর্ত্তি শ্রবণে(৪)
ভক্তি-অশ্রু(৫) প্রবাহে(৬) দু নয়নে।

১। কর্ম্মস্থল। মানব মর জীবনে সদসৎ যে কার্য্য করিবে তাহারিফল পরলোকে প্রাপ্ত হইবে। পরলোকে কোনো পুণ্য কার্য্য করিবার ক্ষমতা কাহারো থাকিবে না।

২। মৃত্যু অন্তে। ৩। মহৎ জন, ধার্ম্মিক ব্যক্তি।

৪। কর্ণে। ৫। ভক্তিরূপ নেত্র জল।

৬। প্রবাহিত করে গলিত করে।

১১

যখনি শুনি না হারুঁ রশিদ (১)
মহাতপা (২) ঋষি শ্রেষ্ঠ ফরিদ (৩)

১২

জনেদ(৪) হাফেজ(৫) শিব্লি(৬) ফজিল(৭)
কি কীর্ত্তি না এ জগতে রাখিল।

১৩

ময়ীনুদ্দী (৮) মহিউদ্দী জীলানি(৯)
কিরূপে তাঁদের গুণ বাখানি(১০)।

১৪

এঁদের পবিত্র নাম শুনিলে
হৃদয়ে আনন্দ যেন উথলে।

১৫

এ লোকে সে লোকে কীর্ত্তি-নিশান
দিতেছে তাঁদের পুণ্য-প্রমাণ।

১৬

মহা পাপী নমরূদ(১১) ফেরূন(১২)
বুজেহেল(১৩) আবুলাহাব্(১৪) কারূন(১৫)

১। বগ্দাদ নগরের রাজা। ২। কঠোর তপস্যাকারী। ৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯। ইহারা সাত জন ঋষি ছিলেন। ১০। ব্যাখ্যা করিতে। ১১।১২।১৩।১৪।১৫। এই পাঁচজন কাফের ছিল। ইহাদের মধ্যে, নমরূদ ও ফেরূন বা ফেরাউন অহংবাদী ছিল।

১৭

এজিদ(১) শিমুর(২) ও মেরিয়ান(৩)
ছিলেক মহা পাপে পাপীয়ান।

১৮

যে কেন শুনে না নাম যখনি
ঘৃণায় ধিক্কার দেয় তখনি।

১৯

ত্যজ, পাপীদের নাম ক'র না
শুনিলে শ্রবণে মর্ম্ম-বেদনা(৪)।

২০

যাঁদের নামে নিশি সুপ্রভাত
যে নামে, মরমে(৫) হর্ষাকস্মাৎ।

২১

তাঁদের চরিত্র অনুকরণ
কর, যাতে হবে আশা পূরণ।

২২

কি কাজ করিয়া তাঁরা অগ্রণি(৬)
সু নাম, যাবৎ রবে অবনী।

১।২।৩। এই তিনজন কাফের ছিল। ৪। হৃদয়ের পীড়া বা ...্রণা। ৫। অন্তরে। ৬। অগ্রগামী, আদর্শ।

২৩

রোজা ও নমাজ তীর্থ ভ্রমণ
এই সব কাজে তাঁরা মগন।

২৪

যত তীর্থ আছে এ ভূমণ্ডলে
মক্কা ও মদিনা শীরসস্থলে (১)

২৫

যে না হেরে দুটী সে নরাধম
ধনার্জ্জন তার অযথা শ্রম (২)

২৬

হজ্বের সময় (৩) দেখ আগত
হাজীগণ নবোৎসাহে জাগ্রত।

২৭

চলিছে পশ্চিম দিগাভিমুখে
মোহাম্মদ্ রাসুল নামটী মুখে।

১। মস্তক স্থান। ভূমণ্ডলে যত তীর্থস্থান আছে তন্মধ্যে মক্কা শরিফে কাবা ঘর দর্শন ও মদিনা শরিফে হজরতের রউজা শরিফ অর্থাৎ সমাধি দর্শন ইহাই সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এজন্য ঐ দুইটীকে মস্তকস্থল বলা হইয়াছে।

২। বৃথা পরিশ্রম। ৩। রমজান শরিফ অন্তেই হাজিগণ হজ্ব করিতে গমন করেন। জেলহজ্ব মাসের ৯ই তারিখে হজ্ব-ব্রত সম্পন্ন হয়।

সৎসঙ্গে কুক্কুরও সাধু।

২৮

পিপীলিকা রাজি সম সু শ্রেণী
সাধ্য কি তাদের গতি বাখানি।

২৯

এক চক্ষু হীন, অন্ধ, বধির (১)
বালক বালিকা সহ স্থবীর (২)

৩০

কতশত নিঃসহায়া জরতী (৩)
শান্ত মূর্ত্তিধারী যুবা যুবতী।

৩১

সবারি ধমনী (৪) পূর্ণ উৎসাহে
"লইও মদিনা বিভুরে কহে।

৩২

নিরানন্দ নাহি কার হৃদয়ে
সদানন্দ (৫) সদানন্দে (৬) স্মরিয়ে।

৩৩

এ সুসঙ্গ ছে'ড় না হে ছে'ড় না
এবার ছাড়িলে আর পাবে না।

১। শ্রবণ শক্তিহীন। ২। বৃদ্ধ। ৩। বৃদ্ধা
৪। রক্তবাহী শিরা। ৫। সর্ব্বদা আহ্লাদিত।
৬। যিনি সর্ব্বদা আনন্দময়, অর্থাৎ নিরানন্দ শূন্য খোদাতায়ালা।

৩৪

কি জানি জীবনে নাহি কুলায়
পূর্ণ হবে আশা আর কি হায়।

৩৫

চোর সাধু হয় সুসঙ্গ গুণে
সাধু চোর হয় র'লে কুস্থানে।

৩৬

এ ব্রত হয় না অর্থ বিহনে
কি ধনী কি দীন সবাই জানে।

৩৭

এ পুণ্য কেবলি অর্থে হয় না
সুধু যে শরীরে হয় তাও না।

৩৮

যত পুণ্য কার্য্য (১) আছে মানবে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইটী রে জানিবে।

৩৯

অন্য পুণ্য একে সম্পন্ন হয়
এটি দুটী নৈলে কখনও নয়।

৪০

দুটীই বিমুখ দেখি তোমারে
সামর্থের (২) লেশ নাহি শরীরে

১। পুণ্যকার্য্য। ২। শক্তির বলের।

৪১

রোগ শোকে তোর তনু বিকল (১)
নাম মাত্র কায়া কিন্তু বিফল (২)

৪২

কোশেক হাটিতে নাহি শকতি
সুধু মাত্র পূর্ণ অঙ্গে মূরতি।

৪৩

ইন্দ্রিয়াদি সবি হ'ল শিথিল (৩)
অবসাদ-নীরে (৪) যেন ডুবিল।

৪৪

ধনুঃ (৫) দূরে চক্ষু আর চলে না
চির পরিচিতে সে ত চিনে না।

৪৫

চক্ষু অগোচরে যার স্বরেতে,
সদালাপী (৬) বলি তারে চিনিতে।

৪৬

এখন তাহার স্বর অচেনা
শ্রবণ (৭) কখন তারে জানে না।

১। শক্তিহীন, বিগড়াইয়া যাওন। ২। শক্তিহীনে কার্য্যে চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল। ৩। ঢিলা, অকর্ম্মণ্য। ৪। ক্লান্তিরূপ জলে। ৫। চারিহস্ত পরিমিত ব্যবধান। ৬। সর্ব্বদা আলাপকারী, উত্তমালাপকারী। ৭। কর্ণ।

৪৭

কর্ম্মেন্দ্রিয় (১) জ্ঞানেন্দ্রিয় (২) গুলি রে
স্ব স্ব জ্ঞান তারা গে'ছে ভুলি রে।

৪৮

থাকিতেও কার্য্যকালে সুদূরে
বাবুই, থাকিতে বাসা, ভিজে (৩) রে।

৪৯

দেহ ত কেবলি গেহ (৪) রোগেরি
কপর্দ্দক (৫) সামর্থের ভিখারী।

৫০

দেহের গুমর এবে বুঝিলে
কি কাজ হবে এ দেহ পোষিলে।

৫১

অর্থই ঘটা'ল আরো অনর্থ (৬)
সে কথা শুনিলে হবে কি স্বার্থ।

১। হস্ত, পদ, প্রস্রাবদ্বার, মলদ্বার, কথা, এই পাঁচটীকে বাহ্যেন্দ্রিয়ও বলে। ২। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটীকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। ৩। বাবুই পক্ষী তাল কি খেজুর পত্র দ্বারা অতি সুন্দর কুলায় প্রস্তুত করে, বৃষ্টির জল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু যে সময়ে বৃষ্টিপাত হয় সেই সময়ে পক্ষীগুলা বাসার ভিতরে না থাকিয়া নিম্নের দিকে লম্বমান একটী গোলাকার চোং তুল্য স্থানে অবস্থিতি করে। সেখানে বৃষ্টির জল হইতে রক্ষা পায়না। ৪। গৃহ। ৫। কাঁড়ি যৎসামান্য। ৬। গণ্ডগোল।

৫২

করিলে না কভু অর্থে যতন
বিনা যত্নে থাকে সে কি কখন।

৫৩

যে ধাতু হইতে অর্থ গঠিত (১)
তদ্বৎ হৃদয় (২) যদি হইত

৫৪

কঠিন, তবেই হ'ত পিরীত
দুয়েরি মমতা দুয়ে বুঝিত।

৫৫

কোমল কঠিনে কভু মিলন
হইবে না, করিবে না যতন।

৫৬

হৃদি তোর পর-দুখ-কাতর
আমোদ প্রমোদে অর্থ বিস্তর।

৫৭

করিলি রে ব্যয়, ছার ভাবিয়া
অনাদরে গেল রে সে চলিয়া।

১। স্বর্ণ, রোপ্য, তাম্র দ্বারা মুদ্রা গঠিত। ২। উক্তধাতু ত্রয়ের তুল্য কঠিন হৃদয়, অর্থাৎ কৃপণ।

তুমি তার উপযুক্ত নহ রে
সে চাহেনা যাহা তুমি চাহ রে (১)।

৫৯

কাজেই তাহার সনে সদ্ভাব
হ'ল না, র'ল না,—এবে অভাব (২)

৬০

এখন তত্তুল্য হ'তে বাসনা (৩)
কখন কখন মনে ধারণা।

৬১

সেটী ভাব, কিন্তু আকাশ-ফুল (৪)
স্বভাব-বিপক্ষে, ধারণা ভুল

৬২

যার যা স্বভাব তা ত যাবে না
অঙ্গারে ধুইলে শ্বেত (৫) হবে না।

৬৩

সে ভাবনা বৃদ্ধ বয়সে নয়
লোহিত্ব (৬) গুণ কি অয়সে (৭) ক্ষয়।

১। ব্যয়কুণ্ঠতা ও একস্থানে অচল ভাবে স্থিতি অর্থ ইহাই পছন্দ করে, লেখক তাহার বিপরীত চাহে।

২। অনাটন। ৩। মুদ্রাতুল্য কঠিন, অর্থাৎ কৃপণ। ৪। আকাশকুসুম, অলীকপদার্থ। ৫। শ্বেতবর্ণ। ৬। রক্তবর্ণত্ব, লাল রংযুক্ত। ৭। লৌহ হইতে।

৬৪

যা'ক সে কথায় নাহিক কাজ
যে দিকে যে'তেছ চল না আজ।

৬৫

ধন-বল দেহ-বল এ দুটী
আপনার দোষে ক'রেছ মাটী।

৬৬

তা' ব'লে কি আশা তোর সফল
হবে না, ভাবিয়া কেন বিকল (১)।

৬৭

কাহাফের (২) ইতিহাস জান না
কোরানে লিখিত আছে দেখ না।

৬৮

দাকিয়ানুস (৩) রাজা পাপ আগার
ঘরে ঘরে পাপ-মূর্ত্তি বিস্তার।

৬৯

পাপ অভিনয় নিশি কি দিনে
দীন মধ্যবর্ত্তী রাজ ভবনে।

১। বিহ্বল, অকর্ম্মণ্য। ২। কোরান শরিফের মধ্যস্থ সুরা, কাহাফের বৃত্তান্ত। ৩। একজন পাপাচারী রাজা বিশেষের নাম।

৭০

সর্ব্বত্র ভীষণ পাপ-মূরতি
পূজিতে কাহারো নাহি বিরতি (১)

৭১

পরাজিত রাজপুত্র দু চারি
সেবক স্বরূপে ছিল রাজারি।

৭২

একেশ্বর-বাদী (২) ছিলা ক জন
রহিতেন সত্য-ধর্ম্মে মগন।

৭৩

রাজ অত্যাচারে সদা বিব্রত (৩)
অধর্ম্ম আচারে তবু বিরত (৪)।

৭৪

পরামর্শ হ'ল এই তাদেরি
ধর্ম্মরক্ষা হেতু ভিন্ন নগরী।

৭৫

যাবে সবে অন্য রাজ্যে গোপনে
নৈলে রক্ষা নাই রাজ পীড়নে।

১। নিবৃত্তি, অনিচ্ছা। ২। ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নহে ইহাই যাঁহারা ব্যক্ত করেন, অর্থাৎ এসলাম। ৩। ব্যতিব্যস্ত, ব্যাকুল। ৪। বিমুখ, অনাশক্ত।

৭৬

নিশিতে নগর ত্যজি চলিলা
নিশি গতে স্থানান্তরে উঠিলা।

৭৭

ছাগ-পালকেরা দেখি পথিকে
বলে "কোথা হতে এলে আজিকে

৭৮

যাবে কোথা, প্রকাশিয়া বল না
পথিক আদ্যন্ত কৈল বর্ণনা।

৭৯

শুনি তাহাদের সঙ্গে চলিল
কিছু দূরে যে'য়ে পিছু দেখিল।

৮০

আসিতে দেখিয়া সাথে কুক্কুরে
লইবে না সঙ্গে বলি স্বদূরে।

৮১

তাড়াইলা বহুবার যদ্যপি
ছাড়ে না কুক্কুর সঙ্গ (১) তথাপি।

৮২

ক্রমে পদগুলি খঞ্জ করিলা
তবু সারমেয় (২) নাহি ছাড়িলা।

১। সাথী, সংসর্গ। ২। কুক্কুর।

৮৩

গড়া'তে গড়া'তে চলে পিছনে
বিশ্রাম নাহিক নিশি কি দিনে।

৮৪

নিশান্তে (১) পর্ব্বত-প্রান্ত (২) পাইল
সু প্রশস্ত গিরিগুহা (৩) দেখিল।

৮৫

বিশ্রামার্থে প্রবেশিল গহ্বরে (৪)
ক্লান্তি হেতু চ'খে সম্বেশ (৫) ধরে।

৮৬

মহানিদ্রা (৬) চ'খে আসি বসিল
ত্রিশত-বর্ষান্তে (৭) নিদ্রা ছুটিল।

৮৭

নিদ্রা ভঙ্গে বুভূক্ষায় (৮) পীড়িত
খাদ্যার্থে নগরে কেহ ধাবিত।

৮৮

স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে যাহা আছিল
তারি বিনিময়ে খাদ্য চাহিল।

১। রাত্রি প্রভাতে। ২। পর্ব্বত কিনারা। ৩। পর্ব্বত গহ্বর। ৪। গর্ত্তে। ৫। নিদ্রা। ৬। যে নিদ্রা শীঘ্র ভঙ্গ হয় না, মৃত্যু। ৭। তিনশত বৎসর পরে। ৮। ক্ষুধায়।

৮৯

দাকিয়ানুস (১) নাম লিখা দেখিয়া
কথান্তর গুপ্তধন বলিয়া।

৯০

জনতা হইল গোল শুনিয়া
রাজার সমিপে চলে লইয়া।

৯১

আদ্যোপান্ত (২) শুনি সে বিবরণ
দরশিয়া কুতূহল (৩) বারণ (৪)।

৯২

করিতে, চলেন গিরি-গুহাতে (৫)
আগন্তুক (৬) অগ্রে পথ দেখা'তে।

৯৩

গুহা অভিমুখে ক্রমে চলিলা।
সমুখে গহ্বর দেখি, কহিলা।

৯৪

এ গহ্বরে আছে সঙ্গী আমার
আগে যে'য়ে বলি সুসমাচার।

১। রাজা বিশেষ, যাহার অত্যাচারে পলায়ন করিয়া আগন্তুক কএকজন ঐস্থানে আসিয়াছে। ২। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত। ৩। আশ্চর্য্য জনক ভাব। ৪। নিবারণ, দূর। ৫। পর্ব্বতগহ্বরে। ৬। নবাগত।

৯৫

নহিলে তাহাবা ভয়ে পলাবে
পর্ব্বতের মাঝে খুজে না পারে।

৯৬

রাজারে সম্মত করি, গহ্বরে
প্রবেশ করিল হর্ষ অন্তরে।

৯৭

সুড়ঙ্গ দ্বার (১)টী বন্ধ হইল
অন্বেষিযা আর দ্বার না পে'ল।

৯৮

নিরুপায়ে রাজা ফিরিল গৃহে
দৈবেব-ঘটনা (২) সবাই কহে।

৯৯

যত দিন রবে ভূ (৩) বিদ্যমান
তাবৎ বহিবে তাঁবা শয়ান (৪)।

১০০

মহা পুণ্যবান শাস্ত্রে উকতি
ধর্ম্মার্থে (৫) জীবন দান সুকীর্ত্তি।

১। গহ্বরের দুয়ার। ২। ঈশ্বর কর্তৃক কোনো আশ্চর্য্য কার্য্য। ৩। পৃথিবী। ৪। শয়িত, শয়ন অবস্থায়, নিদ্রিত। ৫। ধর্ম্মোপার্জ্জন জন্য।

১০১

কুক্কুর পবিত্র, সু সঙ্গ গুণে
প্রমাণ ইহার দেখ কোরাণে।

১০২

নানারূপ অত্যাচার সহিয়া
আঘাতে, বিকল-পদ (১) হইয়া।

১০৩

একাগ্রতা (২) হেতু লাভে উন্নতি
ব্যক্ত (৩) কৈলা নবি(৪) খোদা উকতি।

১০৪

একাগ্রতা মহা-শক্তি, শুনিলে
শক্তি হীনে কেন ভয় পাইলে।

১০৫

একাগ্রতা তোর হৃদে থাকিলে
আশা-বৃক্ষ শোভিবে শুভ ফলে।

১০৬

এক মনে বিভু স্থানে চাহ রে
একতানে নবি-গুণ গাহ রে

১। ভগ্নপদ, অকর্ম্মণ্যপদ। ২। দৃঢ়পণ, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত। ৩। প্রকাশ। ৪। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)

১০৭

যাঁর তরে তুই এত উন্মনা (১)
সে কি ভাবে না রে তোর ভাবনা।

১০৮

এ গানের প্রতিধ্বনী (২) যে দিনে
লবে পূর্ব্ব-বায়ু (৩) হেরেমোছ্যানে (৪)।

১০৯

সে দিন উপায় হবে রে দাদ!
ঘুচিবেক অপবাদাবসাদ (৫)

১। বিকৃত চিত্ত, অস্থির মনা। ২। শব্দের প্রতিরূপ শব্দ, শব্দে অতিঘাত শব্দ। ৩। পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমনকারী বায়ু। ৪। মদিনাশরিফের হেরেম রূপ বাগানে, যে স্থানে হজরতের রউজাশরিফ অর্থাৎ সমাধি অবস্থিত। ৫। দুর্ণাম ও উৎসাহ হীনতা।

স্বপ্নে বউ কথা কও।

১

"বউ কথা কও" বলি যাহারে সাধিছ পাখি !
সঁপেছ পরাণ তারে রূপের মাধুরী (১) দেখি
সে ধনী কি মৌনবতী ?
ত্রপান্বিতা (২) লজ্জাবতী (৩)
লতা সম, তাই তব কথার উত্তর
করেনা, সেহেতু ওই রব নিরন্তর।

২

প্রদোষে উষায় ডাক, আজি এ নিশীথকালে
একতানে ওই রব বসি তরুবর ডালে
বীণা, হারমোনিয়ম (৪)
সুমধুর তান সম
সুধাবৃষ্টি করিতেছ মজা'তে ভাবুকে
বিয়োগী হৃদয় কিন্তু বিঁধিছ শায়কে (৫)

১। মধুরতা, মনোহারিতা। ২। লজ্জাযুক্তা। ৩। লতা-বিশেষ, যে লতার উপরে অন্যের ছায়া পতিত হইলে পত্রগুলি সঙ্কুচিত ভাব ধারণ করে। ছায়া সরিয়া গেলে আবার পূর্ব্বরূপে পত্রগুলি বিস্তার করে। ৪। বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। ৫। শরে, বাণে।

৩

বুঝেছি প্রমদা তব-মান ভরে বিষাদিনী
কি ভাষে মরমে (১) ব্যথা দিয়াছিলে বল শুনি
ফোঁটায় ভুলেছ পাখি !
ঘড়ায় ভুলাবে না কি ?
তিলে তাল পরিমাণ হইয়াছে তাই
ভাঙিতে সে মান কত কাঠখড়ী চাই।

৪

নিজের মর্য্যাদা, জ্ঞান গরিমা সকলগুলি
আত্মহারা হ'য়ে একেবারে সব যাও ভুলি
দোষের যা প্রায়শ্চিত্ত
কর আগে সেই কৃত্য (২)
তবে ত ভাঙিবে মান, কথার উত্তর
পাবে, শুনাইবে তোরে সুমধুর স্বর।

৫

সর্ব্বাঙ্গ কোমল করি গড়িলা প্রমদা জনে
বুঝিতে প্রেমিক মন, পাষাণে গড়িলা মনে
সৃজিলা অপূর্ব্ব খেলা
কে বুঝিবে তাঁর লীলা
দুখ-ভার শিরে তার, তাঁরেও যে চায়
জীবনে মিলন লাভ কার ভাগ্যে হয় ?

১। হৃদয়ে, অন্তরে। ২। কর্ত্তব্যকার্য্য।

প্রমদাগণের মন সে হেতু কঠিন অতি
নিশ্চয় জানে সে মনে,—সে বিহনে নাই গতি
সম্পদ বিপদে সাথী
নয়নে তারি সে জ্যোতি
সে তারা হইলে হারা জগৎ আঁধার
সেই অহঙ্কারে মন ভরা প্রমদার।

৭

এই প্রেম প্রেম করি জগৎ পাগল হায়।
লাভ কিবা ক্ষতি আছে বুঝাও বিষম দায়
বিষাদ-অনলে (১) ভরা
কিবা হর্ম-নীরে (২) পোরা
ইহাও নিশ্চয় করা অতি সুকঠিন
এই প্রেমে রাজচক্রবর্ত্তী (৩) দীন হীন।

৮

রাজপুত্র কয়েস (৪) মজনু (৫) নাম এই প্রেমে
রাজ্যধন পরিজন ত্যাগ এ প্রেমের ক্রমে (৬)
ভূধরে (৭) কন্দরে (৮) গতি
লায়লার (৯) সুমূরতি

১। দুঃখরূপ অগ্নিতে। ২। আনন্দরূপ জলে। ৩। রাজার রাজা, সম্রাট। ৪। রাজপুত্র বিশেষ। ৫। উন্মাদ-গ্রস্থ। ৬। মাত্রায়, আবেগে। ৭। পর্ব্বতে। ৮। পর্ব্বত গহ্বরে। ৯। লায়লা নাম ধারিণী সদাগরকন্যা।

অঙ্কিত হৃদয়-পটে মুখেও সে নাম
ছিল ভালবাসা মনে,—কেবলি নিষ্কাম (১)

৯

ইন্দ্রিয়-বিকার কভু না ছিল পবিত্র হৃদে
সুধু দরশন আশা,—অদরশে শোক-হ্রদে (২)
রহিতেন নিমজ্জিত (৩)
দুই দেহে এক চিত (৪)
একের মৃত্যুর স্বপ্নে অন্যের নিধন (৫)
পরস্পর এইরূপে প্রাণ প্রত্যর্পণ (৬)

১০

ভাঙিতে শিরীঁর(৭)পণ জীবন করিয়া পণ
ফর্হাদ (৮) ভূধর কাটি বহাইলা প্রস্রবণ
রাখিলা জগতে কীর্ত্তি
প্রেমিক সমাজে খ্যাতি
অদৃষ্টে মিলন সুখ লিখেনি তাহার
শিরীঁর দরশ লাভ হইল না আর।

১। ইন্দ্রিয়সুখ লালসা রহিত।

২। শোকরূপ জলাশয় নীরে। ৩। ডুবিয়া থাকা।
৪। কায়া পৃথক, অন্তর এক। ৫। মৃত্যু। ৬। প্রতিদান।
৭। শিরী নাম্নী সদাগর কন্যা। ৮। জনৈক প্রেমিক, যিনি শিরীঁর প্রতি অনুরক্ত।

সদাগর কন্যা শিরী অতিশয় রূপবতী ছিলেন। ফর্হাদ নামক জনৈক সূত্রধর শিরীঁর প্রতি আসক্ত হইলেক। রাজপুত্র খসরু ও উক্ত কন্যার প্রতি আসক্ত ছিলেন। রাজপুত্র অমূল্য মণি মাণিক্য দিবার প্রলোভনেও সদাগর কন্যার প্রেম লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নিকটস্থ পর্ব্বত হইতে একটী প্রস্রবণ নির্গত হইয়া বহুদূরস্থিত একটী নদীতে মিলিত হইয়াছিল। শিরীঁ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যিনি ঐ পর্ব্বত কাটিয়া প্রস্রবণের গতি ফিরাইয়া তাহার প্রাসাদের নিম্ন দেশ দিয়া জলস্রোত বহাইতে পারিবেন, তিনিই শিরীঁর পাণিগ্রহণে সমর্থ হইবেন।

এই প্রতিজ্ঞা নগর মধ্যে ঘোষিত হইলে রাজপুত্র খসরু দেখিলেন ইহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত এবং বহু সময় সাপেক্ষ, তিনি ভূধর কাটিয়া প্রস্রবণ বহাইবার চেষ্টা পাইলেন না কিন্তু ছলে কৌশলে সদাগর কন্যাকে বশীভূত করিবার চেষ্টায় বিরত হইলেন না।

প্রেমিকবর ফর্হাদ পর্ব্বত কাটিয়া প্রস্রবণ প্রবাহিত করিবার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সেই দিন হইতে দ্বাদশ বৎসরকাল কখনও নিরাহারে কখনও নীরাহারে কখনও বায়ুাহারে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণে ভূধর কাটিয়া জলের গতি ফিরাইলেন। সদাগর কন্যার প্রাসাদের তলদেশ দিয়া স্রোত বহিয়া চলিল। এই সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে নগরময় প্রচারিত হইয়া রাজপুত্রের কর্ণগোচর হইলে খসরু জনৈক পরিচারিকা দ্বারা নানাবিধ মিষ্টান্ন ও রোটিকাদিপূর্ণ থালা ফর্হাদের নিকটে প্রেরণ করিয়া ঐ পরিচারিকা দ্বারা শিরীর মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন এবং তাহার

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদি ফর্হাদকে শিরীঁর আত্মার কল্যাণার্থে ভোজন করিতে অনুরোধ করাইলেন। দাসী এমন ভাবে অশ্রুপ্রবাহে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া শিরীঁর মৃত্যু সংবাদ ফর্হাদকে শুনাইল যে, সে তাহা অমূলক বা খসরুর ছল চাতুরী কিছুই বুঝিতে পারিল না। প্রমদার নাম স্মরণ করিয়া হস্তস্থিত কুঠার দ্বারা সজোরে মস্তকে আঘাত করিল। বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় প্রস্রবণে পতিত হইল। প্রাণবায়ু দেহ পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রিয়তমার অনুসন্ধানে বহির্গত হইল।

শিরীঁ প্রাসাদোপরি সখিগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া জলের গতি অবলোকনে আনন্দনীরে ভাসমান ছিলেন। সহসা জলের বর্ণ বৈপরীত্য ও একটী মৃত দেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া সখিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ মৃত দেহ কাহার; সখীদিগের মধ্যে অনেকেই ফর্হাদকে চিনিত, সকলেই এক বাক্যে ফর্হাদের মৃত দেহ বলিয়া সাক্ষ্য দিলে, শিরীঁ কহিলেন আমিও প্রাণনাথের সহগামিনী হইলাম। তোমরা যাহা ভাল জান তাহা করিও। শিরীঁ পলেক মাত্রও বিলম্ব করিলেন না। ত্রিতল প্রাসাদ হইতে লম্ফ দিয়া প্রণালী কূলে পতিত হইলেন। দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া শিরীঁ পঞ্চত্ব পাইলেন। মহা শোক ও কান্নার রোল পড়িয়া গেল। রাজকুমার এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রেমিক প্রমদার মৃত্যু দেহ সমিপে সমাগত হইয়া নানাবিধ বিলাপ ও নিজের দুষ্কৃত কার্য্যের জন্য বহুবিধ অনুতাপ ও শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। রাজাদেশে মহা সমারোহে উভয়ের নিহিত কার্য্য সম্পন্ন হইল। রাজকুমার দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

১১

পামর(১) খসরুর(২) চক্রে হইয়া সে আত্মহারা
করস্থ পরশু(৩) শিরে হানিয়া সে গেল মারা
অদৃষ্ট-লিখন যাহা
কে খণ্ডিতে পারে তাহা
হায় রে! মিলন স্থলে হইল নিধন
ধন্য প্রেম তুমি, ধন্য শক্তি বিমোহন(৪)।

১২

যে জন প্রেমের পথে পথিক হ'য়েছে পাখি!
তার ভাগ্যে ওই রূপ মিলন দেখিয়া থাকি
সুখ নাহি তার ভালে(৫)
তুষাগ্নি হৃদয়ে জ্বলে
কাহারো সৌভাগ্য হেতু হইলে মিলন
মন খুলে তবু নাহি করে সম্ভাষণ(৬)।

১৩

তুমি হে সুভগ(৭) পাখি! তাই তোরে পরিহরি(৮)
যায় নি ক সে সুন্দরী, যে ক'রেছে মনঃ চুরী

১। পাপিষ্ঠ। ২। জনৈক রাজপুত্রের। ৩। কুঠার।
৪। মোহকারক, ভ্রমোৎপাদক।
৫। অদৃষ্টে। ৬। আলাপন। ৭। সৌভাগ্যশালী।
৮। পরিত্যাগ করিয়া।

সে সতী সরলা অতি
সুধু মানে মৌনবতী
সে মান ভাঙ্গিতে "বউ কথা কও" রব
সুধু ও কথায় মান হবে না লাঘব।

১৪

আদি রস শাস্ত্রে, "রস মঞ্জরী" রসের হার
দাওনি কখনো গলে, বুঝনি সুব্যাখ্যা তার
মান তিন রূপ হয়
লঘু, মধ্য গুরু কয়
কোন্ মান কিসে ভাঙে শুন ব্যাখ্যা তার
বুঝি মান, সেইরূপ কর ব্যবহার।

১৫

লঘু মান হ'লে যায় "কথা কও" এ কথায়
মধ্য মান পরিহারে (১) বহু সাধ্য সাধনায়
কখনো মাথার কিরে
কখনো গ্রীবা টি ধ'রে
অধরে চুম্বন কভু গুণ্ঠিকা(২) মোচন
মধ্য মান ভাঙিতে এ গুলি প্রয়োজন।

১৬

গুরু মান সুধু সাধ্য সাধনায় যায় কি·রে ?
কাঁদিয়া কমল-পদ ভিজাও নয়ন-নীরে(৩)

১। ত্যাগ করে। ২। অবগুণ্ঠন, ঘোমটা। ৩। নয়নের জলে।

পদে ধরি চাহ ক্ষমা
তখনি দেখিবে বামা
ঘোমটা স্বরূপ অমা(১) মুখ-শশী হ'তে
করিবেন বিদূরিত তোমায় তুষিতে।

১৭

বাক্য-সুধা বরষিয়া মন-ক্ষুধা মিটাইবে
বিষাদ-বারিদ(২) হৃদাকাশ হ'তে দূরে যাবে
ছিল আশা যা তোমার
তার চে'য়ে পুরস্কার
পাবে বস পূর্ণ, দ্রব(৩)হ'লে ওই মন
বিল্ব কি বাদাম(৪) তুল্য,—দৃঢ় আবরণ।

১৮

আমার সে প্রেম-লতা(৫) ক্রূরতা-কণ্টক(৬) শূন্য
সু সরলা সুললিতা(৭) জানে না সে আমা ভিন্ন
যখন মরতে ছিল
মান-রাহু(৮) না গ্রাসিল
সে বদন-শশী, মোর হৃদয় চকোরে
করিতে সন্তপ্ত কভু, কহিব কি তোরে।

১। অমাবস্যা। ২। দুঃখরূপ মেঘ। ৩। কোমল, গলিত। ৪। ভিতরে কোমল শস্য পূরিত, বহির্ভাগে কঠিন-ত্বগাবৃত ফল বিশেষ। ৫। স্নেহ লতিকা, প্রমদা। ৬। খলতারূপ কণ্টক। ৭। কোমল হৃদয় এবং কমনীয় অঙ্গ বিশিষ্টা। ৮। মানরূপ রাহু।

১৯

নৈসর্গিক(১) নিয়মের অধীনী হইয়া প্রিয়া
যদিও আবাস এবে ল'য়েছে ত্রিদিবে(২) গিয়া
তবু ও তুষিতে মোরে
সময়ে সুষুপ্তি(৩) ঘোরে
দেখা দেন, প্রেম ডোরে বাঁধা চির তরে
কখনো বিরূপ তিনি নন মোর পরে।

২০

ওই দেখ আসিছেন হৃদয়-রঞ্জিনী ধনী
দুখের মরুভূ (৪) আজি যেন সুখ-প্রবাহিনী
নাশিতে হৃদয়-মসী (৫)
চাঁদমুখে মৃদু হাসি,
মান ভাঙাইতে তব মধুর কাকলী (৬)
শুনেন শ্রবণে যদি, নব ভাব বলি।

২১

মানে যে গরব বাড়ে নাগর চরণে ধরে
এই ভাবটুকু যদি সে হৃদে প্রবেশ করে
তা হ'লেই সর্ব্বনাশ!
মোর সার হা হতাশ

১। স্বাভাবিক। ২। স্বর্গে। ৩। নিদ্রা। ৪। মরুভূমি। ৫। হৃদয়ের অন্ধকার, কালী। ৬। পাখীর সুমিষ্ট অব্যক্ত শব্দ।

তোর সম মিষ্টভাষ পাইব কোথায়
তুষিব কি ক'রে ভাঙা স্বরে প্রমদায়।

২২

তাই পাখি! করে ধরি অনুরোধ করি তোরে
ত্যজি এ কুটীর দ্বার যাও তুয়ে স্থানান্তরে
সাধ গে মনের মত
শিক্ষা তোরে দিনু যত
আর যাহা মনে লয় প্রিয়া তুষ্টি তরে
কর গে বিজনে বসি, ক্ষমা কর মোরে।

২৩

হেনকালে প্রেয়সী আসিয়া উপনীত হ'ল
অধরে বিকাশ হাসি, দশদিশি উজলিল
যেমন শারদশশী (১)
নাশিতে জগৎ-মসী (২)
ছড়ায় কৌমুদী(৩) রাশি বিমানে আসিয়া,
অনুপম রূপে হৃদি-তমঃ বিনাশিয়া

২৪

কহিল, "হে রসময়! পাখী সহ সম্ভাষণ
শুনিয়াছে দাসী সব, ভয় কর কিকারণ
মান-গর্ব্বে গরবিনী
নহে নাথ! এ অধীনী

১। শরৎকালের চন্দ্র। ২। জগতের অন্ধকার। ৩। জ্যোৎস্না।

মানে ছাই না দিলে কি মান বৃদ্ধি পায় (১)
ফাঁকা মান চাহিনা কহিনু রসময়!

২৫

মান ত কখনো নাথ! প্রমদা-ভূষণ নয়
ছেলে বেলা ছেলে খেলা কেনা করে রসময়?
সে খেলা কি ভাল লাগে
যবে মন অনুরাগে
পরিপূর্ণ, প্রবীণে (২) কে চায় বাল্যভাব?
বাল্যে (৩) পুতুলের খেলা কালে তিরোভাব (৪)

২৬

সে মর জীবনে (৫) যাহা পাও নাই কোনো দিনে
অমর জীবনে (৬) সেই ভয় উপজিলা মনে
কি সরল হৃদি তব!
গ'ড়েছেন বিশ্বধব (৭)

১। মানকচুর মূলদেশ ভস্মাচ্ছাদিত না করিলে মানকচু শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় না, সেজন্য গৃহস্থগণ মানকচুর মূলে ছাই দিয়া থাকে। দ্বিতীয়ার্থ যে নায়িকা ক্রোধ পরবশে মানে মৌনবতী হওয়া ভাল বিবেচনা করে না, সরলতাই ভালবাসে, তাহার নায়কের নিকটেও ভালবাসা প্রাপ্ত হয়। ২। পূর্ণ যৌবনাবস্থায়। ৩। মৃত্তিকাজাত পুতুল লইয়া বালিকাগণ বাল্য ক্রীড়া করিয়া থাকে। ৪। অন্তর্হিত। ৫। পার্থিব জীবনে, জীবিতাবস্থায়। ৬। মৃত্যুর পর প্রেতাত্মায়। ৭। জগতের পতি, ঈশ্বর।

কত ভালবাসা হৃদে ধর গুণমণি
ভাল-বাসা লইয়া গঠিত হৃদিখানি।

২৭

'বউ কথা কও' ডাকুক থাকুক সে বিহঙ্গমে
সেবিকা সম্ভাষে (১) যদি ডাক মোরে প্রিয়তমে!
তাতেই হৃদয়ে সুখী
তব ভাষ, "শশীমুখী"
"প্রেয়সী" ও "বরাননা",—উচ্চ সম্ভাষ।
যাই বল সুধা বরিষণ এ শ্রবণে

২৮

কেন নাথ! খেদাইছ বিহগ বিহগী দুয়ে
তব ভালবাসা ভাব শিখুক গুরু বলিয়ে
মান ভঙ্গ শিখাইলে
গুরু ত নিশ্চয় হ'লে
ভালবাসা মন্ত্রে দীক্ষা (২) দেহ পুনর্ব্বার
আজীবন গে'যে গুণ করিবে প্রচার।

২৯

যাই নাথ! নিশি শেষ পাখীর কাকলী (৩) শুন
যত ত্বরা পারি, দেখা করিব আসিয়া পুনঃ
হাসিয়া বিদায় দাও
পূরব গগনে চাও

১। উচ্চারণে। ২। গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণ। ৩। মধুর অস্ফুট রব।

ভানু (১) সমাগম বার্ত্তা ল'য়ে ঊষা সতী
আসিছেন নিভাইতে তারকার বাতী।

৩০

এত বলি প্রিয়া চলি গে'লেন বিমান দেশে
সম্বেশ (২) ঘুচিল, হৃদি পূর্ণ হ'ল হা হতাশে
কারেও পাইনা কাছে
পাখীও উড়িয়া গেছে
জাগিয়া নিরখি, সেই কুটীরে শয়িত
সরোবর কূলে নৈয়গ্রোধ-মূলে (৩) স্থিত।

৩১

প্রার্থনা করিনু উঠি করুণাময়ের স্থানে
প্রেয়সীরে রে'খ যত্নে সদা বাগে-বেজোয়ানে (৪)
এ দীনে তথায় ল'য়ে
তব রূপ দেখাইয়ে
দুয়েরি জীবন কর সফল, করিম (৫)!
দয়ার সাগর নাথ! রহ্‌মান (৬) রহিম (৭)

১। সূর্য্য। ২। সুষুপ্তি, নিদ্রা। ৩। বটবৃক্ষেরতলে। লেখকের আবাসের পূর্ব্বদিক্ সংলগ্ন পুষ্করিণীর পূর্ব্বতটস্থিত বটবৃক্ষমূলে একখানা ক্ষুদ্র কুটীর, যাহাতে কোনও কোনও সময়ে একা অবস্থিত হইয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাসগুলি প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪। স্বর্গে। ৫। দয়ালু, ঈশ্বর। ৬। দাতা, স্বর্গদানকারী। ৭। অনুগ্রহকারী।

চোক গেল পাখী।

১

"চোক গেল চোক গেল"
কেন বলিতেছ, বল
কি হ'য়েছে চ'কে তব হে বিহগবর
মন খুলে বল মোরে
বুঝায়ে বিশেষ ক'রে
তোর উপকার তরে দিব হে অন্তর।

২

সকাল বিকাল নাই
যবে উর্দ্ধ দিকে চাই
মহীরুহ (১) শিরোপরি বসি রব কর
কখনো ছোঁওনা ধরা
ধরা বুঝি পাপ-ভরা
ভাঙাইতে মোহ-ঘুম (২) ডাক, নিরন্তর।

৩

কে শুনে তোমার কথা
কার হৃদে লাগে ব্যথা
পাপ-স্রোতে ভে'সে নর যায় কর্ম্ম-ফলে

১। বৃক্ষ। ২। ভ্রমরূপ অজ্ঞানতা।

রিপু-প্রলোভনে ভুলি
পুণ্যে দিয়া জলাঞ্জলি
বৈতরণী (১) মাঝে চলিতেছে কুতূহলে।

৪

পর-হিংসা পর-দ্বেষ
পর-কুৎসা গে'তে শেষ (২)
পর-দারা (৩) ভোগ আরো পরস্ব (৪) হরণ
পিতা মাতা নিহননে (৫)
আশঙ্কা নাহিক মনে
সুরার মোহিনী মন্ত্রে হ'য়ে বিমোহন।

৫

এ সব বিভৎস (৬) ক্রিয়া
দেখি সদা কাঁপে হিয়া
যে জন হৃদয়বান সে হয় অস্থির
সহেনা নয়নে তার
সদা করে হাহাকার
শুনে না চীৎকার তার,—সবাই বধির।

১। নরক সমুদ্র। ২। সহস্রমুখী সর্প। ৩। অন্যের-পত্নী। ৪। পরের সম্পত্তি, পরধন। ৫। বধকরণে। ৬। কুৎসিৎক্রিয়া, যাহা দর্শনে ঘৃণা জন্মে।

৬

বুঝিয়াছ পাখি তাই
তোমার সহেনি ভাই
দু নয়নে, সেই হেতু চোকগেল ভাষ
কি করিবে কেঁদে, বল
হবে না কোনোই ফল
যাবে রসাতলে (১) যার মনে নাহি ত্রাস।

৭

অথবা জগৎ দুখী
ভবে কেহ নহে সুখী
তাই দু নয়নে দেখি বল চোক গেল
মাতৃ-অঙ্ক (২) হ'তে তুলি
ননীর পুতুল (৩) গুলি
অকালে হরিছে কাল (৪) হৃদে হানি শেল।

৮

সে মাতা কি এ জীবনে
কভু সুখ পাবে মনে
নিশির শিশির সম দুখাশ্রু নয়নে
উঠিতে বসিতে কিবা
শিশুর রূপের আভা
উষা সন্ধ্যা নিশি দিবা নয়নের কোণে।

১। অন্ধকারময় সর্ব্ব নিম্নস্থান। ২। মাতৃক্রোড়।
৩। নবনীরন্যায় কোমলতনু, অর্থাৎ শিশু। ৪। যম।

৯

রূপবতী গুণবতী
যে পত্নী পতির অতি
প্রাণ মম সদা সাথী, তুষিতে সে মন
সম্পদে সেবিকা ধনী
বিপদে বিপত্তারিণী (১)
প্রাণ দিতে নহে ভীতা,—রক্ষিতে জীবন (২)

১০

মৃত পতি সত্যবানে
সাবিত্রী, সতীত্বগুণে
নিয়তি(৩)র গতি দেখ করি বিপর্য্যয় (৪)
স্তবে তুষ্ট করি যমে (৫)
বাঁচাইলা প্রিয়তমে
কৌশলে লভিল বর সতীত্ব প্রভায়।

১১

সেইরূপ সতী কত
পতি করি শেলাহত (৬)
হরিয়া ল'য়েছে কাল নিঠুর হৃদয়

১। বিপদে ত্রাণকারিণী। ২। পতির জীবন রক্ষার্থে। ৩। অদৃষ্ট, ভাগ্য। ৪। বিপরীত, উলট্‌পালট। ৫। যম-রাজকে। ৬। শেলরূপ অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ।

বল না জীবন তার
নহে কি রে দুখাগার
সে জীবনে আর কি হে হবে সুখোদয়।

১২

অহো! কি কঠিন হিয়া
আজীবন ভাসাইয়া
কত কুল-কামিনীরে দুখের সাগরে
অকালে হরিয়া পতি
করি শত দুরগতি
চির অনাথিনী করিয়াছে সে বামারে।

১৩

যে পতি বিহনে বল
নারীর জীবনে ফল
কণামাত্র নাহি, সুধু পতি মতি গতি
সেই পতি হ'য়ে হারা
তুল্য তার বাঁচা মরা
সে সতীর হৃদে সুখ করে কি বসতি।

১৪

বাঁশরী-মধুর স্বর
সকলেরি তৃপ্তিকর
সে রব সবাই শুনে কে বুঝে সে ভাব

তার সে মধুর তান (১)
নহে,— গায় দুখ-গান
সে ভাব বিয়োগী-মনে হয় আবির্ভাব।

১৫

কাঁদিয়া প্রকাশে বীণা
সপ্ত স্বরে তা না না না
দয়া কি উপজে মনে, শুনি সে কাঁদনা (২)
নব ছিদ্র করি দেহে
যদিও তনু টী দহে
তবু ও সে থাকে স'য়ে মরম-যাতনা (৩)

১৬

আশা তার এই মনে
আবার স্বগন সনে
মিলন হইবে, তারে ছে'ড়ে দিবে যবে
তা ত আর না হইল
কেউ দয়া না করিল
আপন মাথা টী খে'ল আপনার রবে (৪)

১। বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের স্বর।

২। ক্রন্দন। ৩। অন্তরের বেদনা। ৪। মিষ্ট স্বরে অর্থাৎ বংশীর মধুর স্বরে সকলেই মোহিত, কেহই বংশীকে পরিত্যাগ করিবার অভিলাষী নহে।

১৭

যে জন শরণাগত
তাহার যাতনা যত
কে আছে জগতে বুঝে, অপরে বুঝায়
তুমি পাখী বুঝিয়াছ
দুখ-ভাব প্রকাশিছ
সবে বুঝাইছ "চোক গেল" স্ব ভাষায়।

১৮

না পাখী! পরের দুখে
ও ভাষ আসেনি মুখে
নিজের মরম-দুখ (১) করিছ প্রকাশ।
তুমি যারে ভালবাস,
যার সু হাসিতে হাস,
ধ'রেছ গলায় যে জনের প্রেম-ফাঁস।

১৯

হৃদয় কঠিন তার
হানিয়া নয়ন-ঠার
প্রমদা-স্বভাব-সিদ্ধ (২) নিঠুর আচারে

১। অন্তর্বেদনা। ২। প্রেমিকাগণ স্বভাব হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, অন্যের উপদেশ পাইয়া যাহা শিখিতে হয় না।

বুঝিতে তোমার মন
"পারেনা ক দরশন"
এই রুক্ষ (১) ভাষ বলি, খেদাইলা তোরে!

২০

না দেখিয়া সে বদন
আঁধার এ ত্রিভুবন
থাকিতে নয়ন, অন্ধ হ'য়েছ বিহগ (২)
নয়নে নাহি ক ভাতি
চোক গেল এ ভারতি (৩)
যদিও গিয়াছে চোক, তবুও সুভগ (৪)

২১

আমি যেই জনে প্রাণ
করিয়াছি সম্প্রদান
তাহার নয়ন-বাণে (৫) জনমের মত
হৃদয় ইন্দ্রিয় মন
নাসা কর্ণ ভ্রূ নয়ন
হ'য়েছে সকলগুলি একেবারে ক্ষত।

১। কর্কশ। ২। পক্ষী। ৩। কথা, রব। ৪। সৌভাগ্যশালী।
৫। চাহনীরূপ শরে, নয়ন ভঙ্গীতে।

সুধাংশু।

১

ওই যে উদিয়া মরকত-নিভ(১)মণি রে
শোভিল গগন, ওটী বুঝি দিনমণি (২) রে
সায়ংকালে কোথা রবি ?
ও নহে রবির ছবি
দিনমণি অস্তাচল-গৃহে(৩) প্রবেশিল রে
ওই যে সুধাংশু (৪) আসি গগনে উদিল রে।

২

ও যদি শীতলকর (৫) হবে তবে কেন রে
পোড়াইছে অভাগারে যেমন তপন (৬) রে
রবি কিবা শশী নয়
দাবাগ্নির শিখা হয়
দহিয়া গহন বন, নভঃ (৭) পরশিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১। লালবর্ণ মণি সদৃশ। ২। সূর্য্য। ৩। অস্ত পর্ব্বত রূপ গৃহে। ৪। চন্দ্র। ৫। স্নিগ্ধ কিরণ ধারী চন্দ্র। ৬। সূর্য্য। ৭। বিমানদেশ, আকাশ।

৩

তা'ও কি কখন হয় দাবানল শিখা রে
সুদূর বিমানে কভু পড়ে কি সে রেখা রে
প্রলাপে কে কি না বলে
জ্ঞান কোথা মত্ত হ'লে
তাই অসম্ভব কথা মুখে বাহিরিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

৪

হেমন্ত শিশির দুটী ঋতু আগমনে রে
খেলেনি চপলা (১) ধনী, জীমূতের (২) সনে রে
তাই সঙ্কুচিত রূপে
আছিল আবাস–কূপে (৩)
চঞ্চলা চপলা, স্থির ভাবে দেখা দিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

৫

মেঘ হীন স্বচ্ছাকাশে (৪) তড়িৎ (৫) কি রয় রে
এ কথা বিশ্বাস যোগ্য কোনো কালে নয় রে
এবার উহার ভাব
এ হৃদয়ে আবির্ভাব
হ'য়েছে নিশ্চয়, দীন তাই প্রকটিল (৬) রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১। বিদ্যুৎ। ২। মেঘের। ৩। বাসকৃত গহ্বরে।
৪। পরিষ্কৃত আকাশে। ৫। বিজলী। ৬। প্রকাশ করিল।

৬

বিরহীর প্রাণবায়ু ভক্ষণ কারণ রে
নিশি-আশীবিষ (১) আসি ছাইল গগন রে
তাহারি মাথার মণি
ও নহে যামিনীমণি (২)
কে রক্ষিবে মোরে আজি গরাস করিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

৭

নিশি, উড়ু (৩) কুমুদিনী এ তিনটী সতী রে
প্রাণ সঁপিয়াছে, তুমি এ তিনেরি পতি রে
এক স্নেহ তিন স্থানে
এক মন তিন জনে
কি রূপে বা দাও তিন(ই) কি গুণে মোহিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

৮

ভুলাইতে কি মোহিনী মন্ত্র তুমি জান রে
এ তিনেরি হাসাইয়া কোমল আনন রে
বিকীর্ণ (৪) করিয়া সুধা
মিটাও চকোর ক্ষুধা

১। রজনীরূপ সর্প। ২। চন্দ্র। ৩। তারকা। ৪। বিস্তীর্ণ, ছড়ান।

বিয়োগ-বিধুর–ক্ষুধা (১) ক্রমেই বাড়িল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

৯

সবে বলে তিমকর (২) হিমকর (৩) দিয়া রে
শান্তির কোমল অঙ্কে (৪) জীবে আরোপিয়া রে
দুখ-বিক্লমিত (৫) বেতে
শান্তির এ পুষ্প গেহে
শ্রান্তি বিদূরিতে জীব-সঙ্ঘে (৬) শোয়াইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১০

প্রচণ্ড মার্কণ্ড-তাপ-সংক্লিষ্ট (৭) ধরায় রে
সু সিত (৮) কৌমুদী-শীত-সলিলে (৯) ভিজায় রে
অৰ্দ্ধমৃত বল্লী (১০) দলে
শীতাংশুতে (১১) সেচনিলে
পাইল জীবন পুষ্পাভরণে (১২) শোভিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগনে উদিল রে।

১। বিরহ-তাপিতের মিলনাশারূপ ক্ষুধা।
২। চন্দ্র। ৩। শীতল কিরণ। ৪। ক্রোড়ে।
৫। দুঃখ কষ্টদ্বারা ক্লান্তি প্রাপ্ত। ৬। জীবসমুদায়, প্রাণীসমূহে। ৭। সূর্য্যোত্তাপ দগ্ধ। ৮। শুভ্রবর্ণ। ৯। জ্যোৎস্নারূপ শীতল জলে। ১০। লতা। ১১। শীতল কিরণে। ১২। প্রস্ফুটিত পুষ্পরূপ অলঙ্কারে।

১১

বহি ঈষদুষ্ণ (১) মৃদু সান্ধ্য-সমীরণ (২) রে
ভাবী (৩) অমঙ্গল বার্ত্তা করে বিঘোষণ রে
"অলি সহ রসালাপ
ঘুচাও মনের তাপ
সুখের রজনী হায়! অল্পায়ু ধরিল রে"
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

১২

সপত্নীর সহ কান্তে হেরিয়া গগণে রে
ঈর্ষায় কুমুদী(৪) প্রেমে মজে অলি সনে রে
কান্ত পর-পত্নী গত
দেখি পদ্ম, লজ্জানত (৫)
ধিক্কারিয়া কুমুদীরে নয়ন মুদিল (৬)রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

১। অল্প তাপযুক্ত। ২। সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যাকালীন মলয়ানিলে ও কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত অল্প তাপানুভূতি হয়। ৩। ভবিষ্যৎ, এখানে প্রভাতাগমন বার্ত্তা। ৪। উৎপলিনী, চন্দ্রোদয়ে যে জলজ পুষ্পটী প্রস্ফুটিতা হইয়া থাকে! ৫। লজ্জাকৃত মুখের অবনতি ভাব, অধোবদন। ৬। নিমীলিত, অর্থাৎ পদ্মিনী-কান্ত ভ্রমর, প্রস্ফুটিতা কুমুদিনীর মকরন্দপানে প্রবৃত্ত হইলে, স্বীয় পতিকে পর পত্নী গত দেখিয়া কুমুদিনীকে ধিক্কার দিয়া লজ্জায় পদ্মিনী নয়ন নিমীলিত করিল।

১৩

ফুটিল মালতী যূথী মল্লিকা ও জাতী(১) রে
কামিনী টগর কুন্দ ফুল নানা জাতি রে
গন্ধবহ (২) সে সুগন্ধে
বহি আনি অলিবৃন্দে(৩)
প্রিয়া সহ সম্মিলন সুসম্বাদ দিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

১৪

সুধাকর-করে(৪) ধরা সুধাকর(৫) হ'ল রে
সংযোগী(৬) গণের মন আনন্দে ভাসিল রে
সম্মিলিত কান্তাকান্ত (৭)
সু দূরে বিরহ ধ্বান্ত(৮)
দ্রুতগতি প্রাণ ভয়ে যেন পলাইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

১৫

চুম্বিয়া কান্তার, (কান্ত) বদন-সরোজে(৯) রে
বলে "প্রিয়ে! দেখ নভে(১০)যেই দ্বিজরাজে(১১)রে

১। চামেলী পুষ্প। ২। বায়ু। ৩। ভ্রমর সকলকে।
৪। জ্যোৎস্নায়। ৫। সুধার আকর, সুধার প্রস্রবণ।
৬। মিলিত নায়ক নায়িকা। ৭। প্রেমিক প্রমদা।
৮। বিরহরূপ অন্ধকার। ৯। মুখরূপ পদ্মে।
১০। আকাশে। ১১। চন্দ্রকে, চাঁদে।

ও নহে কখনো শশী
মুখ-চ্ছবি হে প্রেয়সি!
অম্বর-মুকুরে(১) যে'য়ে বিম্বিত(২) হইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

১৬

তব মুখ নিষ্কলঙ্ক ও কলঙ্কী কেন রে
তার বিবরণ প্রিয়ে! কহিতেছি শুন রে
ও কলঙ্ক চিহ্ন নয়
তব কৃষ্ণ-অক্ষি(৩) দ্বয়
চন্দ্রানন (৪) সহ, ছায়া অঙ্কিত হইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

১৭

যে যাহারে ভালবাসে,—কিসে তুষ্ট হবে রে
অন্য ভাব পরিহরি(৫) তাই সদা ভাবে রে
বারেক মধুর ভাষে
সম্ভাষয়ে (৬) যদি হে'সে
চতুর্ব্বর্গ-ফল(৭) যেন অমনি পাইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

১। আকাশরূপ দর্পণে। ২। প্রতিফলিত, অনুরূপ পতিত ছায়া। ৩। কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুঃ। ৪। চাঁদমুখ। ৫। পরিত্যাগ করিয়া। ৬। আলাপন করে। ৭। ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ ফল যাহা ঐহিক ও পারত্রিক উভয় লোকের মঙ্গলার্থে মানবমাত্রেই আশা করিয়া থাকে।

১৮

তব শীত-করে(১) আমোদিত করে নরে রে
কিন্তু বিয়োগীর(২) হৃদি বিদ্ধ কর-শরে (৩) রে
যদি কর অবিশ্বাস
যাও বিয়োগীর পাশ(৪)
সত্য মিথ্যা বুঝ, যাহা এ দীন ভাষিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

১৯

তব হৃদে মসী-চিহ্নে(৫) কি যেন চিহ্নিত রে
কেহ বলে তারাপতি(৬) শাপে কলঙ্কিত রে
কেহ বলে তাহা নয়
ধরিত্রীর(৭) ছায়া হয়
তিথি ক্রমে রবি-কর(৮) যথা না পড়িল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

১। স্নিগ্ধ কিরণে। ২। বিরহীর। ৩। জ্যোৎস্নারূপ বাণে। ৪। পার্শ্ব, নিকটে। ৫। কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নে। ৬। বৃহস্পতি, ঋষি বিশেষ। ৭। পৃথিবীর। ৮। সূর্য্যের কিরণ, ভৌগলিক মতে চন্দ্রের মধ্যস্থিত কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন কলঙ্কাদি উল্লেখে মিথ্যা কল্পনামাত্র। একখানি গোলাকার বন্ধুর অর্থাৎ উচুঁনিচু স্বচ্ছ মণিতুল্য প্রস্তর চন্দ্ররূপে বিমানে অবস্থিত। সূর্য্যের কিরণ গহ্বরময় স্থানে পতিত না হওয়ায় সেই স্থানগুলি কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। ঐ কৃষ্ণবর্ণ স্থানগুলিকে কবি কল্পনায় কলঙ্ক বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে।

২০

কেহ বলে নিশা কালে শশী, দশদিশি(১) রে
আলোকিত করিলেক গ্রাসি তমোরাশি রে
রজত-সন্নিভ(২) শশী
কুক্ষিতে(৩) সে ধ্বান্ত(৪) রাশি
তাই কৃষ্ণ বর্ণ চিহ্ন প্রকাশ পাইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

২১

তিমির-ভুজগ(৫) সনে সংসর্গ(৬) হইল রে
বিভাবরী-ভুজঙ্গিনী(৭) ডিম্ব প্রসবিল রে
নভে শশী নহে ওটী
শ্বেতবর্ণে পরিপাটী
ডিম্ব মাঝে সর্প-শিশু জনম লইল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

২২

ও নহে শশাঙ্ক(৮) কিবা কলঙ্ক ও নহে রে
কৃষ্ণ বর্ণ সর্প-শিশু অবস্থিত তাহে রে
ওই ডিম্ব প্রস্ফুটিল
সর্প-শিশু বাহিরিল

১। দশদিক্। ২। রৌপ্যতুল্য শুভ্র। ৩। উদরে। ৪। অন্ধকার। ৫। অন্ধকাররূপ সর্প। ৬। মিলন, সহবাস। ৭। রাত্রিরূপ সাপিনী। ৮। চন্দ্র।

হায়! বিষময় দন্তে বিরহী দংশিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

২৩

কল্পনার ফলে যার মনে যা উদয় রে
অকুণ্ঠিত(১) চিত্তে তাই প্রকাশ করয় রে
যে যা বলে নিশাপতি
তাতে তব কিবা ক্ষতি
সেই জানে তব তথ্য (২) যে তোমা গড়িল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

২৪

রূপের সাগর হ'তে বিন্দু মাত্র দিয়া রে
আলোকিছে এ সংসার তোমায় স্থজিয়া রে
তোমার সু চিত্র দে'খে
তাঁর চিত্র(৩) হৃদে আঁকে
যেই নর,—মোহ তমঃ(৪) সেই ত নাশিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

২৫

সে রূপ-অম্বুধি(৫) মাঝে যে ডুবিতে পারে রে
সেই ধন্য নরলোকে, ম'রেও না মরে রে

১। নিঃশঙ্ক, সঙ্কোচহীন। ২। প্রকৃত অবস্থা। ৩। ঈশ্বর নিরাকার, তাঁহার কোনও চিত্র হইতে পারে না। এখানে জ্যোতিঃ। ৪। ভ্রমরূপ অন্ধকার। ৫। রূপের অর্থাৎ জ্যোতির সাগর।

যে পে'য়েছে তাঁর দয়া
মনোল্লাসে সাঁতারিয়া
মনের বাসনা সেই সফল করিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

২৬

হে সুধাংশো! তব পদে দাসের প্রার্থনা রে
আমার সে মনোরমা(১) করিয়া ছলনা রে
অকালে গিয়াছে দিবে(২)
তুমি তারে সুধাইবে
আমি তারে ভুলি নি, সে মোরে কি ভুলিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

২৭

তুমি ভিন্ন সে ত্রিদিবে(৩) কে দিবে সম্বাদ রে
কে ঘুচাবে দগ্ধ-হৃদয়ের বিসম্বাদ(৪) রে
সে যদি না ভুলে থাকে
আমায় লইতে নাকে(৫)
যাচুক বিভুরে, ব'ল, এ দীন বলিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

১। অন্তরের উল্লাসকারিনী। ২। স্বর্গে, বেহেশ্‌তে।
৩। স্বর্গে। ৪। বিরোধ, বৈলক্ষণ্য। ৫। স্বর্গে।

২৮

যদিও সে রূপ কর্ম্ম-ফল(১) মম নয় রে
কিন্তু তাঁর নামে দে'য় পাপীরে অভয় রে
গফুর(২) রহিম(৩) নাম
পাপীর পূরাতে কাম(৪)
জগৎ-তারণ(৫) প্রভু ও নাম ধরিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

২৯

ওহে বিশ্বম্ভর !(৬) কত ভার পাপী-তনু রে
তব শক্তি সমুখে এ অণু হ'তে অণু রে
কোটি কোটি পাপিষ্ঠেরে
উদ্ধারিছ অকাতরে
ধর ধর তব দাস, পাপাব্ধে(৭) ডুবিল রে
ওই যে সুধাংশু আসি গগণে উদিল রে।

১। কর্ম্ম কুশলতা, সদাচার। ২। ক্ষমাকারী, ঈশ্বর।
৩। দয়ালু, ঈশ্বর। ৪। বাঞ্ছা, কামনা।
৫। জগতের ত্রাণকারী, ঈশ্বর ৬। জগতের ভরণ পোষণ কারী, ঈশ্বর। ৭। পাপরূপ সমুদ্রে।

অদৃষ্ট লিপি

১

এ প্রাণ ভে'ঙেছে প্রিয়ে ! আজি চতুর্ব্বিংশ মাস
মিটা'য়েছি 'ভাঙাপ্রাণে' মনের বহুল আশ
তবু যেন মিটে নাই
আবার বলিতে চাই
কি বলিব মুখে তাহা নাহি বাহিরয়
কল্পনা ও যোগাইতে সমুৎসুক নয়।

২

চারি পাঁচ বর্ষ গত, দেখেছিনু যে স্বপন
সেই ভাবী (১) ভাবনায় আধভাঙ্গা ছিল মন
তার পর দ্বি বরষ
ভগ্ন করি এ উরস (২)
নিঠুর শমন হৃদি বৃন্ত টি ছিঁড়েছে (৩)
এ হৃদয় শতখণ্ডে বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে।

৩

এতদিন লোহ(৪) রাশি কবিতা আকার ধরি
'ভাঙাপ্রাণ' পূরিয়াছে তোমার বর্ণনা করি

১। ভবিষ্যৎ। ২। বক্ষঃস্থল, হৃদয়। ৩। লেখকের প্রিয়তমা। পত্নীবিয়োগ হওয়ায় তাহার হৃদয়টী ভগ্নপ্রায় হয়। ৪। রক্ত।

দুর্ব্বল দেখিয়া হিয়া
কল্পনাও তেয়াগিয়া
গেছে মোরে, লোহ রাশি স্ব বরণে এবে
নিষ্ঠীবন (১) সহ মুখে অনর্গল স্রবে (২)।

৪

কণ্ঠায় এসেছে প্রাণ আর বেশী বাকী নাই
কবে যাব কবে পাব দিবা নিশি ভাবি তাই
গে'লেই নিশ্চয় সুখী
তোরে পাব বিধুমুখী!
কিন্তু প্রিয়ে! মিলনের মর্য্যাদা লঘিষ্ঠ
প্রেমিকের বিরহই গৌরবে গরিষ্ঠ।

এই চতুর্ব্বিংশ মাস তোমা ছাড়া আছি ধনি!
এ মুখে তোমারি নাম কি দিবস কি রজনী
চতুর্ব্বিংশ বর্ষ যদি
বিশ্লেষণে(৩) র'ত হৃদি
তবেই জানিতে সুপ্রেমিক অপ্রেমিক
পতঙ্গ প্রণয়ে প্রিয়ে! দেহ শতধিক (৪)

১। থুথু ফেলন, শ্লেষ্মাদি নির্গমন। ২। নির্গত হয়, এই সময়ে লেখক রক্তপিত্ত পীড়ায় ভয়ানক কাতর, অনবরত মুখ হইতে রক্ত বমন হইত। ৩। বিয়োগে। ৪। পতঙ্গের ভালবাসা অতি অল্প সময়ের জন্য, প্রদীপ দর্শন মাত্রেই মুগ্ধ হওতঃ অনল শিখায় দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

৬

প্রেম যে কি মূল্যবান ধন, তা ক জন জানে
প্রেমিকের শিরোমণি দেখিনা মন্সুর(১) বিনে
প্রেম দু দিনের নয়
ক্ষণে যায় ক্ষণে হয়
তাও নয় জন্ম সহ ইহার জনম
বিরহেও বাড়ে আরো ক্রমেই বিক্রম(২)

৭

অসার সংসারে প্রেম অমূল্য রতন তুল্য
একে অনুরক্ত যেই, সেই প্রেম মহা মূল্য
পূর্ণাবস্থা যথা মণি
অমূল্য বলিয়া জানি
সে মনি দ্বি খণ্ড হ'লে কে তায় আদরে
দ্বৈত ভাব (৩) প্রেমে পে'লে সবে ঘৃণা করে।

১। জনৈক ঈশ্বর প্রেমিক সাধুপুরুষ। ২। প্রভাব।
৩। দুয়ের প্রতি ভালবাসা।

এক বস্তু এক সময়ে দুই স্থানে অবস্থান করিতে পারে না দুজনের প্রতি 'ভালবাসা' জন্মিলে সে প্রেমের আদর হয় না। যেমন মণি অখণ্ড অবস্থায় মহা মূল্যবান ও আদরণীয়। মণি কর্ত্তিত বা ভগ্ন হইয়া খণ্ডশ হইলে তাহার পুর্ণ মুল্য বা ধনী সমাজে আদরণীয় হয় না।

৮

ও দেহ-বল্লরী (১) যবে যৌবন-প্রসূন (২) ভরে
হইলেক মনোহরা কত তরু আশা ক'রে
পরশিতে সমুৎসুক
অদৃষ্টে নাহি ক সুখ
কাজেই তাদের আশা ফলবতী নয়
মরম-বেদনে অহর্নিশ দগ্ধ হয়।

৯

তব, পূজ্য পিতৃদেব স'পিবেন এ তরুরে
তোমায়, মনের হর্ষে, এই যুক্তি স্থির ক'রে
শুভ দিন হল স্থির
নিষ্ঠুরতা প্রকৃতির (৩)
ভাসা'য়ে শোকের নীরে তোমায় আমায়
গে'লেন ত্রিদিব (৪) ধামে, বিভুর আজ্ঞায়।

১০

স্থিরতর শুভ দিনে হই দুয়ে পরিণিত (৫)
দুখ-স্রোতস্বতী (৬) মাঝে হর্ষ-স্রোত প্রবাহিত
বাসরে মিলন হ'ল
যত কথা মনে ছিল

১। দেহরূপ লতা। ২। যৌবনরূপ পুষ্প। ৩। স্বভাবের।
৪। স্বর্গ। ৫। বিবাহিত। ৬। দুখরূপ নদী।

সকলি হৃদয় খুলে বলিনু তোমায়
শৈশবে সম্বন্ধ যাহা নিয়তি কৃপায়।

১১

এ নহে নভেল উপন্যাস,—সত্য ক্রিয়া যাহা
ব'লেছিনু অকপটে হৃদয় খুলিয়া তাহা
শৈশবে তোমার সহ
মিলিত হবে এ দেহ
বাল্য পরিণয়ে হব দুজনে বন্ধন
কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সম্বন্ধ নিরূপণ।

১২

আগাগোড়া প্রকৃতির দেখি একরূপ রঙ্গ
অকালে জনক দেব ভব-লীলা করি সাঙ্গ
পিতৃহীন করি মোর
গেলেন স্বরগপুরে
সে হেতু বিবাহ র'ল স্থকিত তখন
শৈশবে হ'লনা চাঁদ-মুখ দরশন।

১৩

বাসর শয়নে প্রিয়ে! এ কথাটি ব'লেছিনু
"শৈশবের চাঁদমুখ যুবাকালে দরশিনু"
অধরে ঈষৎ হাসি
উদয় হইলী আসি

ও কথায় বিধুমুখি! ওই চাঁদ মুখে
বলিলে "অদৃষ্টলিপী" নিমিলীত চ'খে।

১৪

হায়! নৈসর্গিক(১) বিধি মানুষে কেমনে জানে
স্বপনেও সম্ভবেনা যা কভু আসে না মনে
বাল্যকালের ভালবাসা
হৃদে কাহার ছিল বাসা
সে বাসা ভাঙিয়া ভাঙিলেক মোর প্রাণ
নির্ম্মম নিঠুর কাল, এই কি বিধান?

১৫

এ ভবে সুখের খেলা আর না খেলিতে চাই
নবীন যৌবন লাভ,—এ আশাও আর নাই
দ্রবীণে(২) প্রবীণ (৩) হব
যশোভাতি ছড়াইব
এ মনে ও প্রলোভন পায় না ক স্থান
সহিতে নারিনু জ্বালা শলভ (৪) সমান।

১৬

এইটি আক্ষেপ মাত্র এ মনের দিবা নিশি
সুদীর্ঘ বিরহ ভোগ হইল না হে রূপসি!

১। স্বাভাবিক ধনরত্নে। ৩। বিজ্ঞ, গৌরবান্বিত।
৪। পতঙ্গ।

দেখা'তেম অবহেলে
আধুনিক সভ্য দলে
প্রেমিক কাহারে বলে, অমূল্য ভূষণ
সবে কি করিতে পারে গ্রীবায় ধারণ ?

১৭

কণ্ঠ হ'তে অনর্গল লোহ-স্রোত(১)বহিতেছে
কে যেন সহসা হৃদে শরাঘাত করিয়াছে
সর্ব্ব অঙ্গে অবসাদ (২)
উঠা বসা পরমাদ
শক্তি হীন জীবন সঙ্কট অতিশয়
সঙ্কমে জীবন বায়ু গে'লে সুখোদয়।

১৮

স্বপনে বলহ প্রিয়ে মোরে লইবার তরে
কবে তব আগমন হবে এ আঁধার পুরে
সুধাও ত্রিলোকনাথে(৩)
মম আশা পুরাইতে
আর কত বিলম্ব ? কেমনে দিন যাবে
ক্রমেই শরীর ক্ষীণ রোগের প্রভাবে।

১৯

এই ভগ্ন হৃদয়ের মরম-যাতনা (৪) গুলি
একত্র করিয়া, নাম রাখি 'ভাঙাপ্রাণ' বলি

১ রক্তস্রোতঃ। ২। অবসন্নতা, ক্লান্তি। ৩। ঈশ্বরকে
৪। অন্তরের দুঃখ, যন্ত্রণা।

দিয়াছি পাঠকগণে
উপহার হৃষ্ট মনে
তাতেও সম্পূর্ণ আশা পূরেনি ক হায় !
অর্থাভাবে দিয়াছি অপূর্ণ অবস্থায়।

অদ্যেক রহিল গুপ্ত হ'লনা ক মুদ্রাঙ্কণ
বায়-ভার কে বহিবে দাতা হেন কোন্ জন
যদিও রহিল গুপ্ত
সময়ে হইবে ব্যক্ত
শত গুণজ্ঞ আছেন ধরাতলে
বে তাঁদের দয় বিভু-কৃপা ফলে।

২১

কবির কবিত্ব-গুণে ফুটিতে যশের ফুল
জীবন থাকিতে [illegible] করা, অতিশয় ভুল
চন্দন ব[illegible] ধারে
গে'লে [illegible] মিলে না রে
যদি বন দগ্ধ [illegible] অথবা কর্ত্তিত
তবেই সুগন্ধে দি[illegible] য আমোদিত (১)

১। চন্দন বৃক্ষ কর্ত্তি[illegible] না হইলে তাহার সৌগন্ধ কেহ অনুভব করিতে পারে [illegible] সইরূপ কবির মৃত্যু না হইলে প্রায়ই তাহার কবিত্বে [illegible]সা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয় না। জীবনে পৌরুষ লাভ নি[illegible] সংখ্যক কবিই পাইয়া থাকে।

যা হবার নয়, তাও এ পোড়া অদৃষ্টে হ'ল
জীবনে সুযশোগান কোন্ কবি শ্রবণিল
শুনিতে তা বাকি নাই
দশ মুখে, যথা যাই
মম কৃতকার্য্যে, তাহা কখনই নয় ?
তোমার প্রসাদে প্রিয়ে ! জানিও নিশ্চয়।

২৩

কিবা মধুমাখা নাম (১) কি মূরতি ধ'রেছিলে
অতুলিত (২) চরিত ও চিত্ত (৩) লাভ ক'রেছিলে
ওই নাম ও চরিত
যেই শুনে, বিমোহিত
এমন মোহিনী গুণ পে'য়েছিলে প্রিয়ে !
সবাই হর্ষিত ও চরিত-সুধা পিয়ে।

২৪

না দে'খে নামের গুণে কেবল চরিত শুনে
জগৎ মোহিত হয়, যে দেখেছে হেন জনে
সে মোহ যাবে না কেনে ?
বল বল চন্দ্রাননে !

১। শফিওন্নেসা, লেখকের পরিণিতা পত্নী, আরব্য ভাষায় শফিওন্নেসার অর্থ মুক্তিদাত্রী নারী। ২। তুলনা রহিত। ৩। চিত্ত, হৃদয়।

কাজেই ম'জেছে 'দাদ' মনে সার জে'নে
অপ্রেমিক-কটু-ভাষ সুধা সম কাণে।

পরিণিতা পত্নী যদি না হইতে সুলোচনে!
অপ্রেমিক সমাজে আদর পে'তে বরাননে (১)
ধিক্‌ধিক্ সে সমাজে
পবিত্রতা যে না বুঝে
নাটক নভেলে উক্ত (২) গোপন প্রণয়
ষণ্ডা দলে সে পিরীতি হর্ষপ্রদ হয়।

২৬

যে পবিত্র পরিণয়ে স্বর্গের দেবত্ব ভাব
সর্ব্বদা বিরাজ করে, প্রেম দয়া আবির্ভাব
সে ভাব দেবতা বিনে
বুঝে আর কোন্ জনে
দেব প্রকৃতির নর লক্ষ লক্ষ আছে
এ প্রেমের সুগৌরব তাঁহাদেরি কাছে।

২৭

দেব রূপী নর কত তাই এ প্রসঙ্গ তব
প্রকাশিতে, অর্থ দান ক'রেছেন অসম্ভব

১। শ্রেষ্ঠমুখী, সুন্দরী। ২। প্রকাশ, ব্যক্ত

তাঁদের নিঃস্বার্থ দান
পে'য়ে অর্দ্ধ 'ভাঙাপ্রাণ (১)
তাই আজি ঘরে ঘরে সুবিরাজমান
বলনা আমার সম কেবা ভাগ্যবান ?

২৮

গজমতি(২) মূল্য, পৃথ্বীপতি(৩) বিনা কেবা জানে
অথবা জহুরী,(৪) নৈলে আর কোন্ জন চিনে
লৌহ তামা কাঁসা আর (৫)
এগুলি না আছে কার
সাধারণ লোকে এর সমাদর করে
মহামূল্য কোহিনুর (৬) সবে কি আদরে।

২৯

সু প্রেমে প্রেমিক যাঁরা তাঁরাই এ প্রেম-গীতি
গাহিবে শুনিবে শুনাইবে লোকে, নিতি নিতি।
একটা শ্যামার তান
শতগুণে গরীয়ান্
সহস্র কাকের "কা" "কা" রব হ'তে প্রিয়ে !
ক জন গুণজ্ঞ পাবে জগতে খুজিয়ে।

১। প্রথমখণ্ড ভাঙাপ্রাণ মুদ্রাঙ্কন সময়ে অনেক সাহিত্যানুরাগী হিন্দু মুসলমান অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

২। হস্তীর মস্তকস্থ মণি, গজমুক্তা। ৩। রাজা ভূপতি। ৪। মণি ক্রয় বিক্রয় কারী বণিক। ৫। পিত্তল। ৬। মহা মূল্যবান কোহিনুর নামধারী মণি বিশেষ।

৩০

বহু কণ্ঠে শান্তিকুঞ্জ হবে না ক উচ্চারিত (১)
তা ব'লে কখনো মনে হইও না বিক্ষোভিত (২)
গুণজ্ঞ জনের কাছে
এর সমাদর আছে
তাতেই মনের শান্তি পাইব দুজনে
পাঠক দীর্ঘায়ু পাও, থাক হৃষ্টমনে।

৩১

নাম ক'রে দিব কত গুণজ্ঞের পরিচয়
বঙ্গে যাঁরা মহা বিজ্ঞ বিখ্যাত জগৎময়
এ হৃদি-শোণিত-কণা (৩)
পে'য়ে তাঁরা হর্ষমনা
আছে বহু, সারদা (৪) বরদা (৫) গুরুদাস (৬)
"ভাঙাপ্রাণে" পত্রগুলি আছে পরকাশ।

১। পাঠ, গদ্যানুরাগী পাঠক পদ্যের প্রতি অনুরক্ত নহে। ২। ক্ষুব্ধ, দুঃখিত।

৩। রক্তবিন্দু, অর্থাৎ ভগ্ন হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। ৪। জষ্টিস সারদা চরণ মিত্র, ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ। ৫। মিষ্টার বরদা চরণ মিত্র, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট সেশন জজ। ৬। জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ।

৩২

দাতার অগ্রণী বলি, বঙ্গে যিনি যশোবান
তাঁহার দয়ায়, "শান্তিকুঞ্জ" পে'ল অৰ্দ্ধ প্রাণ
নাম তাঁর ব্যোমকেশ (১)
সাধনায় ব্যোমকেশ (২)
আশ্রয় হীনের এক(ই) আশ্রয়ের স্থল
করিবেন পরমেশ তাঁর সুমঙ্গল।

৩৩

সময়ের ঘটনায় তবু পূর্ণ হইল না।
পরশ্রী-কাতর যেই তার প্রাণে সহিল না
সে হেতু দ্বিতীয় দ্বারে
যে'তে হ'ল ভিক্ষা তরে
সে দাতা ও পূর্ব্ব উক্ত দাতানুকরণে (৩)
করিলেন দান "শান্তিকুঞ্জ" মুদ্রাঙ্কনে।

৩৪

যোড়াসাঁকো নিবাসী ঠাকুর গোষ্ঠী সুবিখ্যাত
ঠাকুর বংশাবতংশ (৪) নাম গগনেন্দ্র নাথ (৫)

১। মিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বারিষ্টার য়্যাট্ (ল) হাইকোর্ট কলিকাতা। ২। মহাদেব সদৃশ তপস্বী, সাধুপুরুষ।

৩। দাতার কৃতকার্য্যের পশ্চাৎ ক্রিয়া করণে। ৪। ঠাকুর বংশের কর্ণভূষণ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ৫। বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার।

দ্বাপরের দাতা কর্ণ,
কলিযুগে অবতীর্ণ,
"শান্তিকুঞ্জ" পে'ল প্রাণ, এ দুয়ের দানে
হে বিভো! দীর্ঘায়ু দাও সগোষ্ঠী দুজনে।

৩৫

হে বন্ধু বান্ধবগণ কবি হ'তে আশা কভু
ক'রনা কবিত্ব-বনে (১) দীনতাগ্নি (২) দিলা বিভু
যবে শোভে ফল ফুলে
অমনি দারিদ্র্যানলে (৩)
দগ্ধ করে উপবন এই বিড়ম্বনা
কবি হ'তে সাধ মনে কখনো ক'র না।

১। কবিত্বরূপ কাননে, বা উপবনে। ২। দীনতা অর্থাৎ অর্থাভাবরূপ অগ্নি। ৩। অভাবরূপ অগ্নিতে অর্থাৎ উদর চিন্তায়।

বিদায়।

১

বিদেশ ত্যজিয়া ভাই। চলিনু আপন দেশে
কোন্ জন বাস করে চিরদিন পরবাসে
সময় হ'য়েছে ভাই
থাকিবার সাধ্য নাই
দুই চারি দিন মাঝে যে'তে হবে হায়।
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২

যাই আমি, বঙ্গভূমি! তুমি ত জননী মম
আছে করুণার মধু, তব হৃদে, বিধু (১) সম
বিতরিতে সদা সুধা
পে'লেও শতেক বাধা
নানা উপাদেয় (২) খাদ্যে তুষিতে ক্ষুধায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩

হেন কুলাঙ্গার (৩) পুত্র আর তব নাই দুটী
কেবল নিজের স্বার্থ তাই বুঝিলাম খাঁটী

১। চন্দ্র। ২। উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু। ৩। কুল নষ্টকারী, কুলের মল স্বরূপ।

জীবন করিনু মাটি
বালুকা-কণায় খুঁটি
লই পরিত্যক্ত(১) সিটি(২) কাথে(৩) ফেলি হায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৪

জননী কোমল পদ সন্তানের তরে স্বর্গ
সবি বিদ্যমান তায় চে'লে পায় চতুর্ব্বর্গ (৪)
জানে না বিন্দু বিসর্গ
মাতৃভূমি উপসর্গ (৫)
তাব কাছে, যে কলত্রবর্গ (৬) সুখ চায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৫

মানবে পাশবে (৭) বল কি গুণে পার্থক্য আছে
আত্ম-সুখ আত্ম-দুখ তুল্য এ দুয়েরি কাছে
সমাজ রক্ষার তরে
স্বদেশের উপকারে
আর্ত্তের (৮) ক্রন্দনে যে না ধায়, ধিক তায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১। পরিত্যাগের যোগ্য। ২। অসার দ্রব্য, ছোবড়া। ৩। নির্য্যাস, সার পদার্থ। ৪। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ ফল। ৫। অকর্ম্মণ্য, অতিরিক্ত। ৬। পরিবারবর্গ। ৭। পশুর দলে, পশু সমূহে। ৮। পীড়িতের, বিপন্নের।

৬

তোমার সন্তান হ'য়ে আমি ত দ্বিপদ-পশু
সে ক্ষোভে হৃদয়ে মাতঃ জ্বলে সদা বিভাবসু (১)
কুপুত্রে দাও নি বসু (২)
শান্তি দাও হৃদে আশু
নহে বিভাবসু-সুতে (৩) নিলে জ্বালা যায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিয়ে বিদায়।

৭

তোমার সন্তান মাতঃ! এ ভারতে বহু জাতি
শুভক্ষণে বৈরী-ভাব(৪) ত্যজি সবে প্রেমে মাতি
বদনে হর্ষের ভাতি (৫)
হৃদয়ে উৎসাহ-দ্যুতি (৬)
হ'য়ে সবে একসাথী সেবে মা তোমায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিয়ে বিদায়।

৮

তোমার অভাব যত লিখে তা জানাব কত
যে জন ভকত মাতঃ! তার হৃদি স্বভাবতঃ
কি নিদ্রিত কি জাগ্রত
কিবা কোনো কাজে রত

১। অগ্নি। ২। ধনরত্নাদি সম্পত্তি। ৩। সূর্য্যপুত্রে যমে। ৪। শত্রুভাব। ৫। আভা। ৬। উৎসাহরূপ জ্যোতিঃ।

যাতেই সে নিয়োজিত, সেবে মা তোমায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

কি কুক্ষণে শত্রু-কুল (১) ন্যায়-পথ পদে দলি (২)
নিশাচর-চর (৩) সম ধরিল কুপথগুলি
খাদ্য দ্রব্য শিল্প পণ্য
সকলি ভাবি নগণ্য (৪)
অতল জলধিতলে না বুঝে ডুবায় (৫)
সদয় হৃদয় দাও হরিষে বিদায়।

১০

কত মহা সংগ্রাম হ'য়েছে এই ভূমণ্ডলে
এমন রাক্ষস-বৃত্তি কে ধ'রেছে কোন্ কালে
কোথা অধর্ম্মের জয়
অল্প দিনে পাবে লয় (৬)
ভগবান এর দণ্ড দিবেন ত্বরায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১। জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়া রাজন্যবর্গ। ২। দলিয়া, উপেক্ষা করিয়া। ৩। রাক্ষসের অনুচর, পিশাচ ভূত প্রেতাদি।

৪। সামান্য। ৫। জার্ম্মান জলদস্যু, সব্মেরিণ দ্বারা পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ জাহাজগুলি সমুদ্রে ডুবাইতেছে।

৬। ক্ষয়প্রাপ্ত, পরাজিত।

১১

স্মরণীয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া-পুণ্য-ফলে
জয়-ডঙ্কা রাজ অধিরাজের চরণ তলে
সত্বর বাজিবে রোলে (১)
নিশ্চয় জে'ন সকলে
ন্যায় ভিন্ন, ছলে বলে কে জয়ী কোথায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১২

এই যুদ্ধ বিগ্রহেতে সকলি দুর্ম্মূল্য হৈল
সূচ সূত্র দেশলাই ষ্টীল কেরোসিন তৈল
তাম্র কাংস্য পিত্তলাদি
লবণ লৌহ ঔষধি
দুকূল (২) অভাবে আজ আকুল সবায
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায।

১৩

তোমার সন্তানদের পরণে নাহিক বাস (৩)
বলিতে হৃদয় ফাটে ঘাটে মাঠে দিক্‌বাস (৪)
বাসের (৫) নাহিক বাস (৬)
মাঝে মাঝে উপবাস

১। উচ্চশব্দে। ২। বস্ত্র, কাপড়। ৩। বস্ত্র। ৪। উলঙ্গ, বস্ত্রহীনতা। ৫। বসৎ করিবার। ৬। ঘর, বাড়ী।

কাটে ঘাস দাস-বৃত্তি (১) বিলাসী সেবায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

মা ! তব কোমল শিশুদের খেলিবার যাহা
সেটীও এ দেশে নাই, দূরদেশে জন্মে তাহা
এ কথা কি যায় কহা
হৃদয় অমনি, "আহা
উহুঁ হা হুতাশ করি পাথারে ভাসায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১৫

তব শিল্পী পুত্রদের কতই অভাব আজি
সূচ ও অঙ্গুলীত্রাণ (২) সূত্র (৩) কর্ত্তরিকা রাজি (৪)
সাত নদ তের নদী
তরিতে (৫) বিলম্ব যদি
তব পুত্রগণ রন উন্মুক্ত কায় (৬)
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১। চাকরী ব্যবসায়।
২। অঙ্গুস্তান, সূচবিদ্ধন রক্ষার্থে অঙ্গুলী পরিধৃত ধাতুময় আবরণ বিশেষ। ৩। সেলাই জন্য গুলীর সূতা। ৪। কাঁয়চি ইত্যাদি। ৫। পার হইতে। ৬। জামা ইত্যাদি শূন্য শরীরে

১৬

তোমার শিক্ষিত পুত্রদের মাত্র সুসম্বল
লেখনী(১)লেখনাধার (২) মস্যাধার(৩)মসী-জল(৪)
ন্যস্ত-পর-করতল (৫)
বলিতে হৃদি বিকল
অহো কি দুর্ব্বল পুত্রদল তব, হায়।
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১৭

বড়ই দুঃখের কথা, ক'তে হৃদি ফে'টে যায়
না কহিলে নয়, কিন্তু কহাও বিষম দায়
সোণার ভারতে মাতঃ!
জনমে যা স্বভাবতঃ
শস্য রূপ স্বর্ণ-রেণু (৬ অতুল ধরায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১৮

অস্পৃশ্য অখাদ্য যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে আছে বিধি
সর্ব্ববিধ পাপকরী মত্তকরী মাদকাদি (৭)

১। কলম। ২। কাগজ। ৩। দোয়াত ৪। কালী।
৫। পরহস্তে গচ্ছিত, পরের হস্তায়ত্ত।
৬। স্বর্ণকণা তুল্য মূল্যবান।
৭। মত্ততাকারী দ্রব্যাদি।

লই, জ্ঞান-হারা (১) হ'য়ে
হই জ্ঞান-হারা,—(২) পীয়ে
ভাবী অমঙ্গল দিকে ক'জন তাকায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১৭

কাচ ও মৃত্তিকা আরো টিন-জাত পাত্রগুলি
বাহিরের দৃশ্যে মোরা আত্মহারা হই বলি
কাংস্য ও পিত্তলে ফেলি
হ'য়ে অতি কুতূহলী
সেগুলি কুটীরে তুলি সাজাই সজ্জায় (৩)
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

ভাবী ভাব মনে ভাবা এ যেন মোদের নাই
উপস্থিত জ্ঞান ভিন্ন ভাবী জ্ঞান নাহি চাই
বাহ্য দৃশ্যে ভুলে যাই
অন্তরে রহিলে ছাই
তার দিকে না তাকাই, মাকালে (৪) মজায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১। বিবেচনাশক্তি হীন। ২। জ্ঞানশূন্য মাতাল।
৩। আড়ম্বরার্থে, বাহাদুরি দেখাইবার জন্য। ৪। মাকাল ফলে, মাকালের উপরে মনোহর রক্তিমবর্ণ ভিতরে কুক্কুর মলবৎ কৃষ্ণবর্ণ।

২১

এতই দুখ ও ক্ষোভ হৃদয়ে পূরিয়া আছে
কে করিবে প্রতিকার কহিব কাহার কাছে
আগেই ব'লেছি দেবি !
আমি ত ও পদ সেবি
মিটা'তে মনের আশা, নারিলাম হায় !
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২২

মনের আবেগে মাতঃ ! বলিলাম এত কথা
তব পুত্রগণ যেন মনে নাহি পান ব্যথা
তারাই তোমার পদ
সেবি, পাবে সু-সম্পদ
যে গুলি অভাব তব, মিটাবে ত্বরায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

এস ভাই মোসলেম (১) এস ভ্রাতা হিন্দুগণ
ভা'য়ে ভা'য়ে মিশামিশি ভা'য়ে ভা'য়ে আলিঙ্গন
ভা'য়ে ভা'য়ে এক মনে
হিংসা মদ (২) বিসর্জ্জনে
আজীবন প্রাণ খু'লে সেবা কর মায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

১। মুসলমান সম্প্রদায়। ২। গর্ব্ব, অহঙ্কার

স্থাপত্য বস্ত্রের কল এইটী সর্ব্বাগ্রে চাই
এর তুল্য গুরু ভার আর কোনটীতে নাই
লৌহ মৃদঙ্গার (১) খনি
চেষ্টা কর ইষ্ট জানি
শ্বেত মৃত্তিকার পাত্র (২) আর দেশলায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২৫

হই চই করিও না ধীর ভাবে কর কাজ
অধৈর্য্য হইয়া কার্য্য করিলে, মিলয়ে লাজ
একতায় কি না হয়
(তৃণে বাঁধে করী হয়) (৩)
বল্মিকে (৪) বা কাহার বিস্ময় না জন্মায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২৬

ন্যায় রূপে ধন মান প্রাণ আরো দিয়া দেহ
করিলে কর্ত্তব্য কার্য্য রোধিতে পারে কি কেহ

১। পাথুরে কয়লা। ২। চিনে বাসন। ৩। পাট ইত্যাদি তৃণজাতীয় পদার্থ কতকগুলির সমষ্টিতে হাতী ঘোড়া প্রভৃতি মহা বলবান জন্তুও বাঁধিয়া রাখা যায়। ৪। উই কীট কৃত মৃত্তিকার উচ্চ ঢিপিতে।

তাই বলি ছাত্রকুল
হইও না ক্রোধাকুল (১)
তোমরাই কুলের প্রদীপ সু প্রভায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২৭

রাজার বিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না
রাজ প্রতিনিধিগণে কভু রূঢ় ভাষিও না
দস্যু-বৃত্তি পরিহর
শান্ত শিষ্টাচার ধর
এ মন্ত্রের পতন কভু না দেখা যায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়

২৮

একটী অভাব হ'লে কিছু আসে যায় না ক
লক্ষ লক্ষ ভাই ভগ্নী সবাই বাঁচিয়া থাক
তোমাদের চেষ্টা ফলে
অভাবাদি যাবে চ'লে
নিশ্চয় শান্তির কোলে রবে, দীন গায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

২৯

হে বন্ধু বান্ধবগণ সবাই মিলিয়া আজ
দীনের কল্যাণে কর, সরল হৃদয়ে কাজ

১। ক্রোধোন্মত্ত।

পরমেশ সন্নিধান
হও সবে যাচমান
করুণা-নিধান (১) মম কামনা (২) পূরায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিয়ে বিদায়।

৩০

কোনো গুণ নাই মম কি দিয়া তুষিব সবে
নিজ উদারতা গুণে বাড়া'লে মম গৌরবে
"শান্তিকুঞ্জ" উপহার
আরো লও নমস্কার
সরল হৃদয়ে দীন দিতেছে সবায
সদয় হৃদয়ে দাও হরিয়ে বিদায

৩১

পাপ দেহে যদি প্রাণ আর কিছুদিন রয়
দুখী ব'লে কাল (৩) যদি প্রাণ-বায়ু নাহি লয়
তা হ'লে উপায় নাই
সেটী ভাবা বৃথা ভাই!
এস বন্ধুগণ মিলি গলায় গলায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিয়ে বিদায়।

১। দয়ার আধার, পরমেশ্বর ২। আশা, মুক্তির ইচ্ছা।
৩। যম, মৃত্যু।

৩২

প্রাণাধিক ভালবাসা আমার নয়ন-তারা (১)
ইদি(২)মনু(৩)এহসান(৪) মেহেরুন(৫)ওজোহরা(৬)
ইউসফ (৭) ও চেহরা (৮)
আয় সবে আয় তোরা
চুম্বি বদনারবিন্দ (৯) আয় তোরা আয়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩৩

সুখে থাক, পুত্র কন্যা পতি, পত্নী সহকারে
স্বাস্থ্য সহ দীর্ঘ আয়ু দিন্ বিভু সবাকারে
ভুলে যাও মোর কথা
অন্তরে পে'ওনা ব্যথা
এ ভাঙা প্রাণের-কথা বলিব না কায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩৪

পাঠক পাঠিকা দোষ লইওনা অভাগার
সূর্প (১০) সম গুণগ্রাহী, সাধু জন ব্যবহার
বর্জ্জন করিও দোষ
হইওনা অসন্তোষ

১। চক্ষের তারকা সদৃশ ভালবাসা। ২।৩।৪।৫।৬।
৮। দুই হইতে আট পর্য্যন্ত, গ্রন্থকারের সাতটী পুত্র কন্যা।
মুখরূপ পদ্ম। ১০। কুলা, শস্যাদি পরিষ্কৃত করণ জন্য যন্ত্র বিশেষ।

কবি নহি, কাব্য লিখা কঠিন ভাষায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩৫

ভাঙা-প্রাণ-বিনির্গত (১) তপ্ত-রক্ত-কণা (২) যাহা
'ভাঙাপ্রাণে'(৩) ও 'আশেকেরাস্থলে'(৪) লিখিয়া তাহা
শেষ করি, "শান্তিকুঞ্জে" (৫)
সঁপিনু পাঠক-পুঞ্জে (৬)
সাদরে লইলে, গ্রন্থকার শান্তি পায়
সদয় হৃদয়ে দাও হরিষে বিদায়।

৩৬

লইনু বিদায় আজি, সবারে দিয়া বিদায়
তোমারে বিদায় দেয়া প্রিয়তমে! বড় দায়
স্বপ্নাবেশে দেখা দিয়া
মাঝে মাঝে তোষ হিয়া
যেথা থাকি দেখা দিয়া তুষিও সেথায়
দিবনা বিদায় তোরে, হব না বিদায়।

১। লেখকের ভগ্নপ্রাণ সম্ভূত। ২। হৃদয়ের উষ্ণ উচ্ছ্বাস।
৩। ভাঙা প্রাণ পুস্তকে। ৪। আশেকেরাস্থল গ্রন্থে।
৫। শান্তিকুঞ্জ নামক অত্র পুস্তক খানিতে। ৬। পাঠক সমূহে।

সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত মৌলবি মোহাম্মদ দাদ আলী প্রণীত।

নিম্নের লিখিত পুস্তকগুলি আমাদের নিকটে পাওয়া যায়।

১।	শান্তি কুঞ্জ (শান্তিরসাত্মক কবিতা) ...	১॥
২।	আশেকে রাসুল ১ম খণ্ড, মক্কা মদিনা সংক্রান্ত কবিতা	১
৩।	আশেকে রাসুল ২য় খণ্ড	৷৷৹
৪।	মসলা শিক্ষা পদ্যে লিখিত	৷৷৹
৫।	ভাঙ্গা প্রাণ ১ম খণ্ড, অকৃত্রিম প্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ	১৲
৬।	ভাঙ্গা প্রাণ ২য় খণ্ড	৷৷
৭।	দেওয়ানে দাদ উন্মাদ প্রেমিকের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস	১
৮।	সমাজ শিক্ষা, সমাজের উন্নতি বিষয়ক উপদেশ	৷৷
৯।	ফারায়েজ মুসলমানী দায়ভাগ পদ্যে লিখিত ..	১
১০।	সংগীত প্রসূন, নানাবিধ গীত	৷৷৹
১১।	উপদেশ মালা, খণ্ড কবিতা	৷
১২।	এলোপ্যাথিক জ্বর চিকিৎসা, পদ্যে লিখিত .	৷৷৹
১৩।	আয়ুর্ব্বেদ রত্ন, পদ্যে লিখিত	৷৷
১৪।	আখের মউৎ (অন্তিমে মৃত্যু)	⁄
১৫।	জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু	৵

মোহাম্মদ ইউসফ আলী ও মোহাম্মদ মনসুর আলী

পোঃ পোড়াদহ ভিলেজ আটীগ্রাম—নদিয়া।

প্রকাশক

মোহাম্মদ ইউসফ আলী

ও

মোহাম্মদ মনসুর আলী

পোষ্ট পোড়াদহ, আটীগ্রাম,

নদিয়া।